অন্তবিহীন

অভীক দত্ত

১ ।। রাঘব ।।

রাঘব যখন পৌঁছল তখন দুপুর দেড়টা বেজে গেছে। কলিং বেল টিপে অপেক্ষা করছিল। দরজা খুললেন একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। তাকে দেখে বললেন, "তোমাকে কি অরিন্দম পাঠিয়েছে?"

রাঘব বলল, "হ্যাঁ।"

"এসো এসো ভিতরে এসো।" ভদ্রলোক দরজা ছেড়ে দাঁড়ালেন।

রাঘব ভিতরে ঢুকল। বলল, "আমি কি অপেক্ষা করব?"

ভদ্রলোক বললেন, "বসো, আমি বাণীকে ডেকে দিচ্ছি।"

রাঘব সোফায় বসল।

বাড়িটা খুব একটা বড়ো না, কিন্তু খুব সুসজ্জিত। সল্টলেকের মতো জায়গায় এই বাড়ির দাম কি কোটি ছাড়িয়ে যাবে? রাঘব ভাবনা ছেড়ে দিল। তাদের গ্রামের লোকজন এসব বাড়িতে গেলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।

"ওহ, তুমি এসে গেছ?"

বাণী ম্যাম চলে এসেছিলেন। রাঘব উঠে দাঁড়াল, "হ্যাঁ ম্যাডাম। আমি এসে গেছি।"

ম্যাডাম বললেন, "বসো বসো। তুমি কি ট্রেনে এলে?"

রাঘব বলল, "হ্যাঁ ম্যাম, ট্রেনে এলাম।"

ম্যাডাম বললেন, "আচ্ছা। এখানে ডিউটি করতে হলে কোথায় থাকবে? আমাদের তো নিশাচর প্রাণীদের মতো কাজ। রাতে শুট থাকে, সন্ধের দিকে বাড়ি থেকে বেরোব, ভোরবেলা ফিরব। দিনের বেলাতেও গাড়ির দরকার হয়।"

রাঘব বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম, অরিন্দম স্যার সবই বলেছেন।"

ম্যাডাম বললেন, "কবে থেকে শুরু করতে পারবে?"

রাঘব বলল, "যেদিন বলবেন ম্যাডাম। আমি এখন বসেই আছি। সেরকম কোনও কাজ নেই।"

দরজা যে ভদ্রলোক খুলেছিলেন, তিনি চলে এসেছিলেন। রাঘব বুঝল ইনি সম্ভবত ম্যাডামের স্বামী। ভদ্রলোক বললেন, "তুমি কাল থেকেই চলে এসো, আচ্ছা তোমার নাম যেন কী?"

ম্যাডাম বললেন, "রাঘব, রাইট?"

রাঘব মাথা নাড়ল। ম্যাডাম ভদ্রলোককে বললেন, "কারও নাম আমি ভুলি না দেখলে? অরিন্দম ওর নাম বলেছিল, আমার ঠিক মনে আছে।"

ভদ্রলোক হাসলেন, "তাই তো দেখছি। যাই হোক, মাইনেকড়ির কথাটা বলে নাও।"

ম্যাডাম বললেন, "দ্যাখো, সারাদিনের কাজ তো বুঝতেই পারছ, চন্দন যা নিত তাই দেব ওকে।"

রাঘব বলল, "অরিন্দম স্যার তো বলেছেন পনেরো মতো..."

ভদ্রলোক চোখ বড়ো বড়ো করে ম্যাডামের দিকে তাকালেন। ম্যাডাম স্বামীর দিকে না তাকিয়েই বললেন, "হ্যাঁ, ওটা আমিই বলেছি। পনেরো হাজার তো পাবেই, তার সঙ্গে আলাদা টিফিনের খরচও পাবে। তোমার কোনও নেশা আছে?"

রাঘব দুদিকে মাথা নাড়ল।

ম্যাডাম বললেন, "খুব ভালো। এটাই চাইছিলাম। শোনো, বুবকার জন্যও একজন ড্রাইভার দরকার।"

ম্যাডাম স্বামীর দিকে তাকালেন।

ভদ্রলোক ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুবকা ওর গাড়ি কাউকে ছুঁতে দেবে ভেবেছ?"

ম্যাডাম গলা নামিয়ে বললেন, রাঘব তাও শুনতে পেল, "বুবকার একজন ড্রাইভার থাকলে ওকে অ্যাটলিস্ট ট্র্যাক করতে পারতে ও কী করে, কোথায় যায়! দিন দিন হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে ছেলেটা।"

ভদ্রলোক গলা না নামিয়েই বললেন, "যাচ্ছে কী! গেছে। কাল শুনলাম মাঝরাতে কোন রিকশাওয়ালাকে ঠুকে দিয়েছে। তাও নিজে বলেনি, সকালে তোমার বড়ো ছেলে গাড়ির সামনেটা দেখে ওকে চেপে ধরার পরে স্বীকার করেছে।"

ম্যাডাম মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে বললেন, "মান সম্মান সব শেষ করে দিল ছেলেটা। এইজন্যই বলছি ওর জন্যও একটা ড্রাইভার রাখো। শোনো, ওকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। ব্যাপারটা আমি দেখছি। রাঘব।"

রাঘব বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম।"

ম্যাডাম বললেন, "তুমি আর-একজন ড্রাইভারের খোঁজ দিতে পারবে? আমাদের আর-একটা গাড়ি আছে, ওর জন্য।"

রাঘব একটু ভেবে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ ম্যাডাম। কবের মধ্যে লাগবে বলুন?"

ম্যাডাম বললেন, "যত তাড়াতাড়ি পারো। ভীষণ দরকার। আচ্ছা শোনো, তুমি তো সেই কত দূর থেকে এসেছ। খেতে বসে পড়ো।"

রাঘব অবাক হয়ে তাকাল। ম্যাডাম উঠলেন, "এসো এসো।"

রাঘব উঠল। তাকে ডাইনিং টেবিলে বসানো হল।

ম্যাডাম নিজের হাতে খাবার বেড়ে দিলেন। রাঘবের ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। এঁরা এত বড়োলোক আর তার মতো একজন গরিব ড্রাইভারকে এভাবে খাওয়াচ্ছেন, তাও ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে!

ম্যাডামের স্বামীও তদারক করছিলেন।

তার খাওয়া হয়ে গেলে ম্যাডাম বললেন, "আজ থেকে তুমি আমাদের পরিবারেরই একজন। নিজেকে আলাদা ভাববে না। কাল সকাল থেকে চলে এসো। আউটহাউসে তোমার থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর ওই ড্রাইভারের ব্যাপারটাও ভুলো না কিন্তু।"

রাঘব মাথা নাড়ল। সঞ্জয় এখন বসেই আছে। ওকে বললেই এক পায়ে খাড়া হয়ে যাবে।

২ ।। বুবকা।।

"স্যার। কলেজ গার্ল লাগবে?"

বুবকার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। যে লোকটা প্রশ্নটা করল তার দিক মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওই অবস্থাতেই। কেমন একটা তেলতেলে ব্যাপার আছে লোকটার মধ্যে। বুবকা খানিকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, "এইজন্য শালা ভুলভাল জায়গায় সস্তার বারে

আসতে চাই না। আপনার আমাকে দেখে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে মনে হচ্ছে আমার কলেজ গার্ল লাগবে?"

লোকটা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে ওই তেলতেলে ভাবটা বজায় রেখেই বলল, "স্যার একবার দেখুন তো।"

বুবকা কটমট করে লোকটার দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। বিল দিয়ে বেরিয়ে পার্কিংয়ের দিকে এগোল। লোকটা বেরিয়ে এল তার সঙ্গে, দেঁতো হাসি হেসে বলল, "স্যার তাহলে কী ঠিক করলেন?"

বুবকা পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বলল, "বিষ কিনে খেয়ে মরে যান।" লোকটা থতোমতো খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ি স্টার্ট দিল বুবকা। তারপরেই মনে পড়ল সিগারেটের কথা। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ফোনটা বাজছিল।

বুবকা দেখল বাবা ফোন করছে।

ফোনটা ধরল না। বেশ খানিকক্ষণ ড্রাইভ করার পরে আবিষ্কার করল গাড়ির তেল শেষের দিকে।

কিছু একটা ভাবল কয়েক সেকেন্ড ধরে। তারপর আরও খানিকক্ষণ ড্রাইভ করে একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা পার্ক করে কলিং বেল বাজাল।

কেউ দরজা খুলল না দেখে অধৈর্য হয়ে বুবকা বারবার কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছিল।

কয়েক মিনিট পর বৈভবী দরজা খুলল। বুবকা বিরক্ত গলায় বলল, "কী করছিলে এতক্ষণ? ঘুমাচ্ছিলে?"

বৈভবী শান্ত গলায় বলল, "ভিতরে এসো।"

বুবকা ঘরে ঢুকে জুতো খুলে বৈভবীর ড্রয়িংরুমের সোফাতেই পা তুলে বসল।

বৈভবী বলল, "আজও কি গলা অবধি?"

বুবকা বলল, "ধুস শালা, স্টুডিওতে কে যেন বলল, একটা বারের কথা, ওখানে গেছিলাম। কী সব লোক, বলে কিনা কলেজ গার্ল চাই?"

বৈভবী হাসল, বলল, "ভালো তো, তোমার তো কলেজ গার্লই চাই বুবকা। তোমার বয়স কত?"

বুবকা বলল, "আমি কী জানি আমার বয়স কত! তোমার কত?"

বৈভবী বসল বুবকার সামনের সোফায়। বলল, "মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে নেই।"

বুবকা বলল, "তোমার তিরিশ না?"

বৈভবী বলল, "কিপ গেসিং।"

বুবকা বলল, "সেদিন কে যেন বলছিল তুমি আমার থেকে অনেক বড়ো। বারো বছর অ্যাটলিস্ট। তার মানে পঁয়ত্রিশ হবে তোমার।"

বৈভবী বলল, "কে বলছিল? আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে কথা হয়?"

বুবকা ফিকফিক করে হাসতে লাগল, "কী যে বলো। কথা হবে না? তুমি একটা এত বড়ো হিরোইন ছিলে। তারপরে মিসেস বাণী মিত্র তোমার কেরিয়ারে কন্টিনিউয়াস কাঠি করে সেটা ফুটুর ডুম করে দিল, আর তার ছোটো ছেলে সেই তোমার সঙ্গে শুতেই সারাক্ষণ তোমার কাছে চলে আসে, সেটা নিয়ে কথা হবে না?"

বৈভবীও হাসল, বলল, "তুমি কি এভাবেই সবার সঙ্গে আমার ইন্ট্রোডাকশন করাও বুবকা?"

বুবকা উঠে বসল। বৈভবীর হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, “না। তোমার নামে কেউ বাজে কথা বললে তাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব না বৈভবী।”

বৈভবী হাতটা ছাড়িয়ে নিল না। বলল, “সামনে কেউ বলে না বুবকা। তুমি ছোটো ছেলে। তুমি কিছুই বুঝবে না। পরপর দুটো সিনেমা হিট হবার পরেও কেন আমি আর কাজ পেলাম না, নিদেনপক্ষে একটা সিরিয়ালে একটা কাকিমার পার্টও কেউ কেন দিল না, সেটা তুমি এখনও বুঝবে না।”

বুবকা বৈভবীর হাত শক্ত করে ধরে বলল, “আমার বোঝার দরকার নেই। শুধু এটুকু বুঝে নাও, যে আমাদের আলাদা করার চেষ্টা করবে, তাকে আমি পুঁতে রেখে দেব।”

৩ ।। অলকা।।

অলকা তৈরি হচ্ছিল।

শুভ স্নান সেরে বেরিয়ে তাকে দেখে বলল, “আজকে কটা বাজাবে?”

লিপস্টিকটা পুরু করে ঠোঁটে দিতে দিতে অলকা বলল, “জানি না। শুটের কোনও ঠিক থাকে নাকি।”

শুভ মাথা চুলকে বলল, “এত দেরি?!”

অলকা বলল, “দ্যাখো বস, এইসব কথা সুচিত্রা সেনের বর বলত, মানা যেত! ফিফটিজের প্যানপ্যানানি এখন চালালে হবে?”

শুভ বলল, “পরের মাসে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি তো?”

অলকা বলল, “হবে না, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম।”

শুভ হতভম্ব গলায় বলল, "হবে না? ইশ, একগাদা টাকা দিয়ে দিলাম তো ভোম্বলকে। ও যদি টাকা ফেরত না দেয়?"

অলকা বলল, "ওসব টাকার গল্প অন্য জায়গায় দিয়ো। আমারই তো টাকা। আমি বুঝে নেব।"

শুভ একটু ম্রিয়মাণ হয়ে বলল, "আমার একটা চাকরি হলেই তোমার সব টাকা শোধ করে দিতাম।"

অলকা বলল, "শাড়ির কুঁচিটা ধরো তো।"

শুভ হাঁটু গেড়ে বসে অলকার শাড়ির কুঁচি ধরল। অলকা শাড়িটা সামলাতে সামলাতে বলল, "তোমার চাকরির আশায় বসে থাকলে আর দেখতে হত না। তাও ভালো, ছেলে মেয়ে হয়নি। তোমার মাকে দয়া করে ওই ফাটা রেকর্ডটা বাজাতে বারণ কোরো।"

শুভ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "ধুস! মা অত বোঝে নাকি? আচ্ছা তুমি চিন্তা কোরো না, আমি বলে দেব।"

অলকার হয়ে গেছিল। ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলল, "ঠিক কতটা কাঠখড় পুড়িয়ে এই মেন সাইড রোলটা পেয়েছি সেটার ব্যাপারে কোনও আইডিয়া আছে তোমাদের? এখনই যদি ঝুলে গেল তাহলে কী হতে পারে ভেবেছ কখনও? তোমার মা না বুঝুক, তুমি তো বুঝবে।"

শুভ অলকার পিছন পিছন আসছিল, বলল, "আজ আমারও ফিরতে দেরি হতে পারে।"

অলকা বলল, "তুমি কোথায় যাবে?"

শুভ বলল, "আসানসোল। দ্যাখো, কাজটা হয়ে গেলে তো বেঁচেই যাই।"

অলকা বলল, "আরে কী কাজ সেটা তো বলবে?"

শুভ বলল, "দাদা যাবে। দাদার সঙ্গে।"

অলকা বিরক্ত গলায় বলল, "এই দাদা দাদা ভাবটা ছাড়ো তো। পলিটিক্স করে কিন্তু কোনও কাজ পাবে না এটা তোমাকে বলে দিলাম। সামান্য বুদ্ধি থাকলেও সেটা বুঝতে তুমি। দল বাড়ানো ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না, সেটা বোঝো তুমি?"

শুভ বলল, "ওরকম বোলো না, দাদা ছিল বলেই তোমার কাজটা..."

অলকা ফিরে দাঁড়াল। রাগি গলায় বলল, "ওই ধারণা নিয়েই থাকো।"

শুভ থতোমতো খেয়ে গেল।

গাড়ি নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। অলকা গাড়িতে গিয়ে উঠল। ড্রাইভারকে বলল, "তোমার স্যার কোথায় এখন?"

ড্রাইভার বলল, "ফ্ল্যাটে আছেন। আপনি গেলে বেরোবেন।"

অলকা আর কিছু বলল না। বসে বসে মোবাইল ঘাঁটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে একটা অ্যাপার্টমেন্টের তলায় গাড়িটা দাঁড়াল। অলকা গাড়ি থেকে নেমে লিফটে উঠল।

দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটের দরজা খোলাই ছিল। অলকা ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সে সরাসরি বেডরুমে প্রবেশ করল। দেখল দীপ্ত শুয়ে আছে। তাকে দেখে ঘুম ঘুম গলায় বলল, "এত শাড়ি গয়না পরে এসেছ কী করতে? পরতেও তো টাইম লাগে।"

অলকা বলল, "আমার সেজে থাকতে ভালো লাগে।"

দীপ্ত বলল, "এখন তো সেই সব খুলতে হবে।"

অলকা বলল, "আবার পরে নেব, চিন্তা করছ কেন?"

দীপ্ত উঠে বসল। বলল, "আজ থাক, শরীরটা ভালো নেই।"

অলকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাটের ওপর বসে বলল, "সামনের দরজাটা এভাবে খুলে ঘুমাও, কোনদিন তো সব চুরি হয়ে যাবে।"

দীপ্ত বলল, "নিয়ে যাক যা আছে। আমাকে বাদ দিয়ে যেটা খুশি নিয়ে যাক।"

অলকা বলল, "এবার একটা বিয়ে করো দীপ্ত। এভাবে আর কদিন?"

দীপ্ত বলল, "কেন? পরের বউয়ের কি শুতে ইচ্ছা করে না আজকাল? সেলিব্রিটি হয়ে গেছ বুঝি একটা বালের সিরিয়াল করেই?"

অলকা বলল, "এসব বলে ছোটো করতে ভালো লাগে তোমার?"

দীপ্ত হাতড়ে একটা সিগারেট নিয়ে সেটা ধরিয়ে টানতে টানতে বলল, "সব সময় নিজের অওকাদে থাকবে অলকা। দেখবে ভালো থাকবে। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে তিন-চারবার আমি প্রস আমি প্রস বলবে। তাতে দেখবে বাস্তবটা বুঝতে সুবিধা হবে।"

অলকার চোখে জল এসে গেছিল। সে বলল, "আমি বেরোলাম। ট্যাক্সি করে স্টুডিও চলে যাব।"

দীপ্ত সিগারেটটা রেখে অলকার হাত ধরে অলকাকে টেনে নিজের কাছে নিল, দীর্ঘক্ষণ ধরে অলকার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলল, "বাহ, এই লিপস্টিকটা বেশ ভালো তো! ব্রেকফাস্টটা জমে গেল!"

৪ ।। বাণী মিত্র।।

বাণী মিত্রের মুড আজ ঠিক নেই।

অফিসে আসার সময় গাড়িতেই খবর পেয়েছেন টিআরপি রিপোর্ট এসেছে। তিন্নির সংসার দু নম্বরে নেমে গেছে। আর-একটা প্রোডাকশন “সহেলির চুড়ি” চারে ছিল, ছয়ে চলে গেছে।

দীপ্ত রায় প্রোডাকশনের “ব্যানার্জি বাড়ির বউ” এক নম্বরে চলে এসেছে। বাণী মিত্র অফিসে এসেই সুভাষকে ডেকে পাঠালেন।

সুভাষ অফিসেই ছিল। ম্যাডামের সামনে এসে দাঁড়াল। বাণী মিত্র ঠান্ডা গলায় বললেন, “তিন্নির সংসার নেমে গেল কেন সুভাষ?”

সুভাষ মাথা চুলকে বলল, “ম্যাডাম, ব্যানার্জি বাড়ির বউ এখন মেগা উইক যাচ্ছে। বাড়ির বড়ো ছেলে আর-একটা বিয়ে করেছে, সেই নিয়ে তুমুল অশান্তি চলছে। ওইসবেই হবে হয়তো।”

বাণী মিত্র মোবাইল ঘাঁটছিলেন। বললেন, “রিখিয়াকে বলুন নতুন কোনও টেনশন ক্রিয়েট করতে। এভাবে বাজার ছেড়ে দেবেন নাকি?”

সুভাষ বলল, “রিখিয়া ম্যাম তো বলছিলেন তিন্নির সংসার আর টানতে পারছেন না। কোনও ভাবে শেষ করে দিলে হয় না?”

বাণী মিত্র সুভাষের কথায় পাত্তা না দিয়ে ওকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বললেন, সুভাষ ইতস্তত করে বেরিয়ে গেল। বাণী মিত্র ফোনটা কানে নিয়ে বললেন, “এই রিখিয়া, তিন্নি নেমে গেছে শুনেছিস তো?”

রিখিয়া ধরা গলায় বলল, “হ্যাঁ দিদি, একটু আগেই মেসেজটা পেয়েছি।”

বাণী বললেন, “ভাইরাল বাধালি নাকি?”

রিখিয়া বলল, “হ্যাঁ, মনে হচ্ছে।”

বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "কী যে করিস না। বৃষ্টিতে ভিজেছিলি?"

রিখিয়া বলল, "হ্যাঁ। কিছু করার ছিল না আসলে। ছাতা নিতে ভুলে গেছিলাম।"

বাণী বললেন, "ওষুধ নে, ফেলে রাখিস না।"

রিখিয়া বলল, "চিন্তা কোরো না, ঠিক হয়ে যাবে। আর তিন্নির সংসার নিয়েও ভেবো না। কালকেই একটা ট্যুইস্ট আনছি।"

বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "ওর বরের আর-একটা বিয়ে দিস না, ব্যানার্জি বাড়ির গল্পে অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু।"

রিখিয়া বলল, "সেটা শুনেছি, তুমি দ্যাখো না আমি কী করি।"

বাণী বললেন, "একটা কাজ করা যেতে পারে। তিন্নির একটা আগের বয়ফ্রেন্ড নিয়ে আসতে পারিস।"

রিখিয়া বলল, "দেখেছ দিদি, আমাদের চিন্তা কত এক লাইনে যায়? আমি এটাই ভেবেছিলাম।"

বাণী গর্বিত গলায় হাসলেন, "সে তো হবেই। তুই আমার অন্য মায়ের পেটের বোন।"

রিখিয়া বলল, "দিদি, একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?"

বাণী বললেন, "বল না।"

রিখিয়া বলল, "মানে..."

বাণী বললেন, "কী? বুবকাকে নিয়ে কিছু? ও ছাড়া আর কী হবে?"

রিখিয়া বলল, "হ্যাঁ দিদি। বুবকাকে নিয়েই।"

বাণী মাথায় হাত দিলেন, বললেন, "বল।"

রিখিয়া বলল, "দুপুরে বুবকা আমায় ফোন করেছিল। বলল, বৈভবীকে নিয়ে একটা স্টোরি ভাবতে।"

বাণী অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন, "তুই কী বললি?"

রিখিয়া বলল, "আমি কী বলব? হেসে আচ্ছা দেখব দেখব, নিশ্চয়ই চেষ্টা করব এসব বলে ফোনটা কেটে দিলাম!"

বাণী বললেন, "শোন, বুবকাকে ব্লক করে দে। ওর ফোন তোকে ধরতে হবে না।"

রিখিয়া বলল, "কিন্তু দিদি..."

বাণী বললেন, "আমি বলছি তো, তোকে ভাবতে হবে না। বুবকাকে ব্লক করে দে।"

রিখিয়া বলল, "দিদি, বুবকার প্রোপোজালটা কিন্তু একেবারে ফেলে দেওয়ার মতোও ছিল না। বৈভবীর..."

বাণী বললেন, "বল শুনছি।"

রিখিয়া বলল, "না মানে তুমি রাগ করবে বলি যদি।"

বাণী বললেন, "বল বল।"

রিখিয়া বলল, "মানে তুমি যেদিন যে স্ক্রিপ্টটা বলছিলে, তাতে লিড রোলে বৈভবীকে..."

বাণী কঠিন গলায় বললেন, "এখন রাখছি, অনেক কাজ আছে।"

রিখিয়া থতোমতো গলায় বলল, "আচ্ছা আচ্ছা দিদি। রাখছি।"

বাণী ফোনটা কেটে দিলেন।

স্টুডিও যাবার জন্য উঠলেন।

৫ ।। তথাগত।।

গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্টেশন আছে একটা। সকাল থেকেই একটা টেনশন কাজ করছে তথাগতর মধ্যে।

অন্যান্য দিন সাতটায় ওঠে।

আজ ভোর পাঁচটাতেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

ল্যাপটপটা খাটের ওপর খোলা ছিল।

বেশ খানিকক্ষণ পয়েন্টগুলো ঝালিয়ে নিল মনে মনে। দেখল সব ঠিকঠাকই আছে।

আরও এক ঘণ্টা বিছানাতেই শুয়ে থাকল সে। ছটা নাগাদ উঠে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোল। আউটহাউস কদিন ফাঁকা ছিল, এখন আবার একজন ড্রাইভার এসেছে। তথাগত বেরিয়ে দেখল ছেলেটা দাঁত মাজছে। সে বলল, "তোমার নাম কী যেন?"

ছেলেটা একটু তটস্থ হয়ে বলল, "রাঘব, দাদা।"

তথাগত বলল, "কখন ফিরল মা?"

রাঘব বলল, "আড়াইটে।"

তথাগত বলল, "তোমার তো তাহলে ঘুম হল না ঠিক করে।"

ছেলেটা বলল, "অভ্যাস আছে দাদা। এই তো, এবার ঘুমাব।"

তথাগতর হাসি পেল, "দাঁত মেজে ঘুমাবে?"

ছেলেটাও হাসল, "হ্যাঁ দাদা। ম্যাডাম আজ দশটা নাগাদ কোথায় একটা যাবেন বলছিলেন।"

তথাগতর মনে পড়ল। আজ প্রীতিকাকে নিয়ে মার গয়না কিনতে যাওয়ার কথা আছে। তা বলে দশটায়? তাহলে কি অন্য কোথাও যাবে?

সে বলল, "তোমার বাড়ি কোথায়?"

ছেলেটা বলল, "উত্তর চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে।"

তথাগত বলল, "চাষের জমি আছে তোমাদের?"

ছেলেটা বলল, "না দাদা। সেরকম কিছুই নেই।"

তথাগত বলল, "তোমার ঘরে মশারি আছে তো?"

ছেলেটা বলল, "না, এখনও কেনা হয়নি।"

তথাগত বলল, "সে কী? এখানে মশারি ছাড়া আছ কী করে? তুমি আমার থেকে টাকা নিয়ে নিয়ো। আজকে বাজার খুলতেই মশারি কিনে নিয়োনিয়ো।"

রাঘব কৃতজ্ঞ মুখে হাসল।

এতক্ষণ লক্ষ করেনি, তথাগত দেখল বুবকার গাড়িটা নেই। সে ফোন নিয়েই বেরিয়েছিল, বুবকাকে ফোন করল।

পুরো রিং হয়ে গেল, বুবকা ফোন ধরল না।

তথাগত আবার ফোন করল, এবার বুবকা ধরল, ঘুম জড়ানো গলায় বলল, "কী বে গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী, সকাল সকাল ঝাঁট জ্বালাচ্ছিস কেন?"

তথাগত বলল, "তুই কোথায়? রাতে ফিরিসনি কেন?"

বুবকা বলল, "আমি কোথায়, তা জেনে তুই কী করবি?"

তথাগত দেখল রাঘব তার কথা শুনছে হাঁ করে। সে গেট খুলে রাস্তায় বেরোল। অনেকেই মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে। সে গলা নামিয়ে বলল, "মা ঘুম থেকে ওঠার আগে ঢুকে যা, নইলে আবার অশান্তি হবে।"

বুবকা বলল, "ম্যানেজ করে দিবি, বলবি এসেই বেরিয়ে গেল।"

তথাগত বলল, “আমি ম্যানেজ করার জন্য থাকব না আজ। প্রেজেন্টেশন আছে অফিসে। আগে আগে অফিস যাব।”

বুবকা বলল, “আবে তুই আমায় নিয়ে এত চাপ নিস কেন? জানিসই তো অমনিও মা ঝাড়বে এমনিও ঝাড়বে। এই টিপিক্যাল গুড বয় ইমেজটা আমার সঙ্গে কেন মারাস দাদা? এক কাজ কর, তুইও এখানে চলে আয়, দুই ভাই মিলে লুচি আলুর দম খাই ব্রেকফাস্টে।”

তথাগতর মাথা গরম হচ্ছিল, “তুই বৈভবীর ওখানে আছিস, না?”

বুবকা বলল, “হ্যাঁ। আছি তো। কার বাপের কী বাল? এই তো আমার বুকের কাছে শুয়ে আছে বৈভবী। কে কী করতে পারবে?”

তথাগত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল, “আমি আর কিছু বলব না তোকে, তুই যা ইচ্ছা কর।”

বুবকা বলল, “এ দাদা।”

তথাগত বলল, “রাখছি এখন।”

বুবকা বলল, “শোন না।”

তথাগত বলল, “কী!”

বুবকা বলল, “হাজারখানেক টাকা দে। ক্রেডিট কার্ডের আপার লিমিট গাঁড় মেরে গেছে। গাড়িতে তেল ভরতে হবে।”

তথাগত বলল, “এখন কী করে দেব? এনইএফটি করা যায় নাকি এত সকালে?”

বুবকা বলল, “আইএমপিএস কর। এখনই কর।”

তথাগত বলল, "এতগুলো টাকা তুই কী করিস বুবকা? তুই তো পরশুই বাবাকে টুপি পরিয়ে তিরিশ হাজার নিয়ে গেলি।"

বুবকা বিরক্ত গলায় বলল, "ধ্যার বাল। তুইও আজকাল হিসেব চাইছিস! বাপের টাকা চেয়েছি আমি? তোর টাকা চেয়েছি। আর শোন, হাজার না, পাঁচ হাজার পাঠা। তোর ভাইটা না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে, ভালো লাগবে?"

হাসি পেয়ে গেল তথাগতর। বলল, "আমার স্যালারিটা দেখছি তোর জন্যই তুলে রাখতে হবে এর পর থেকে।"

বুবকা বলল, "রাখবি তো! তবে তোকে নিয়ে চিন্তা হয় দাদা। তুই তো আমার মতো না, বিয়ের পর বউয়ের আঁচলের তলায় চলে যাবি, আর তখন আমায় চিনবিও না শালা।"

তথাগত বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, বৈভবীর কোলে শুয়ে অনেক ফিলোজফি দেখিয়েছিস। এবার বাড়ি ফের। আর শোন, গাড়ির কাজটা করাস।"

বুবকা বলল, "ও তো অনেক খরচা। ওটা বাবার ঘাড়ে ফেলে দেব।"

তথাগত হেসে ফেলল। বলল, "যা পারিস কর, আমি রাখছি।"

বুবকা বলল, "ট্রান্সফার করে দে, ভুলিস না দাদা। মরে যাব কিন্তু।"

তথাগত কেটে দিল ফোনটা।

মোবাইল ব্যাংকিং খুলে বুবকার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করে দিতে গিয়েও থমকে গেল।

ঠোঁট কামড়ে কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা ভাবল।

তারপর ফোনটা পকেটে রেখে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ট্রান্সফারটা করল না।

৬

।। বাণী মিত্র।।

প্রীতিকাকে বেশ পছন্দ বাণীর। তবে মুখে সেটা বোঝান না।

বনেদি বাড়ির মেয়ে। মুখটাও ভারী মিষ্টি। বাবাইয়ের পছন্দ আছে।

প্রথমে যে গয়নাগুলো কিনবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তার থেকেও বেশ কয়েকটা বেশি কিনে ফেললেন। প্রীতিকা অবাক হয়ে বলেছিল, "এত কিনে কী হবে?"

বাণী প্রীতিকার দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, "একদম চুপ থাকবি। কোনও কথা বলবি না।"

প্রীতিকা বলল, "আন্টি, আমি এমনিতেই গয়না পরি না, তুমি তো আমাকে সিরিয়ালের বউ বানিয়ে দিচ্ছ।"

বাণী বললেন, "সবই থাকবে রে মা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরবি। বড়োরা যখন কিছু দেয় তখন মানা করতে নেই।"

প্রীতিকা আর কিছু বলল না। বাণী নিজের জন্যও একটা নেকলেস নিলেন। বহুদিন গয়না কেনা হয় না। অথচ একটা সময় ছিল যখন রীতিমতো টাকা জমিয়ে গয়না কিনতেন।

টাকা হাতে এল যখন, তখন আর গয়না কেনার সময় হল না। প্রোডাকশন হাউস, অফিস, স্টুডিও আর বাড়ি যাতায়াতটাই জীবন হয়ে গেল।

মন দিয়ে নেকলেস দেখছিলেন, এমন সময় শুনতে পেলেন, "আরে ম্যাডাম, কী খবর?"

বাণী মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। দীপ্ত, সঙ্গের মেয়েটাকে চিনলেন না।

বললেন, "ওহ, তুমি? কেমন আছ?"

দীপ্ত বলল, "কেমন থাকতে পারি বলুন আমরা?"

বাণী হাসলেন, "ঠিকই। তবে তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছ। এই উইকের টপ টিআরপি পেয়েছ।"

দীপ্ত পাশের মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "সবই এঁর কৃপা ম্যাডাম।"

মেয়েটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বাণী বললেন, "ওকে তো ঠিক চিনলাম না?"

দীপ্ত ভীষণ সুপুরুষ। ছ ফুট লম্বা। সানগ্লাসটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, "ও হল আমার ব্যানার্জি বাড়ির ছেলের দ্বিতীয় বউ।"

বাণী মেয়েটির দিকে তাকালেন। কপালে সিঁদুর। মুখটার মধ্যে একটা আলগা লজ্জা মিশে আছে। একটা কানাঘুষো শুনছিলেন বটে দীপ্তর ব্যাপারে সম্প্রতি, এই তাহলে সেই?

মেয়েটিকে বললেন, "তোমার নাম কী?"

মেয়েটা বলল, "অলকানন্দা মুখার্জি।"

বাণী হাসলেন, "মন দিয়ে কাজ করো। এই ইন্ডাস্ট্রিতে সুস্থ থাকাটা সবথেকে দরকার। সেটা মাথায় রেখো।"

অলকা মাথা নাড়ল। দীপ্ত বলল, "ও খুব হার্ডওয়ার্কিং। ইচ্ছা আছে আর-একটা সিরিয়ালে ওকে লিডে নেবার। লেটস সি। উনি কে ম্যাডাম? ওঁকে কি ইন্ট্রোডিউস করছেন নতুন কোনও সিরিয়ালে?"

প্রীতিকা চুপ করে তাদের কথা শুনছিল। দীপের কথা শুনে হেসে ফেলল। বাণীও হাসলেন, বললেন, "উনি আমার ফ্যামিলিতে ইন্ট্রোডিউসড হচ্ছেন। আমার বড়ো ছেলের উড বি।"

দীপ্ত হো হো করে হাসল। বলল, "সরি সরি ম্যাম। আচ্ছা আমার একটা অভিযোগ আছে।"

বাণী বললেন, "কী ব্যাপারে বলো তো?"

দীপ্ত বলল, "বুবকার মতো একজন এত ট্যালেন্টেড ছেলে হারিয়ে যাচ্ছে। এটা জাস্ট মেনে নিতে পারি না।"

বাণী গম্ভীর হলেন, "আমি আর ওর ব্যাপারে কী বলব?"

দীপ্ত বলল, "অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ইচ্ছা ছিল। একটা সিনেমার কথা ভাবছিলাম। বুবকার কথা ভেবেওছিলাম, ওকে তো ফোনেই পাওয়া যায় না আজকাল।"

বাণী বললেন, "তুমি যে ভেবেছ এটাই অনেক। ওকে এক্সপেক্ট করে কিছু কোরো না। আমার আর ওর ওপর কোনও এক্সপেক্টেশন নেই।"

৭

।। বুবকা।।

"তুমি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলে না?"

বৈভবী রান্না করছিল। বুবকা রান্নাঘরে একটা চেয়ারে বসে শশায় কামড় দিতে দিতে বৈভবীকে জিজ্ঞেস করল।

বৈভবী বলল, "হ্যাঁ, ডেবিউতেই।"

বুবকা বলল, "মার সঙ্গে তোমার আসল বাওয়ালটা কী নিয়ে হয়েছিল?"

বৈভবী বলল, "সেসব তুমি জেনে কী করবে?"

বুবকা বলল, "বলো না, শুনতে ভালো লাগে। জ্ঞান বাড়ে।"

বৈভবী বলল, "ফার্স্টের মেগাটা সুপার হিট হবার পর তোমার মার সেকেন্ড সিরিয়াল। লিড ছিলাম আমি। টানা শিফটে কাজ করিয়ে যেতেন। একদিন শরীর খারাপ হল। আমাকে বলে দিলেন আমি নাকি মিথ্যা কথা বলছি। আমি এত রেগে গেছিলাম আর শ্যুটিং-এই যাইনি। তারপর তোমার মা-ই যা দায়িত্ব নেওয়ার নিয়ে নিলেন আমার, কেরিয়রটা শেষ করে দিলেন।"

বুবকা বলল, "বাল শেষ করল।"

বৈভবী বলল, "সকাল সকাল খিস্তি দিতে ভালো লাগে তোমার?"

বুবকার শশা খাওয়া হয়ে গেছিল। সেটা ফেলে বলল, "খিস্তি তো দিতেই হবে। মানুষের শরীর খারাপ হবে না?"

বৈভবী বলল, "তোমার মায়েরও কিছু করার ছিল না বুবকা। মরিয়া হয়ে গেছিলেন তিনি। আমি শুধু ওই মিথ্যেবাদী তকমাটা সহ্য করতে পারিনি। মিথ্যে কথাটা আমার ধাতে নেই। টানা আঠেরো ঘণ্টা কাজ করার পর শরীর খারাপ হতেই পারে এটা ওঁর বোঝা উচিত ছিল।"

বুবকা বলল, "তুমি মার হয়ে কথা বলছ কেন?"

বৈভবী বলল, "বাস্তবটা বলছি।"

বুবকা বলল, "দীপ্ত রায়ের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করোনি কেন?"

বৈভবী বলল, "আমি লোকের পায়ে গিয়ে পড়তে পারি না বলে। তেল মারাটা আমার ধাতে নেই বলে।"

বুবকা বলল, "দীপ্ত রায় তোমাকে অফার দিলে যাবে?"

বৈভবী বুবকার দিকে তাকাল। বলল, "যাব। কেন যাব না?"

বুবকা বলল, "আমার দাদাটাও একটা শুয়োরের বাচ্চা জানো তো?"

বৈভবী বলল, "হঠাৎ এই কথা?"

বুবকা বলল, "মালটাকে বললাম টাকা নেই, কিছু টাকা পাঠা। ঠিক পাঠাল না। ওদিকে একটা গুড বয় গুড বয় ইমেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

বৈভবী বলল, "তোমারও তো ওই ইমেজটাই রাখা উচিত ছিল। বখে গেলে মাঝপথে। আমার পাল্লায় পড়ে।"

বুবকা উঠে বৈভবীকে জড়িয়ে ধরল, "তোমাকে নিয়ে আমি জাহান্নামেও চলে যাব। তাতে যে যা খুশি বলুক কিচ্ছু যায় আসে না।"

বৈভবী ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "রান্না করার সময় এসব করতে নেই। যাও, দূরে গিয়ে বসো।"

বুবকা আবার চেয়ারটায় গিয়ে বসল। তারপর বলল, "আজ ভাবলাম তোমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাই।"

বৈভবী বলল, "আমি হয়তো দুপুরে একবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

বুবকা বলল, "কী করতে?"

বৈভবী বলল, "অনেকদিন দেখা হয় না। ভদ্রলোক একা একা কী করছে কে জানে।"

বুবকা বলল, "নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখতে পারো না?"

বৈভবী বলল, "নাহ, বাবা বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। তা ছাড়া তুমি কী করবে তখন?"

বুবকা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তাও ঠিক। আমি কী করব? তুমি আমার কথা ভাবো? সত্যি?"

বৈভবী হেসে বলল, "না, ভাবি না তো। কোনদিন দাদার মতো একটা লক্ষী মেয়েকে বিয়ে করে সংসারী হবে। আমি জানি তো।"

বুবকা বলল, "ধুস। কী যে বলো!"

বৈভবী বলল, "অভিনয়টা ছেড়ো না বুবকা। ভুল করছ।"

বুবকা বলল, "অত খাটনি পোষায় না বিশ্বাস করো। মেগার ওই বালের ইলাস্টিকের মতো টেনে নিয়ে যাওয়া গল্পের জন্য খাটতে পোষায় না আমার। ওরা ওইসব বালছাল নিজেরা বানাক, নিজেরাই দেখুক। কারা দ্যাখে এসব? একটা লোকের গাদা গাদা বউ। সে গল্পের না আছে কোনও মাথা না আছে কোনও মুন্ডু! মানুষকে টুপি পরিয়ে যাচ্ছে বাণী মিত্র দীপ্ত রায়রা আর মানুষ সে টুপি পরছে।"

বৈভবী বলল, "শুধু একদিক দেখলে হবে বুবকাবাবু? অন্যদিক দেখবে না? কত লোকের পেটের ভাত আসছে এটা থেকে সেটা দেখবে না? ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তো ধুঁকছে। রিমেক করে করে কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিটা খিল্লি হয়ে গেছে। টিভি সিরিয়াল যে একা হাতে ইন্ডাস্ট্রিটা ধরে রেখেছে সেটা দেখবে না?"

বুবকা বলল, "ফাক সিরিয়াল, ফাক ইন্ডাস্ট্রি। বিশ্বাস করো, মেগাতে আমি কোনও চ্যালেঞ্জই খুঁজে পেতাম না। মা ওই একই গল্প চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক সিরিয়ালে। গ্রামের মেয়ে, শহরের ছেলে, গ্রামের মেয়েকে শহরে নিয়ে এল, একটা ফ্যামিলি এস্টাব্লিশ করল। ফ্যামিলির লোক কাঠি করল, আর মেয়েটা সেই কাঠি সামলে লড়াই করে যাচ্ছে। এই হল গল্পের স্ট্রাকচার। এবার এটাকেই উলটে পালটে যেটাকে চালানো হচ্ছে, সেটা আর যাই হোক কোনও আর্টের মধ্যে পড়ে না।"

বৈভবী হাসল, বলল, "বুঝবে না। মানুষের পেট চালাতে আর্ট দরকার নেই। খাবার দরকার।"

বুবকা বলল, "আমার বুঝতে হবেও না। আমি আর ওয়েট করতে পারব না। যা রান্না হয়েছে দাও, গাড়িটা রেখে যাচ্ছি। বাসে বাড়ি যাব আজ। তারপর দাদার কীভাবে মারতে হয় সেটা দেখছি।"

৮

।। তথাগত।।

"তোমার মা আজ একগাদা গয়না কিনে দিলেন", প্রীতিকা স্কচে চুমুক দিতে দিতে বলল।

এক রেস্তোরাঁয় ডিনার করতে এসেছে তারা।

তথাগত বলল, "ভালো তো। বাণী মিত্রর বউমা হচ্ছ। তোমারই তো মার্কেট এখন।"

প্রীতিকা বলল, "তোমার প্রেজেন্টেশন কেমন ছিল আজ?"

তথাগত প্রীতিকার প্লেটটা দেখে মুখটা বিকৃত করল, “এইসব ডিশ খাও কী করে তুমি? এত ডায়েট করে কী হবে?”

প্রীতিকা বলল, “তুমিও খাও। স্পাইসি ফুড অ্যাভয়েড করো। গুড ফর ইউ।”

তথাগত বলল, “ধুস,একটু মশলা না হলে ভালো লাগে নাকি কিছু?”

প্রীতিকা বলল, “তুমি সাবকনশাসে বুবকাকে হিংসা করো না?”

তথাগত অবাক হল, “এর মধ্যে বুবকা এল কোত্থেকে?”

প্রীতিকা বলল, “আমি ভাবছিলাম। এই যে তোমার ঘড়ি ধরে চলা কর্পোরেট লাইফ, কোনও অ্যাডেড স্পাইস নেই, একটা ঠিকঠাক সংসারী মেয়েকে বিয়ে করবে, অফিস করবে, বাড়ি ফিরবে, এসব তুমি ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারো না, না?”

তথাগত বলল, “আমার ঠিক কোন ব্যাপারটা দেখে তুমি এই কনক্লুশনে এলে, কাইন্ডলি একটু বলবে?”

প্রীতিকা হাসল, “জানি না, আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। তুমি আর তোমার বাবা খুব ম্যাড়ম্যাড়ে লাইফ লিড করো।”

তথাগত বলল, “বুবকার লাইফ তোমার কোন দিক থেকে ঈর্ষণীয় মনে হয়? এমন কোনও নেশা নেই যেটা ও করে না, একদিন পর পর হয় বাবার কাছে নয় আমার কাছে হাতে পায়ে ধরে টাকা নিয়ে যায়, একটা হোরের সঙ্গে শোয়, সিরিয়াসলি! তোমার কী দেখে মনে হয় আমি ওকে হিংসা করি?”

প্রীতিকা বলল, “অনেক দিক আছে। ওর আনপ্রেডিক্টেবল লাইফস্টাইলটাই তো তুমি হিংসা করো। করো না?”

তথাগতর চোয়াল শক্ত হল, “না, করি না। ইন ফ্যাক্ট আমি আজকাল অন্য কিছু নিয়ে ভাবি।”

প্রীতিকা বলল, “কী ভাবো?”

তথাগত বলল, “আজকাল আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবি।”

প্রীতিকা বলল, “সত্যি?”

তথাগত বলল, “হ্যাঁ, সত্যি। আজকাল মা বড়ো একা হয়ে যাচ্ছে। খুব স্ট্রেস যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি। কম স্ট্রাগল তো করেনি। এবার মার পাশে দাঁড়াতে হবে।”

প্রীতিকা বলল, “তোমার মাকে বলেছ?”

তথাগত বলল, “ইন ফ্যাক্ট মা-ই আমাকে অন্যভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করেছে। আমি বুঝি সেটা।”

প্রীতিকা বলল, “আমি আর-একটা স্কচ নেব।”

তথাগত বলল, “বাড়ি যাবে না নাকি?”

প্রীতিকা বলল, “কিছু হবে না। ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।”

তথাগত বলল, “না, আর খেতে হবে না।”

প্রীতিকা বলল, “তুমি চাকরি ছেড়ো না।”

তথাগত বলল, “মানে?”

প্রীতিকা হাসল, “তোমার দ্বারা হবে না। তুমি ঝুঁকি নিতে পারবে না।”

তথাগত বলল, “স্কচ খেতে দিচ্ছি না দেখে তুমি এই কনক্লুশনে চলে এলে?”

প্রীতিকা বলল, “ঠিক তা না। এটা বোঝা যায়।”

তথাগত বলল, “আর কী কী বুঝতে পারো?”

প্রীতিকা বলল, "বাদ দাও। আচ্ছা, আজ বুবকাকে কোনও টাকা দেওয়ার কথা ছিল তোমার? তারপর দাওনি?"

তথাগত অবাক হয়ে বলল, "কে বলল তোমায়?"

প্রীতিকা বলল, "বুবকাই বলেছে।"

তথাগত বলল, "বুবকা তোমার নম্বর পেল কোত্থেকে?"

প্রীতিকা কাঁধ ঝাঁকাল, "তার আমি কী জানি? তোমার থেকেই পেয়েছে হয়তো!"

তথাগত বলল, "আমি তো ওকে কোনও নম্বর দিইনি! শিট! আমার মোবাইলে এরপর থেকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে।"

প্রীতিকা বলল, "কেন টাকা দাওনি ওকে? বাসে ট্রাভেল করতে হয়েছে নাকি?"

তথাগত রাগে ফুঁসছিল। বলল, "আমার টাকাটা বেশি হয়ে যায়নি প্রীতিকা। মনে রেখো, আমি মার থেকে একটা টাকাও নিই না। ওর ফান্ডিং আমি করতে পারব না।"

প্রীতিকা বলল, "তুমি প্রথমে বলেছিলে দেবে?"

তথাগত বলল, "হ্যাঁ। তারপরেই মনে হল টাকাটা আবার কোথাও মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে। তখনই ঠিক করি টাকাটা দেব না।"

প্রীতিকা বলল, "তোমাকে দেখে তো এতটা টাফ মনে হয়নি। দিস ইজ গুড। এবার মনে হচ্ছে তুমি প্রোডাকশন হাউসে খুব একটা মিসফিট হবে না।"

তথাগতর রাগ পড়েনি তখনও, "আমি তো ভাবতেই পারছি না ও তোমাকে ফোন করে দেবে। দিস ইজ টু মাচ ইয়ার। টু মাচ। এবার বাড়িতে কথা বলতে হবে।"

প্রীতিকা একটু থেমে বলল, "আরও একটা কথা বলল, জানতাম না সেটা।"

তথাগত বলল, "কী?"

প্রীতিকা বলল, “ইউ অ্যান্ড বৈভবী! ওয়ান্স আপন আ টাইম। রিয়েলি?”
তথাগত আগুন চোখে প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে রইল।

৯

।। বুবকা।।

“গুরু, মুরগির গলার যে চর্বিটা থাকে, ওটা ঝাল ঝাল করে রেঁধে বাংলা দিয়ে খেয়েছ কখনও?”
জয়েন্টটা বানাতে বানাতে পিকলু বলল কথাটা।
বুবকা বলল, “যা পারিস খাওয়া। নেশাটা হয় যেন। কী বালের জয়েন্ট বানালি, কিছুই হচ্ছে না!”
পিকলু খিক খিক করে হেসে বলল, “তুমি গুরু নীলকণ্ঠ হয়ে গেছ। তোমার আর কোনও নেশাতেই কিছু হবে না।”
বুবকা বলল, “তাহলে সে জিনিস বানা যে জিনিসে কিছু হবে! সকাল থেকে বহুত ঝাঁট জ্বলে আছে ভাই। ভালো কিছু দে।” পিকলু জয়েন্টটা বানিয়ে বুবকার হাতে দিয়ে বলল, “তুমি একটু ওয়েট করো বস। বাংলাটা নিয়ে আসি। শেফালি, তাড়াতাড়ি করো না।”
শেফালি ঝামটা দিল, “তুমিই রান্না করো তাহলে।”
শেফালি পিকলুর বউ। একটা ঝাল ঝাল মাংসের গন্ধ ম ম করছে পিকলুর বস্তির বাড়িতে। ঘরটা অবশ্য ছোটো হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পিকলুর সঙ্গে বুবকার কীভাবে আলাপ হয়েছিল সেটা বুবকাও ভুলে গেছে, তবে মাঝে মাঝে খুব মেজাজ

খিঁচড়ে থাকলে আর পকেটে কম টাকা থাকলে বুবকা পিকলুর কাছে চলে আসে। খুব কম পুঁজিতে নেশাটা তুঙ্গে তুলে দিতে পিকলুর জুড়ি মেলা ভার।

জয়েন্টটা টানতে টানতে টিভি দেখছিল বুবকা। শেফালি সিরিয়াল চালিয়ে রান্না করছে। ওর শব্দ শুনলেই সিরিয়াল দেখা হয়ে যায়। বুবকা বলল, "ওই বউদি, অন্য চ্যানেল দাও না।"

শেফালি রান্নাঘর থেকে কড়া গলায় বলল, "তাহলে কিন্তু রান্না করব না আর।"

বুবকা বলল, "আচ্ছা আচ্ছা। করো করো। কী যে দ্যাখো এগুলো! ওই যে মেয়েটা দেখছ না সতী সাবিত্রী সেজে বেড়াচ্ছে, সামনে দেখলে দৌড়ে পালাতে!"

শেফালি বলল, "আমার ও দেখে কী হবে? সময় তো কেটে যায় এটা দেখে দেখে।"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ, ওইজন্যই তো তোমাদের টুপি পরিয়ে সব বড়োলোক হয়ে গেল।"

ফোনটা বাজছিল। বুবকা ফোন ধরল, "কে বে? আমার যুধিষ্ঠির দাদাটা নাকি?"

তথাগত থমথমে গলায় বলল, "কী বলেছিস তুই প্রীতিকাকে?"

বুবকা বলল, "এখন কটা বাজে?"

তথাগত বলল, "কেন, ঘড়ি নেই?"

বুবকা বলল, "বল না।"

তথাগত বলল, "সাড়ে নটা। কেন?"

বুবকা বলল, "সত্যি মাইরি। কপাল করে একটা বউ পেয়েছিস বটে। সারাদিন কেটে গেল, তোকে এখন বলল? উফ... তোর বউকেই সতী সাবিত্রীর পার্টে নিতে বলব এবার মাকে।"

তথাগত বলল, “ফালতু কথা বন্ধ কর বুবকা। এইসব কী বলেছিস তুই প্রীতিকাকে? আমার সঙ্গে বৈভবীর রিলেশন ছিল?”

বুবকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “কেন, ছিল না?”

তথাগত বলল, “কবে ছিল গান্ডু?”

বুবকা হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, “এই যে, এই যে, ভালো ছেলের মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে গেছে। শোন শোন দাদা, তুই সকালে আমাকে মুরগি করলি। তোর জন্য আমাকে বাসে বাসে ঘুরতে হল। আমিও হালকা করে তোকে টেনশন দিলাম। স্কোর ১-১। ঠিক আছে না? কী বলিস?”

তথাগত বলল, “তুই ইমিডিয়েটলি প্রীতিকার সঙ্গে কথা বল। ওকে বল তুই ইয়ার্কি মেরেছিস।”

বুবকা বলল, “বলব তো। নিশ্চয়ই বলব। দাদার সংসার ভালো থাকবে, কে না চায় বল? আইএমপিএস-টা করে দে, এখনই বলে দিচ্ছি।”

তথাগত বলল, “শোন, তোকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, আমার থেকে কোনও দিন তুই একটা টাকাও পাবি না। মাথায় রাখিস এটা।”

পিকলু এসে গেছিল। সঙ্গে মাংসের চাটও। বুবকা সেদিকে তাকিয়ে বলল, “অসাধারণ। এই না হলে জীবন!”

তথাগত বলল, “কী অসাধারণ?”

বুবকা বলল, “ঝাল ঝাল মুরগির গলা আর কচকচির ঝাল খেয়েছিস কোনও দিন দাদা বস্তির ঘরে? সঙ্গে বাংলা? কী বালের জীবন কাটাস বল তো?”

তথাগত ফোনটা কেটে দিল।

বুবকা বলল, “ভাই পিকলু, বাঁড়া আর কিছুতে নেশা হত না, এবার কিছু না খেলেও নেশা হয়ে যাবে। ঢাল ঢাল।”

১০

।। বাণী মিত্র ।।

বাণী মিত্র অফিস থেকে বেরোলেন যখন তখন রাত তিনটে বাজে। শ্যুটিং শেষ হতে দেরি হয়ে গেছে। বাণী গাড়িতে উঠে রাঘবকে বললেন, “ঘুমিয়ে পড়েছিলে?”

রাঘব বলল, “হ্যাঁ ম্যাডাম।”

বাণী বললেন, “মুখ ধুয়ে নাও।”

রাঘব গাড়ি থেকে জলের বোতল নিয়ে মুখ ধুয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। বাণী মিত্রের ফোনটা বেজে উঠল, বাণী দেখলেন শম্পা ফোন করছে, বিরক্ত হলেন, তবু ধরলেন, “বল শম্পা।”

শম্পা তাঁর সিরিয়ালের বয়স্কা অভিনেত্রী, তাঁরই বয়সি। একটু আগেই শ্যুটিং শেষে বাড়ি রওনা হয়েছেন, প্রতিদিনই রাতের দিকে স্টুডিও পাড়ার গসিপগুলো করার জন্য বাণীকে ফোন করেন। বাণীর গসিপ পছন্দ না, কিন্তু শম্পার সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক, স্ট্রাগলের সময়টা শম্পা অনেক সাহায্য করত, তাই বাণী শম্পার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারেন না।

"এই বাণী, আজ তো তোকে আসল কথাটাই বলা হয়নি।"

বাণী দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বললেন, "কী হল আবার?"

শম্পা উত্তেজিত গলায় বললেন, "আমাদের রীতিশা রে, এখন কার সঙ্গে ঝুলেছে শুনেছিস?"

বাণী বললেন, "হ্যাঁ, জানি তো, অরিত্রর সঙ্গে। আজ শুনলাম তো।"

শম্পা বললেন, "বোঝ, অরিত্র তো রীতিশার বাপের বয়সি হবে!"

বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "অরিত্রর সিনেমা এখন আর কেউ দ্যাখে না শম্পা। ও প্রথম প্রথম দু-তিনটে সিনেমা ভালো করেছিল। ইদানীং ভীষণ খারাপ সিনেমা বানাচ্ছে। ওর রিসেন্ট সিনেমাটা দেখতে গেছিলাম আমি আর তথা। হাফটাইমের বেশি টিকতে পারিনি। এখন এইসব নিউজ করিয়ে যদি খবরে আসতে পারে আসুক না।"

শম্পা বললেন, "রীতিশার জন্য খারাপ লাগে। ট্যালেন্টেড ছিল। এসব করে কেরিয়রটা শেষ করছে।"

বাণী বললেন, "কী আর করবি। যার পাঁঠা যে যেদিক দিয়ে খুশি কাটুক।"

শম্পা বললেন, "আচ্ছা, আজ একটা খবর শুনলাম।"

বাণী বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না, "আবার কী?"

শম্পা ফিসফিস করে বললেন, "বুবকা দীপ্ত রায়ের সঙ্গে কোনও সিনেমা করছে নাকি?"

বাণী অবাক হলেন, সকালে দীপ্ত কথাটা একবার বলেছিল না? এটা গসিপ হয়ে বাজারে রটল কী করে? তিনি বললেন, "কে বলেছে তোকে এটা?"

শম্পা বললেন, "আজ শ্যুটের সময়ই শুনলাম তো! কে যেন বলল একটা!"

বাণী মনে করার চেষ্টা করলেন দীপ্তর সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন প্রীতিকা ছাড়া আর কেউ ছিল নাকি। মনে করতে পারলেন না। বললেন, "একটু মনে করে বল কে বলেছে।"

শম্পা বললেন, "সম্ভবত পিউপা। দীপ্তর স্টুডিওর শ্যুট শেষ করে এসেছিল আজ। ওখানেই শুনেছে মে বি।"

বাণী বললেন, "কাল পিউপাকে ধরব তো! এসব রাবিশ খবর কেন রটাচ্ছে!"

শম্পা প্রমাদ গুনলেন, "তুই এখনই রিঅ্যাক্ট করিস না, আমি একটু ভেবে তোকে কাল জানাব।"

বাণী বললেন, "আর কিছু বলেছে?"

শম্পা বললেন, "হ্যাঁ। সম্ভবত বৈভবীও থাকবে।"

বাণী বললেন, "ওহ। ঠিক আছে, আমি তো জানতেই পারব। আচ্ছা আমি এখন রাখছি রে। টায়ার্ড লাগছে।"

শম্পার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাণী ফোনটা কেটে দিলেন। গাড়ি ই এম বাইপাস ধরেছে। রাস্তায় দু-একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে।

বাণী বললেন, "জল আছে রাঘব?"

রাঘব বাণীর জলের বোতলটা দিল। বাণী জল খেলেন। কয়েকদিন আগে তথাগত ফেসবুক করা শিখিয়েছে। বাণী অতটা মোবাইলের সঙ্গে সড়োগড়ো নন। কারও মেসেজের রিপ্লাই করেন না। চুপচাপ সব কিছু দেখে আবার ফোন রেখে দেন।

তথাগত আর প্রীতিকা ডিনার করতে গেছিল। কয়েকটা ছবি আপলোড করেছে প্রীতিকা। সেগুলো দেখলেন। মেসেঞ্জারে অনেকের মেসেজ এসেছে। অনেকেই একটা সুযোগের

জন্য একের পর এক মেসেজ করে যায়। সবাই এখন শর্টকাট খোঁজে। আগে যে কাজটা স্টুডিওতে স্টুডিওতে ঘুরে ঘেমে নেয়ে পাওয়া যেত না, আজকাল এরা ভাবে একটা মেসেজ করেই পাওয়া যাবে। তথাগতকে বলার পরে ব্লক করা শিখিয়ে দিয়েছিল। কয়েকজনকে ব্লক করলেন। সাজেস্টেড ফ্রেন্ডে বুবকার প্রোফাইল দেখাচ্ছে। বুবকা তাঁর ফ্রেন্ড লিস্টে নেই।

বুবকার প্রোফাইলটা খুললেন। উলটোপালটা আপডেটে ভর্তি। বাণীর সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আর জি করের দিনটার কথা। এই তো সেদিন হবে। একদিন বয়সেই কী চিৎকার! সেই ছেলেটা কত বড়ো হয়ে গেল! কবে থেকে হাতের বাইরে চলে গেল বুবকা? যেদিন থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর স্ট্রাগল শুরু সেদিন থেকেই? সময় দিতে পারতেন না। বুবকার ধারণা, বাণী সবসময় তথাগতকে প্রেফার করেন।

বুবকার কভার ফটোটার দিকে চোখ পড়ল বাণীর। বৈভবীর সঙ্গে হাসি হাসি মুখে সেলফি তুলেছে। বেশ খানিকক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

এতক্ষণ মনটা নস্টালজিক হয়ে পড়ছিল।

ছবিটা আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনল বাণী মিত্রকে।

১১

।। অলকা।।

"একটা কথা বলব খচে যাবে না তো? মানে একটা জিনিস শুনলাম আর কি!"

অলকা তৈরি হচ্ছিল। শুভর কথায় বলল, "সেসব শোনা ছাড়া তোমার তো কোনও কাজও নেই এখন। কী শুনলে বলো?"

শুভর মুখটা ছোটো হয়ে গেছিল। বলল, "তোমার আর ওই দীপ্ত রায়ের ব্যাপারে। তুমি নাকি আজকাল খুব দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে যাও?"

অলকা লিপস্টিক মাখতে মাখতে বলল, "কোন শুয়োরের বাচ্চা এসব রটাচ্ছে?"

শুভ বলল, "দাদার ওখানে। একজন ঠাট্টা করে বলল। সবাই খুব হাসাহাসিও করল আমায় নিয়ে।"

অলকা বলল, "রাস্তা ঘাটে আল বাল ছাল লোক তোমার বউয়ের সম্পর্কে উলটোপালটা বলে দেবে, সেগুলো তুমি শুনে এসে ঘরে রিলে করবে?"

শুভ বলল, "আমি কী করব? আমাকে যদি এসব বলে তো?"

অলকা বলল, "প্রতিবাদ করবে! নইলে দাদার ওখানে যাওয়া ছেড়ে দেবে।"

শুভ বলল, "চাকরিটা হয়ে যাবে যে, নইলে কবে ছেড়ে দিতাম।"

অলকা বলল, "তোমার এ জন্মে চাকরি হবে না। দেখি, শাড়ির কুঁচিটা ধরো।"

শুভ উঠে অলকার শাড়ির কুঁচি ধরল। অলকা শাড়িটা ঠিক করতে করতে বলল, "তার চেয়ে স্টুডিও যেতে পারো। কিছু না কিছু কাজ থেকেই যায়।"

শুভ বলল, "আমি তো ইউনিয়নের মেম্বার না। আমাকে ওখানে কাজে নেবে কেন?"

অলকা বলল, "তাহলে এত দাদা দাদা করো কেন? দাদার দলই তো ওখানে আছে! ম্যানেজ করতে পারছ না?"

শুভ বলল, "ও হয় না। আমি ঠিক বলতে পারি না।"

অলকা বলল, "আমি কথা বলছি আজ স্টুডিওতে গিয়ে।"

শুভ বলল, "ব্যাপারটা ভালো দেখাবে? তুমি একটা যাকে বলে স্টার আর আমি ছোটোখাটো কাজ করব?"

অলকা বলল, "তাহলে কোরো না। দাদার চামচাদের কাছে বউয়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা শুনে কান ভর্তি করো।"

শুভ বলল, "তুমি রেগে যাও কেন বলো তো? আমি কি এসব কথায় কিছু মনে করি?"

অলকা বলল, "কে জানে তুমি কী মনে করো। কে দেখতে যাচ্ছে। আজ আবার কোথাও যাবার প্ল্যান করছ নাকি?"

শুভ বলল, "হ্যাঁ, আজ নৈহাটি যেতে পারি। তবে বিকেলের দিকে। তোমার এই কানের দুলটা দেখিনি তো আগে, দারুণ কিন্তু। ইমিটেশন নাকি?"

অলকা সতর্ক হল, "না বোধহয়, শ্যুটিংয়ে পরেছিলাম, খুলতে ভুলে গেছি।"

শুভ বলল, "ধুস! শ্যুটিংয়ের দুল পরা যায় নাকি? ওরা খুলে নেয় না?"

অলকা বলল, "আমি সিনিয়র তো এখন। অতটা কড়াকড়ি থাকে না।"

শুভ বলল, "তুমি তো সেই দিন শুরু করলে গো। তুমি আবার সিনিয়র হলে কবে?"

অলকা বিরক্ত গলায় বলল, "ফালতু পেঁচিও না তো। ফালতু প্যাঁচানো ভালো লাগে না। বললাম তো, প্রোডাকশনের জিনিস, খুলে আসব আজ।"

শুভ আর কিছু বলল না।

অলকা তৈরি হয়ে গেছিল। শুভ বলল, "আজ তো আমার বিকেলে নৈহাটি আছে, এখন বরং তোমার সঙ্গেই যাই।"

অলকা বলল, "কোথায় যাবে?"

শুভ বলল, “কেন স্টুডিও। দেখে আসি। তুমি যদি কিছু ম্যানেজ করতে পারো আজ থেকেই কাজ শুরু করে দিতে পারব।”

অলকা বলল, “কথা তো বলি আগে। কাল পরশু করে নিয়ে যাব তোমায়।”

শুভ বলল, “কেন, আজ গেলে কী হবে?”

অলকা বিরক্ত হল, “যত দিন যাচ্ছে একটা ঘট তৈরি হচ্ছ। বললাম না আজ গিয়ে কোনও লাভ নেই!”

শুভকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে অলকা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

শুভর মুখটা কেমন ছোটো হয়ে গেছে।

অলকার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

১২

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডাইনিং টেবিলে এসে বাণী দেখলেন বুবকা একা একা ব্রেকফাস্ট করছে। বুবকার সামনে বসলেন।

বললেন, “কোথায় থাকো তুমি?”

বুবকা মার দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার খাবারে মনোযোগ দিয়ে বলল, “কাজ থাকে।”

বাণী বললেন, “কী কাজ থাকে?”

বুবকা বলল, “এই তো, শ্যুট শুরু হবে। কী যেন নাম সিনেমাটার! ওহ, এখনও তো সিনেমার নাম ঠিক হয়নি। হলে বলব তোমায়।”

বাণী বললেন, "কার সিনেমা?"

বুবকা বলল, "ওই তো দীপ্ত রায় প্রোডাকশনের। ডিরেক্টর অরিত্র মুখার্জি।"

"স্ক্রিপ্ট পড়েছ?"

বুবকা বাণীর দিকে তাকাল, "স্ক্রিপ্ট পড়ে কী হবে? কাজ দেয় না কেউ, পেলাম, এই অনেক।"

বাণী বললেন, "কাজ দেয় না, না মাঝপথে তুমি পালিয়ে যাও?"

বুবকা বলল, "আমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে কিছু। তোমাদের ওখানে অনেক জ্যাঠামশাই। আমার পোষায় না।"

রান্নার মেয়েটা চলে এসেছিল। বাণী তাকে ইশারায় রান্নাঘরে যেতে বললেন। বুবকার দিকে তাকালেন, "তুমি স্ক্রিপ্ট না পড়ে কাজ করছ, এটাও তোমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসে ছিল?"

বুবকা বলল, "অরিত্র মুখার্জি তো বড়ো ডিরেক্টর। ও খারাপ বানায় নাকি?"

"তোমার সামনে অনেক সুযোগ ছিল বুবকা, উলটোপালটা সিনেমায় অভিনয় না করলেই পারতে।"

"তো কী করব? প্যানপ্যানানি সিরিয়ালে অ্যাক্টিং করে যাব? কোনও চ্যালেঞ্জ আছে ওতে?"

"ওতে চ্যালেঞ্জ আছে নাকি জানি না, তবে এই খাবারটা ওই প্যানপ্যানানি সিরিয়াল থেকেই আসে এটা মাথায় রেখো।"

বুবকা একটু থমকাল। তারপর আবার খাওয়া শুরু করল, "সিরিয়ালে সমস্যা না। তোমার হাউসের ওই জ্যাঠামশাইগুলো আমাকে মানে না।"

"বিকজ দে আর ইওর সিনিয়রস। অ্যান্ড দে ডিজার্ভ ইওর রেসপেক্ট। তুমি কী মনে করো? আমি একা একা ভেলভেট পিকচারস তৈরি করেছি? ওরা সবাই না থাকলে আমরা এ জায়গায় কোনও দিন আসতে পারতাম না।"

"জানি তো। সেজন্যই তো চুপচাপ সরে পড়েছি।"

"সেটা একমাত্র কারণ?"

"না, সেটা একমাত্র কারণ কেন হতে যাবে? বৈভবীও কারণ। তুমি বৈভবীকে সহ্য করতে পারো না, তুমি ওকে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দিয়েছ। আমি কেন সেখানে থাকতে যাব যেখানে বৈভবী ব্ল্যাকলিস্টেড?"

বাণী বুবকার দিকে তাকালেন। ছেলেটা সরাসরি কথা বলে চিরকালই। বৈভবীর কথাটাও কেমন অনায়াসে বলে দিল।

বুবকার খাওয়া হয়ে গেছিল। কথাটা বলে শক্ত চোখ মুখ করে বাণীর দিকে তাকিয়ে থাকল।

বাণী বললেন, "বৈভবী তোমার থেকে ঠিক কত বছরের বড়ো জানো?"

বুবকা বলল, "হবে বারো তেরো।"

বাণী বললেন, "এই ডিফারেন্সটা তোমার নর্মাল মনে হয়?"

বুবকা বলল, "কেন? ও ছেলে আর আমি মেয়ে হলে তো তোমাদের কাছে ডিফারেন্সটা নর্মালই মনে হত!"

বাণী বললেন, "তোমার নর্মাল মনে হয়?"

"অফকোর্স মনে হয়।"

"তুমি যে সিনেমাটা করছ অরিত্রর,ওখানে নিশ্চয়ই ওরা বৈভবীকেও কাস্ট করেছে?"

বুবকা কিছুক্ষণ মার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে?"

বাণী বললেন "গেস করলাম। করেছে?"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ করেছে।"

বাণী বললেন "তোমার হিরোইন?"

বুবকা বলল, "না, হিরোইন না, অলকা না কাকে একজন হিরোইন করছে দীপ্ত রায়।"

"বৈভবীকে কেন হিরোইন করছে না? কেন ওর কাছে তোমাদের সম্পর্কটা নর্মাল লাগছে না?"

বুবকা টেবিল থেকে উঠে পড়ল, "তুমি এসব যুক্তি দিয়ে বৈভবীর সঙ্গে আমার ব্রেক আপ করাতে চাইছ।"

বাণী হাসলেন, "তোমাকে কোনও দিন কোনও কিছুতে বাধা দিয়েছি? যা ইচ্ছা তাই তো করে বেড়াচ্ছ? একবারও বলেছি এটা আমার পছন্দ না?"

বুবকা বলল, "না বললেও বোঝা যায়।"

বাণী বললেন, "অ্যাডভান্স নিয়েছ দীপ্তর থেকে?"

বুবকা বলল, "নিইনি।"

বাণী বললেন, "তোমাকে যদি বলি তোমাকে আর বৈভবীকে নিয়ে সিনেমা করব আমরা, তুমি দীপ্তকে না করে দেবে?"

বুবকা খানিকক্ষণ মার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ট্র্যাপ! তাই তো?"

বাণী গম্ভীর হলেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ বুবকা তুমি আমার ছেলে, কেন ট্র্যাপ দিতে হবে?"

বুবকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “তুমি যখন আমায় তুমি তুমি করে বলো তখন তুমি আমার ওপর রেগে থাকো। এখন তো রেগে রেগেই কথাগুলো বলছ। এই কথাটাও সেভাবেই বলছ নিশ্চয়ই।”

বাণী বললেন, “তোমাকে আমার বোধহয় আর কোনোদিনও তুই করে বলা হবে না। যাই হোক, যেটা বললাম সেটার উত্তর দাও।”

বুবকা বলল, “আমি এই কাজটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। তা ছাড়া সবসময় নিজের হাউসে কাজ করাটার মধ্যে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। আমি এখন এই কাজটা সিরিয়াসলি করতে চাই।”

বাণী বললেন, “তুমি যদি সিরিয়াসলি কাজটা করতে তাহলে আমার থেকে খুশি আর কেউ হত না। কিন্তু তুমি সেটা করবে না। তুমি ঠিক সিনেমাটার মাঝবরাবর গিয়ে নতুন কোনও সমস্যা তৈরি করবে। নামটা আমার খারাপ হবে।”

বুবকা বলল, “তোমার কেন খারাপ হবে?”

বাণী বললেন, “সেটা তোমার বোঝার ক্ষমতা থাকলে এখানে সেখানে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে না।”

বুবকা কাঁধ ঝাঁকাল, “গ্রেট। আচ্ছা বাই।”

বলে বাণীর উত্তরের অপেক্ষা না করে বুবকা বেরিয়ে গেল। বাণী কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থেকে দীপ্তকে ফোন করলেন। ফোনটা বেজে গেল, দীপ্ত ফোন তুলল না।

১৩

।। অলকা।।

"তোমায় যে ব্রেকটা দিচ্ছি, সেটা সম্পর্কে তোমার কোনও আইডিয়া আছে?"

এসিটা সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় চলছে। তার ঠান্ডা লাগছিল। তবু অলকা কোনও চাদর গায়ে না জড়িয়ে চুপচাপ দীপ্তর খাটে বসে ছিল।

দীপ্তর প্রশ্নের উত্তরে সে কিছু বলল না।

দীপ্ত বলল, "চুপ করে আছ কেন?"

অলকা বলল, "শুভ কিছু একটা সন্দেহ করছে।"

দীপ্ত অবাক গলায় বলল, "কে শুভ?"

অলকা দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "শুভকেও ভুলে যাচ্ছ তুমি?"

দীপ্ত কিছুক্ষণ অবাক হয়ে অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওহ, শিট। হ্যাঁ। তোমার ওই কী যেন বলে, অগ্নি সাক্ষী করে সাত পাক ঘুরে বিয়ে করা বর!"

অলকা বলল, "হুঁ।"

দীপ্ত বলল, "তো কী সন্দেহ করছেন তিনি?"

অলকা বলল, "আজকাল চাকরির আশায় কোন এক নেতার চামচাগিরি করে। ওখানে শুনে এসেছে আমি নাকি খুব তোমার ফ্ল্যাটে আসি।"

দীপ্ত সিগারেট ধরাল, "আস। তো? হোয়াটস দ্য বিগ ডিল?"

অলকা বলল, "তোমার কাছে এগুলো কী মনে হয়? খেলা?"

দীপ্ত বলল, "খেলার কী হল! তুমি তো বাচ্চা নও, তোমার তো নাক টিপলে দুধ বেরোয় না! তোমার কি এখন দুঃখ হচ্ছে নাকি ওই অকর্মার ঢেঁকিটার জন্য? ডিভোর্স দিয়ে

দাও। তোমার এখন ব্রাইট ফিউচার। ভুলে গেলে হবে? মালটাকে ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আস। আমরা একসঙ্গে থাকব। সিম্পল।”

দীপ্ত জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল।

অলকা বলল, “আমি পারব না, আমার বাড়ি থেকে অনেক ঝামেলা হবে।”

দীপ্ত বলল, “দূর বাল! এইজন্য রাস্তা থেকে দেশি কুত্তা তুলে ঘরে আনতে নেই।”

অলকা রাগল না, দীপ্তর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আমাদের বাড়ির ওদিকে যে লোকটা রিকশা চালাত, সে কখনও কখনও মদ খেয়ে এসে এরকম ভাষায় কথা বলে। তুমি যখন বলো, আমি তখন ভাবি খুব একটা পার্থক্য নেই তোমাদের। তুমি শুধু মদ না খেয়েও এই ভাষায় কথা বলতে পারো।”

দীপ্ত বলল, “আমায় এসব কথা বলে লাভ নেই। নাও ইউ ডিসাইড, তুমি কী করতে চাও।”

অলকা বলল, “শুভর একটা চাকরি দরকার।”

দীপ্ত অবাক গলায় বলল, “আমায় এখন ওকে চাকরি দিতে হবে?”

অলকা বলল, “ইনভলভমেন্ট দরকার। একা একা থাকলে অশান্তিটা বাড়বে, কমবে না। তোমার ভালোর জন্যই বলছি। তুমি নিশ্চয়ই রাস্তার কুকুরকে বাড়ির বউ বানাবে না।”

দীপ্ত সিগারেটটা রেখে অলকাকে জড়িয়ে ধরল, “রাগ হয়েছে?”

অলকা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “না, রাগ হয়নি। তুমিই তো শিখিয়েছ প্রস-দের এসব কথায় রাগ করতে নেই।”

দীপ্ত বলল, “চাকরি আমি কোথা থেকে দেব?”

অলকা বলল, “কিছু না কিছুতে ঢুকিয়ে দাও। কাজ শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে পেরে যাবে।”

কলিং বেল বাজল। দীপ্ত বলল, "কোন শুয়োরের বাচ্চা এল আবার। তুমি বসো, আমি দেখছি।"

দীপ্তও নগ্ন ছিল। একটা স্পোর্টস ট্রাউজার পরে খালি গায়ে দরজা খুলতে গেল।

কয়েক মিনিট পরে বেডরুমে এসে গম্ভীর গলায় বলল, "তুমি রেডি হয়ে ড্রয়িং রুমে যাও। তোমার বর এসেছে।"

১৪

।। অলকা।।

দীপ্ত অলকাকে কথাটা বলে বেডরুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে এল। শুভ দাঁড়িয়ে ছিল।

দীপ্ত বলল, "বসুন, চা খাবেন?"

শুভ বলল, "অলকা কোথায়?"

দীপ্ত বলল, "শ্যুটিংয়ে যাবে তো। তৈরি হচ্ছে।"

শুভ বলল, "তৈরি হয়েই তো বেরোল!"

দীপ্ত হেসে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, "বাড়ির মেকআপ আর শ্যুটের মেকআপ এক হয় না তো, দুটো আলাদা।"

শুভ বলল, "বাকিরা কোথায়?"

দীপ্ত বলল, "বাকিদের হয়ে গেছে। অলকার বাকি। চা খাবেন?"

শুভ বলল, "আমি চা খাই না।"

অলকা বেডরুম থেকে ঠান্ডা গলায় ডাকল, "ওকে পাঠিয়ে দিন।"

দীপ্ত বলল, "আপনাকে ডাকছে।"

শুভ বলল, "আমাকে?"

দীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, যান। সোজা গিয়ে ডানদিকে।"

শুভ উঠল। কোনও দিকে না তাকিয়ে দীপ্তর বেডরুমে গিয়ে ঢুকল। দীপ্তর বেডরুমটা বিরাট। একদিকে কাচের জানলা। বড়ো খাটের একদিকে ওয়ার্ডরোব। খাটের পাশে ড্রেসিং টেবিল। বেডরুমে তখনও খাটের ওপর চাদর ইতস্তত ছড়ানো, অ্যাশট্রেতে দীপ্তর ফেলে যাওয়া সিগারেট পড়ে আছে। শুভ হাঁ করে সব দেখছিল। অলকা শাড়ি পরছিল। বলল, "কুঁচিটা ধরো তো।"

শুভ হাঁটু গেড়ে বসল। অলকা বলল, "এখানে এলে কেন?"

শুভ বলল, "পাঁজাদা ফোন করে বলল, তুমি এখানে আছ। কী মনে হল। চলে এলাম।"

অলকা বলল, "পাঁজাদা কে? তোমার দাদার চামচাদের একজন?"

শুভ বলল, "হ্যাঁ।"

অলকা বলল, "যে কেউ তোমাকে ফোন করবে আর তুমি সেখানে চলে যাবে?"

শুভ বলল, "কত বড়ো ফ্ল্যাট না?"

অলকা বলল, "উত্তরটা দাও আগে।"

শুভ বলল, "কত টাকা দাম হবে ফ্ল্যাটটার?"

অলকা বলল, "তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি শুভ।"

শুভ বসে অলকার শাড়ির কুঁচি ধরছিল। ওখান থেকে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়ে অলকার গলাটা টিপে ধরে বলল, "হ্যাঁ রে খানকি মাগি, আমাকে কী ভেবেছিস, তুই যেখানে সেখানে লাগিয়ে বেড়াবি, আমি তোর ব্রা প্যান্টি ধুয়ে বেড়াব?"

শুভর আচমকা হানায় অলকার দম বন্ধ হয়ে এসেছিল, ও দুহাত দিয়ে কোনওমতে শুভকে ধাক্কা দিয়েই দীপ্তকে ডাকতে শুরু করল। শুভ অলকার ধাক্কায় একটু বেসামাল হয়ে গেছিল। এবার তীব্র রাগে অলকাকে জোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে চ্যাঁচ্যাতে লাগল, "তোর সাহস কত, হ্যাঁ? দীপ্ত রায়ের বেডরুমে ডেকে অওকাত দেখাতে চাইছিস? কুকুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় শুয়ে বেরিয়ে আমার ঘরে আসবি রোজ, তোর টাকায় আমি মুতি, বুঝেছিস, মুতি?"

দীপ্ত দৌড়ে চলে এসেছিল, সে পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিয়ে শুভকে বলল, "বেরিয়ে যান। জাস্ট গেট আউট।"

শুভ দীপ্তর মতো লম্বা চওড়া না, তবু দীপ্তর দিকে তেড়ে এল। দীপ্ত শুভর পেটে জোরে একটা লাথি কষাল। শুভ মেঝেতে শুয়ে কাতরাতে লাগল।

দীপ্ত শুভর কলার ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লক করে ঘরে ফিরে এল।

অলকা মেঝেতে বসে পড়েছে। শাড়ি অবিন্যস্ত। চোখগুলি বিস্ফারিত।

দীপ্ত অলকাকে ধরে তুলে খাটে বসাতে বসাতে আশ্বস্ত করতে চাইল, "চিন্তা কোরো না, আমি আছি তো।"

অলকা বলল, "ও আমাকে কত কিছু বলে গেল।"

দীপ্ত অলকাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "কিচ্ছু হয়নি সোনা, আমি তো আছি।"

অলকা বলল, "ও আজকের আগে কোনও দিন আমার গায়ে হাত দেয়নি। ও যে কথাগুলো বলল, কোনও দিন আমি ভাবতেও পারিনি এই কথাগুলো ও আমাকে বলতে পারে।"

দীপ্ত বলল, "আমি তো এটাই চেয়েছিলাম অলকা। যা হয়েছে, ভালো হয়েছে। তুমি ভেঙে পড়ছ কেন?"

অলকা বলল, "আমি তো এটা চাইনি। আমি তো দিনের শেষে ওর কাছেই ফিরে যাচ্ছিলাম। ও কি এখনও বাইরে আছে?"

দীপ্ত অলকাকে ধরে ছিল এতক্ষণ। এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, "জানি না।"

অলকা কোনওমতে শাড়িটা ঠিক করতে করতে উঠল। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে আবার খাটে এসে বসে বলল, "চলে গেছে।"

দীপ্ত একটা সিগারেট ধরাল, "তুমি চিন্তা কোরো না, আমি সব সামলে নিচ্ছি। ও কোন নেতার চামচাগিরি করে না, সেখান থেকেও লাথি খাবে ও। তুমি শান্ত হও।"

অলকা দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মা, বাবা, পাড়ার লোক, এদের কী বলব?"

দীপ্ত বলল, "সব কিছু আমি বলে দেব তোমায়। কাকে কী বলতে হবে। এসব নিয়ে ভেবো না এখন। কেরিয়রে কনসেনট্রেট করো। খোলা মাঠ তোমার সামনে অলকা, তোমার সিনেমা আসছে, মানুষ তোমার অভিনয় দেখবে, আজ নাহয় কাল তোমার ইন্টারভিউ বেরোবে বড়ো বড়ো পত্রিকায়, তখন কোথাকার কোন রাস্তার কুকুর শুভ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবে তোমার সাকসেস। এইসব দিন মনে রাখতে নেই সোনা, বিশ্বাস করো। আমায় বিশ্বাস করো।"

দীপ্ত অলকাকে জড়িয়ে ধরল।

অলকা অস্ফুটে বলতে লাগল, "আমাকে ও মারতে এসেছিল।"

১৫

।। বুবকা।।

দুপুর বারোটা বাজে। বুবকা বৈভবীর বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে এসে দেখল বৈভবীর বাড়ির দরজায় তালা।

ফোন করল বৈভবীকে, ফোন রিং হয়ে গেল। বৈভবী ফোন ধরল না। বুবকা কিছুক্ষণ বৈভবীর বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে বৈভবীর নাম্বারে বেশ কয়েকবার ফোন করে গেল। প্রত্যেকবারই পুরো রিং হয়ে গেল।

বুবকা বিড়বিড় করল, “কোথায় গেল, কোথায় চলে গেল!”

সে গাড়িতে গিয়ে বসল। আরও তিনবার বৈভবীকে ট্রাই করে না পেয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক গাড়ি চালিয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে সাঁতরাগাছি হয়ে দিল্লি রোড ধরল। তার মাথা কাজ করছিল না। ফাঁকা রাস্তা, গাড়ির স্পিড ধীরে ধীরে বাড়াতে লাগল বুবকা। ঘণ্টা দু-একের মধ্যে শক্তিগড়ের কাছাকাছি যখন সে চলে এল তখন তার ফোনটা বেজে উঠল, বুবকা গাড়িটা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের বাঁদিকে রেখে ফোনটা ধরল, বৈভবী। “কী হল, এতবার মিসড কল? কী ব্যাপার?”

বুবকা বলল, “কোথায় ছিলে তুমি? কোন চুলোয় গেছিলে?”

বৈভবী বলল, “আরে একটা স্ক্রিপ্ট শুনতে এসেছিলাম আগরওয়ালের এখানে। ফোনটা সাইলেন্ট ছিল বাবু।”

বুবকা বলল, “রাজীব আগরওয়াল? ওই শুয়োর প্রোডিউসারটা, যার নামে দিনে তিনটে করে অ্যাকট্রেস হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ ওঠে?”

বৈভবী কড়া গলায় বলল, “লোকের নামে না জেনে শুনে যা ইচ্ছা তাই বলতে শিখিয়েছেন বুঝি তোমায় বাণী মিত্র?”

বুবকা বলল, “বাণী মিত্র কোত্থেকে এল এখানে?”

বৈভবী বলল, “গায়ে লাগল?”

বুবকা বলল, “তুমি আমাকে বলোনি কেন যে তুমি রাজীব আগরওয়ালের ওখানে গেছ?”

বৈভবী বলল, “আমায় কে খাওয়াবে বুবকা? আমায় তো অভিনয় করেই খেতে হবে।”

বুবকা চেঁচিয়ে উঠল গাড়ির ভিতরে, “আমি খাওয়াব। কত টাকা লাগবে তোমার?”

বৈভবী বলল, “বাণী মিত্রের টাকায় আমাকে খেতে হবে? এত খারাপ সময় এসেছে বুঝি?”

বুবকা বলল, “বাণী মিত্রের টাকায় খাওয়াব কেন? আমি রোজগার করে খাওয়াব তোমায়।”

বৈভবী বলল, “কীভাবে রোজগার করবে?”

বুবকা বলল, “সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি শুধু ওই শুয়োরটার ওখানে যাবে না।”

বৈভবী ক্লান্ত গলায় বলল, “আচ্ছা, আর যাব না। চলে আস এবার। আমি বাড়ি যাচ্ছি।”

বুবকা ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “কোথায় বলো তো আমি এখন?”

বৈভবী বলল, “কোথায়? বাড়ি চলে গেছ?”

বুবকা বলল, “আমি এখন শক্তিগড়ে। তুমি ফোন না করলে ঠিক করেছিলাম যেদিকে চোখ যায় চলে যাব।”

বৈভবী অবাক হয়ে বলল, "শক্তিগড়ে! সে কী! ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। এ আবার কী পাগলামি শুরু করলে তুমি?"

বুবকা বলল, "তুমি এরকম করো আমার সঙ্গে। আমি সত্যিই কোনও দিন কোথাও একটা চলে যাব। আমাকে কোথাও খুঁজে পাবে না।"

বৈভবী বলল, "চলে এসো, প্লিজ, আমি আর এরকম করব না, বিশ্বাস করো।"

বুবকা বলল, "ওকে, লাঞ্চ করেছ?"

বৈভবী বলল, "না, রান্না করে গেছি।"

বুবকা বলল, "কী রান্না করেছ?"

বৈভবী বলল, "ভাত আর মাছ। আর কিছু না।"

বুবকা বলল, "ওকে, বাড়ি যাও, আমি আসছি।"

বৈভবী বলল, "আর শোনো, প্লিজ, এরকম পাগলামি আর কোনও দিন কোরো না বুবকা। কথা দাও।"

বুবকা বলল, "তুমিও কোনও দিন আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না, বলো। আমিও আর কোনও দিন এরকম করব না।"

বৈভবী হাসল, "আচ্ছা, বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে কী সমস্যায় পড়লাম বলো তো?"

বুবকা বলল, "বাড়ি যাও বাড়ি যাও। আমি আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না।"

বৈভবী বলল, "এসো। পাগল কোথাকার!"

১৬

।। তথাগত।।

অফিসের কার পার্কিংয়ের দিকে এগোচ্ছিল এই সময় তথাগতর ফোনটা বেজে উঠল, সে দেখল মা ফোন করছে, ফোনটা তুলল, “বলো মা।”

“তুমি কোথায়? অফিসে এখনও?”

“হ্যাঁ। কেন বলো তো?”

“বেরোবে কখন?”

“এই তো গাড়িতে উঠব। কেন বলো তো?”

“বাড়িতে এসো, কথা আছে।”

“স্টুডিও যাওনি?”

“যাব। তোমার সঙ্গে কথা বলে তারপরে।”

“আচ্ছা। আসছি।”

বাড়ি পৌঁছোতে বেশিক্ষণ লাগল না তার। সেক্টর ফাইভ থেকে তাদের বাড়ি বেশিক্ষণের না। ড্রয়িং রুমে পৌঁছে দেখল মা সোফাতে থমথমে মুখে বসে আছে।

সে বলল, “ফ্রেশ হয়ে নি?”

বাণী মিত্র বললেন, “বসো। আমি কথা বলে বেরোব।”

তথাগত বলল, “এনিথিং সিরিয়াস? প্রীতিকার ব্যাপারে?”

বাণী মিত্র বললেন, “না। বুবকার ব্যাপারে।”

তথাগত সোফায় বসে বলল, “বুবকার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি মা? তুমি তো জানোই ও আমার কথা শোনে না কিছুই।”

বাণী মিত্র বললেন, "তুমি ওকে মাঝে মাঝে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দাও। সে সময়টা তো কিছুটা কথা বলো।"

তথাগত বলল, "দিতাম। রিসেন্টলি সেটাও বন্ধ করে দেওয়ায় খুব অসভ্যতা করেছে। প্রীতিকার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমার নামে উলটোপালটা বলেছে।"

বাণী মিত্র বললেন, "তবু। আমার মনে হয় আমাদের বাড়িতে বুবকা কিছুটা হলেও তোমার কথা শুনতে পারে।"

তথাগত বলল, "ওকে। বলো কী ব্যাপার।"

বাণী বললেন, "বুবকা দীপ্ত রায়ের প্রোডাকশনে সিনেমা করছে।"

তথাগত বলল, "করুক না, কী প্রবলেম তাতে?"

বাণী কয়েক সেকেন্ড তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রবলেম কী? যদি সিনেমাটা ছেড়ে দেয় তখন তো এই দীপ্ত রায়ই বলবে আমরা সাবোতাজ করেছি। ওর তো পুরোটাই উইন উইন সিচুয়েশন হয়ে গেল। সিনেমাটা না হলেও ওর লাভ, হলেও ওর লাভ।"

তথাগত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর বলল, "তুমি কী চাইছ?"

বাণী মিত্র বললেন, "সিনেমাটাতে বৈভবীও আছে।"

তথাগত বলল, "ওহ। ওর জন্যই ও সিনেমাটা করছে তার মানে।"

বাণী মিত্র বললেন, "হ্যাঁ। রেজারেকশন অফ বৈভবী মুখার্জি। বেশ গালভরা ব্যাপারটা।"

তথাগত বলল, "হোক না রেজারেকশন। তাতেও সমস্যা কী?"

বাণী মিত্র এবার রাগলেন, বললেন, "তোমার মাথাটা কি এইসব চাকরি করে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে? বুবকা ওর থেকে একটা বারো বছরের বড়ো মেয়েকে বিয়ে করতে

চাইছে, ওর জন্য নিজের কেরিয়র পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে, তুমি এখন বলছ সমস্যা কী! যেটুকু সোশ্যাল প্রেস্টিজ ছিল, এর পরে কি সেটাও থাকবে?”

তথাগত বলল, “বুঝেছি। আমাকে কী করতে হবে?”

বাণী মিত্র বললেন, “শেষ চেষ্টা।”

তথাগত হাসল, বলল, “আমার তো বৈভবীকে মার্ডার করা ছাড়া আর কোনও সলিউশন মাথায় আসছে না।”

বাণী মিত্র বললেন, “ওসব ভাববে না। আমিও ভাবি না। ভায়োলেন্স কোনও কিছুর সলিউশন না। এমন কিছু ভাবো যেটা বৈভবীর থেকে বুবকাকে আলাদা করে দেবে।”

তথাগত বলল, “ভাবছি। আপাতত মাথা কাজ করছে না মা। অফিস থেকে ফিরলে আমার মাথা কাজ করে না। কাল ভোরে উঠে ভাবব।”

বাণী মিত্র বললেন, “ভাবো। তবে বেশি ভেবো না। সময় কম। বাই দ্য ওয়ে, প্রীতিকার গয়নাগুলো কেমন লেগেছে কিছু বলল?”

তথাগত বলল, “হ্যাঁ, ভীষণ ভালো লেগেছে। কেন তোমাকে মেসেজ করেনি?”

বাণী বললেন, “হ্যাঁ করেছে। আচ্ছা আমি তবে এবার উঠি।”

তথাগত বলল, “এই কথাগুলো তো ফোনেও বলা যেত মা।”

বাণী বললেন, “না যেত না। কিছু কিছু কথার আলাদা গুরুত্ব থাকে।”

তথাগত বলল, “আচ্ছা।”

বাণী বেরোলে তথাগত ফোনটা বের করে ইদ্রিশকে ফোন করল। ইদ্রিশ একবার রিং হতেই ফোন তুলে নিল, “বলুন দাদা, কী খবর?”

তথাগত বলল, “আমার একটা ইনফরমেশন চাই ইদ্রিশ। দিতে পারবে?”

ওপাশ থেকে ইদ্রিশের হাসি হাসি গলার স্বর ভেসে এল, "চেষ্টা করব দাদা। বলুন।"

তথাগত বলল, "দীপ্ত রায়ের সিনেমায় বুবকা অভিনয় করছে, বৈভবীর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ দাদা, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছিল আপনি এই প্রশ্নটা করতে ফোন করবেন।"

তথাগত বলল, "কথাটা সত্যি?"

"হ্যাঁ দাদা। ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। সাউথের রিমেক।"

তথাগত থমকাল, "ত্রিকোণ প্রেম? আর-একজন হিরো কে?"

ইদ্রিশ হাসল, "না না, দুজন হিরো না দাদা, একজন হিরো দুজন হিরোইনের সিনেমা। বুবকাদা আর বৈভবী ম্যাডাম ছাড়াও এক নতুন মেয়েকে দীপ্ত রায় ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছেন এবং এ ব্যাপারে দীপ্ত রায় ভীষণ সিরিয়াস। মেয়েটা অবশ্য একেবারে নতুন না, সিরিয়াল করেছে দু-একটা। অলকানন্দা নাম। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে মেয়েটা দীপ্ত রায়ের কেপ্ট।"

তথাগত বলল, "আচ্ছা। থ্যাংকস ফর দ্য ইনফরমেশন।"

ফোনটা রেখে মাকে ফোন করল সে। বাণী ফোনটা ধরে বললেন, "বল।"

তথাগত বলল, "মা, বুবকার সিনেমা বন্ধ হলে দীপ্ত রায়ের একেবারে যে উইন উইন সিচুয়েশন তা না। খানিকটা লস হলেও হতে পারে।"

বাণী বললেন, "কীরকম?"

তথাগত বলল, "সিনেমায় বুবকা ছাড়াও আর-একটা মেয়ে আছে, যাকে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য দীপ্ত রায় ভীষণ ডেসপারেট। সিনেমাটা না হলে দীপ্ত রায়ের খুব একটা লাভ হবে না। বরং ক্ষতিই হবে।"

বাণী বললেন, "মেয়েটার নাম কী অলকানন্দা?"

তথাগত বলল, "ঠিক বলেছ, কী করে বুঝলে?"

বাণী মিত্র ঠান্ডা গলায় বললেন, "দেখেছি আমি ওকে। নাম আর চেহারা আমি সহজে ভুলি না। তোমরা জানো তো!"

১৭

।। শুভ।।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে তুমুল। শুভ রাস্তার পাশের এক বাসস্ট্যান্ডে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পেটে ব্যথা করছে। ঘাড়েও। জামাটা কলারের কাছে হালকা ছিঁড়েছে। তবে সে ব্যথাটা গায়ে লাগছে না তেমন। মাথা কাজ করছে না তার।

খানিকক্ষণ আগে তার মনে পড়েছে বাড়িতে আলমারিতে খুব বেশি হলে আড়াইশো টাকা আছে। অলকার কিছু গয়নাও আছে। সেগুলোকে বেঁচে দেবে? তাহলে হয়তো কদিন খাবার টাকা উঠে আসবে।

তারপরে কী করবে?

শুভ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। যারা গাড়ির ভেতর আছে, বাড়ির ভেতর আছে, কী সুন্দর বৃষ্টি উপভোগ করছে, আর যাদের মাথার ওপরে ছাদ নেই তারা কোনওমতে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে টিকে আছে। জীবনটাই তাই, যতক্ষণ আর্থিক নিরাপত্তা আছে ততক্ষণ সব কিছুই ভালো লাগে। পেট কীভাবে চলবে যাদের চিন্তা করতে হয় না, তারা

আর সব কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারে। আর যাদের চলে না, তাদের পেটের চিন্তাতেই দিন কাটিয়ে দিতে হয়।

"কি রে শুভ, এখানে কী করছিস?"

শুভ মুখ ফিরিয়ে দেখল কখন পিকলু এসে দাঁড়িয়েছে।

সে বলল, "কিছু না ভাই, বাড়ি ফিরব এখন।"

পিকলু বলল, "বাড়িতে কী কাজ?"

শুভ বলল, "কোনও কাজ নেই। কেন বল তো?"

পিকলু বলল, "আমার বাড়ি চ। বাংলা খাওয়াব।"

শুভ বিমর্ষ মুখে বলল, "আজ টাকা নেই ভাই। অবস্থা খুব খারাপ।"

পিকলু বলল, "টাকা নেই তাতে কী হয়েছে? আমি আছি তো। পরে একদিন তুই খাইয়ে দিবি!"

শুভ ম্লান হাসল, "ওই পরের দিন যে কবে আসবে ভাই সেটা আমিও জানি না।"

পিকলু ইয়ার্কি মেরে বলল, "কেন বে, বউ ভেগেছে?"

শুভ কয়েক সেকেন্ড পিকলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ ভাই।"

পিকলু শুভর পেটে খোঁচা মেরে বলল, "শালা তুইও আজকাল ইয়ার্কি করিস।"

শুভ বলল, "না রে ভাই, সত্যি ভেগেছে।"

পিকলু অবাক চোখে শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, "মাইরি?"

শুভ বলল, "মাইরি। দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে চলে গেছে মাগি।"

পিকলু নিজের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "ছি ছি ভাই, ঘরের কথা এরকম বাইরে সবাইকে বলে বেড়াতে নেই। ঘরের বউ না?"

শুভ বলল, "বালের বউ বাঁড়া। ছেনাল খানকি মাগি। পরের সঙ্গে শুয়ে বেড়ায়।"

বাসস্ট্যান্ডে কয়েকজন যুবতি দাঁড়িয়েছিল। তারা কড়া চোখে শুভর দিকে তাকাল।

পিকলু শুভকে হাত ধরে টেনে বাসস্ট্যান্ডের বাইরে নিয়ে এল, "ভাই মার খাওয়াবি নাকি রাস্তাঘাটে?"

দুজনেই ভিজছিল। শুভ বলল, "আর ভাই মার তো খেয়েই এসেছি। পেটে লাথি মেরেছে ওর নাং। বিচি ফেটে যেত আর-একটু নিচে মারলে। বাল মার খেয়ে এলাম, আর বেঁচে থেকে কী হবে? ওই খানকির ছেলেকে গাঁড় পেঁচিয়ে দুটো লাথি মারলে তো শান্তি পাওয়া যেত!"

পিকলু শুভকে সামলাচ্ছিল। বলল, "ভাই, তুই ছিলি আমাদের মধ্যে সবথেকে ঠান্ডা মাথার ছেলে। তোর এরকম মাথা গরম হলে কি ভালো লাগে বল? কোন বাড়ির ছেলে তুই সেটা দেখ। আমাদের মতো বস্তির মাল তো তুই না।"

শুভর চোখ লাল হয়ে গেছিল, সে বিড়বিড় করে বলল, "আমি বস্তিরই ছেলে ভাই। ভদ্রঘরের লোকেদের বউ বরকে নাঙের ঘরে ডেকে শাড়ির কুঁচি ধরতে বলে কোনও দিন দেখেছিস?"

পিকলু বলল, "তুই যেতে গেলি কেন? পরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেই পারতিস।"

শুভ বলল, "হাতেনাতে ধরতে গেছিলাম মাগিকে। হাতেনাতে ধরেছি। খাটের ওপর চাদর পড়ে আছে, দেখে বোঝাই যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে লাগিয়ে উঠেছে, আমার ঘরের বউ, আমার বাড়িতে শাখা সিঁদুর পরে অন্য লোকের সঙ্গে শুতে যায়। মেরেই ফেলতাম আজ ওকে। ওই শুয়োরের বাচ্চা চলে এল বলে বেঁচে গেল মাগি।"

পিকলুর ঘর চলে এসেছিল। পিকলু শুভকে জোর করে স্নান করিয়ে জামা কাপড় পালটিয়ে নিজের লুঙ্গি আর গেঞ্জি দিল।

পিকলুর বউ ঘরে ছিল না। খাটের তলা থেকে বাংলার বোতল বের করে গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়ে শুভকে খাওয়াল।

শুভ খেয়ে ক্রমাগত অলকাকে গালাগালি দিয়ে যেতে লাগল।

পিকলু চুপচাপ বসে শুনতে লাগল।

দরজায় তিনটে নক হল। পিকলু শুভকে বলল, "তুই বস, কেউ এসেছে বোধ হয়।"

পিকলু বাইরে গিয়ে ইদ্রিশকে নিয়ে ঘরের ভিতরে এল।

ইদ্রিশ শুভকে দেখিয়ে বলল, "মালটা কে রে?"

পিকলু বলল, "আমার বন্ধু।"

শুভ বলল, "শুধু বন্ধু বলছিস কেন? বল আমার বউকে নিয়ে দীপ্ত রায় শোয়। সবাইকে বল।"

ইদ্রিশের কান খাড়া হল, পিকলুকে বলল, "ওর বউকে নিয়ে দীপ্ত রায় শোয়, মানে?"

শুভ বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস কর না ভাই, আমি বলছি, ওই মাগিটাকে দেখিসনি, ওই যে কী বালের সিরিয়াল করে, মুখার্জি বাড়ির বউ, দেখেছিস তো?"

ইদ্রিশ বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি তো।"

শুভ বলল, "ওই মাগিই তো আমার বউ বে। পালিয়েছে।"

পিকলু মাথা নিচু করে বসে ছিল।

ইদ্রিশ হেসে বলল, "উফ ভাই পিকলু, তোর বন্ধুর জন্য আর-এক বোতল মদ নিয়ে আয়। আনতে এসেছিলাম একটা খবর, এ তো ধমাকা লাগিয়ে দিলি ভাই।"

১৮

।।বুবকা।।

বুবকার ঘুম ভাঙাল বৈভবী। বুবকা বলল, “কী হল, এত সকালে জাগাচ্ছ কেন?”

বৈভবী থমথমে গলায় বলল, “আমরা আজ পেজ থ্রি নিউজ বুবকা।”

বুবকা উল্লসিত গলায় বলল, “বাহ, এ তো দারুণ খবর।”

বৈভবী বলল, “খবরটা পড় আগে।”

কাগজটা বুবকার খাটে দিল বৈভবী। বুবকা উঠে খবরটা পড়ল। পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে বলল, “তিলক শর্মা! কোথায় থাকে এই মালটা? এই নিউজটা করার মানে কী?”

বৈভবী ক্লান্ত গলায় বলল, “দীপ্ত রায়ের রক্ষিতা আর আমাকে একই লাইনে বসিয়ে দিল?”

বুবকা জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, “এত খবর লোকটা পেল কোত্থেকে?”

বৈভবী বলল, “তুমি মাথা ঠান্ডা করো। ইম্পালসিভ হয়ে কিছু করে বোসো না প্লিজ।”

বুবকা বলল, “মাথা ঠান্ডা করব মানে? মানেটা কী? তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা কোন দিকে গেছে?”

বৈভবী বলল, “কী করবে তাহলে?”

বুবকা ফুঁসছিল। বলল, “আমাকে ফোনটা দাও তো।”

বৈভবী বলল, “কাকে ফোন করবে?”

বুবকা বলল, “দীপ্তদাকে।”

বৈভবী বলল, "কেন?"

বুবকা বিরক্ত হল, "আহ, দাও না।"

বৈভবী ফোনটা দিল। বুবকা দীপ্তকে ফোন করল। দীপ্তও ঘুমাচ্ছিল। ফোনটা ধরে বলল, "বলো বুবকা।"

বুবকা বলল, "তোমার ফ্ল্যাটে কি কোনও ঝামেলা হয়েছে কাল? ওই মেয়েটার হাজব্যান্ডের সঙ্গে তোমার?"

দীপ্ত ঘুমের মধ্যেই অবাক গলায় বলল, "তুমি কী করে জানলে?"

বুবকা বলল, "কাগজে বেরিয়েছে তো। পেজ থ্রিতে, টাইমসে।"

দীপ্ত বলল, "ওয়েট ওয়েট। সবে তো কালই হল ঝামেলাটা। মিডিয়া জানল কী করে?"

বুবকা বলল, "সেটা আমি কী করে জানব? কিন্তু বাজে ব্যাপারটা হল এরা তোমার সঙ্গে আমার আর বৈভবীর রিলেশনটাও জড়িয়েছে। আমরা যারা সিনেমাটা করছি, তারা সবাই বিতর্কিত লোকজন, সে ব্যাপারে একটা নোংরা ইঙ্গিত আছে।"

দীপ্ত কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বলল, "আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো। আজ পার্টি। তোমার ফেবারিট স্কচ খাওয়াব আজ।"

বুবকা অবাক হয়ে বলল, "মানে? কেন?"

দীপ্ত বলল, "কেউ আমাদের কাঠি করতে গিয়ে আমাদের প্রচার করে দিয়েছে বুবকা। বুঝতে পারছ না?"

বুবকা বলল, "লোকে আমাদের নিয়ে উলটোপালটা লিখবে সে আনন্দে মদ খাব?"

দীপ্ত বলল, "হ্যাঁ। খাবে। পেপারে একটা সিনেমার অ্যাড দিতে কত টাকা খরচ হয় সে সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে? আমরা শুরু করতে পারলাম না আর এরা ফ্রিতে আমাদের অ্যাড করে দিয়েছে। চলে এসো, দেরি কোরো না।"

ফোনে একটা শব্দ হচ্ছিল। বুবকা দেখল দাদা কল ওয়েটিং-এ আছে। সে বলল, "আমি ফোনটা রাখছি। বাড়ি থেকে ফোন করছে।" বলে দীপ্তর কথার অপেক্ষা না করেই বুবকা দাদার ফোনটা ধরল, "বল।"

তথাগতর গলা গম্ভীর, "তুই বৈভবীর ওখানে?"

বুবকা বলল, "অত সাসপেন্স রাখতে হবে না। খবরটা পড়েছি। কী বলবি বল।"

তথাগত বলল, "মা খবরটা পড়ে ফায়ার হয়ে আছে।"

বুবকা ঘড়ি দেখে অবাক গলায় বলল, "মা এত সকালে উঠল কী করে? নিশ্চয়ই কেউ কাঠি করেছে। তুই?"

তথাগত বলল, "আমি কেন হব। আমি তো বাইরের ঘরে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি মা এসে বলছে কাগজটা কোথায়। এখন তোকে নিয়ে মা বাবার মিটিং চলছে।"

বুবকা বলল, "না মামা, মুরগি কোরো না। তোমাকে আমি আজ থেকে চিনি না। তুমি হলে সাত সেয়ানার এক সেয়ানা। আজকের হারামি তুমি? আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা তোরই সাজানো। ঠিক বলছি?"

তথাগত বলল, "তোকে তো হেল্প করতে যাওয়াটাও প্রবলেম। তোর ভালোর জন্য বলছি তুই বাড়ি চলে আয় যত তাড়াতাড়ি পারিস।"

বুবকা বলল, "আমি তো যাব না ভাই। আমার এখন একটা পার্টিতে যেতে হবে।"

তথাগত অবাক গলায় বলল, "পার্টিতে যাবি? এই সাতসকালে?"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ। আমাদের সিনেমার প্রি-শ্যুটিং সাকসেস পার্টিতে।"

তথাগত বলল, "তুই যা করছিস সব ভেবে করছিস তো বুবকা?"

বুবকা বলল, "তুই যা যা করছিস সেটা ভেবে করছিস তো দাদা?"

ফোনটা কেটে গেল।

বুবকা হাসতে লাগল।

বৈভবী বলল, "কী হল?"

বুবকা হাসতে হাসতে বলল, "খেলতে রহো খেলতে রহো।"

১৯

।। বাণী মিত্র ।।

তিন্নি বাপের বাড়ি এসেছে। তিন্নি অন্তঃসত্ত্বা। তিন্নির মা তিন্নির সাধ দিচ্ছে।

তিন্নির হিংসুটে বউদি তিন্নির দুধে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।

তিন্নি সেটা খেতে যাবে।

তখনই তিন্নির বিড়াল এসে দুধের বাটি উলটে দেবে।

...

সিনটা এই লিখেছিল রিখিয়া। সমস্যা দেখা গেল শ্যুটের সময়। ডিরেক্টর তরুণ দাস স্ক্রিপ্টটা দেখে রেগে গেছেন। রিখিয়া ফ্লোরে এসেছিল। তাকে দেখে বললেন, "এই যে ম্যাডাম, একটু রিয়েলিস্টিক ভাবলে হত না? বিড়াল পাব কোত্থেকে? তাও এরকম ট্রেইন্ড বিড়াল।"

বাণী তখন ফ্লোরে ঢুকছিলেন, তরুণকে বললেন, "বিড়াল বাদ দিয়ে দিন, তিন্নির মাকে খাইয়ে দিন দুধটা। একজন কমে যাবে, আমাদের বাজেটও রিডিউস হবে, আবার তিন্নির কান্নাকাটির ফলে শো টিআরপি-ও বাড়বে।"

রিখিয়া কাঁচুমাচু মুখে বলল, "কিন্তু দিদি, তিন্নির মাকে মারলে অসুবিধা আছে। তিন্নির মার সঙ্গে তিন্নির শ্বশুরের এককালে প্রেম ছিল। সেটা নিয়ে একটা সিন ভেবে রেখেছি।"

বাণী মিত্র বিরক্ত হয়ে বললেন, "তিন্নির মার সঙ্গে তিন্নির শ্বশুরের কবে প্রেম ছিল?"

রিখিয়া আহত গলায়, "আপনি দেখেননি দিদি? শুরুতেই তো আভাস দিয়েছিলাম।"

বাণী বললেন, "আমার মেমোরি তো এত খারাপ না। তাহলে কোনও কারণে মিস করে গেছি হয়তো। শোন, তিন্নির মাকে মেরে দে, বলছি তো, ওই ফ্ল্যাশব্যাকগুলো দিবি, খারাপ হবে না।"

রিখিয়া বলল, "দিদি, তিন্নি বাপের বাড়ি এলে সমস্যা হয়ে যাবে তো, সিরিয়ালের ব্যালান্সটা নষ্ট হয়ে যাবে না?"

বাণী একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "তাহলে দুধ দেবার দরকার কী আছে?"

রিখিয়া বলল, "দুধের সিন তো আগের এপিসোডে শুরু হয়ে গেছে।"

বাণী বললেন, "তোর হঠাৎ বিড়ালের কথা মাথায় এল কেন? এতদিন ধরে লিখছিস, মাথাটা গেছে নাকি?"

রিখিয়া বলল, "ছেড়ে দাও, তিন্নির হাত থেকে বাটিটা পড়ে গেছে, এভাবেই দেখিয়ে দাও।"

বাণী তরুণকে বললেন, "এবার ঠিক আছে?"

তরুণ খুশি হয়ে চলে গেলেন। শ্যুট শুরু হবে একটু পরে। ফ্লোর রেডি হচ্ছে। বাণী অফিসের দিকে রওনা হলেন।

আহেলী মিত্র তিন্নির পার্টটা করছে। স্টুডিওতে ঢুকছিল। তাঁকে দেখে তটস্থ হল। বাণী মিত্র হালকা হেসে বেরিয়ে গেলেন।

তথাগত ফোন করছিল। তিনি ধরলেন, “হ্যাঁ বলো। অফিস থেকে বেরিয়েছ?”

“হ্যাঁ মা। আমি অফিসে এলাম তো।”

“অফিসে এলে মানে? বুঝলাম না।”

“মানে তোমার অফিসে এলাম।”

বাণী অবাক হলেন, “কেন, কী হল?”

তথাগত বলল, “এসো, বলছি।”

স্টুডিওর পাশেই অফিস। বেশিক্ষণ লাগল না। তথাগত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, বাণী বললেন, “বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন?”

তথাগত বলল, “তোমার অপেক্ষা করছিলাম।”

বাণী অফিসে ঢুকলেন, নিজের ঘরটা বাণী খুব যত্ন নিয়ে সাজিয়েছেন। একদিকে গল্প শোনার জন্য সোফা, তাকিয়া সব আছে। অন্য দিকে টেবিল। বাণী সোফায় বসে বললেন, “বলো, বাড়িতে না গিয়ে অফিসে এলে কেন?”

তথাগত একটু ইতস্তত করে বলল, “মা, আমি আসলে একটা জিনিস ভাবছিলাম।”

বাণী বললেন, “কী?”

তথাগত বলল, “আমি ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে দি।”

বাণী বললেন, “তারপরে?”

তথাগত বলল, "তোমাকে জয়েন করি। আজকাল চাকরিটা ভালো লাগছে না ঠিক, তা ছাড়া হাউস বড়ো হচ্ছে, তুমি একা পড়ে যাচ্ছ।"

বাণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "কথাটা তোমার বাবাও আমাকে বলেছে অনেকবার। আমি নিজে থেকে কিছু বলিনি কোনও দিন। ভেবেছি তুমি একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। ডিসিশনটা তুমিই নাও। আজ যখন বললে আমি অনেকদিন পর খুশি হলাম। বুবকার ওপর আমি আর কোনও আশা করি না। বাই দ্য ওয়ে, প্রীতিকাকে বলেছ এই ব্যাপারে কিছু?"

তথাগত মাথা নাড়ল, "ওকে হিন্ট দিয়েছি। ডিসিশনটা জানাইনি।"

বাণী বললেন, "ইজ শি হ্যাপি?"

তথাগত বলল, "আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি মা। তা ছাড়া ও হ্যাপি হোক বা আনহ্যাপি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আমার কাছে তুমি খুশি কি না সেটাই ম্যাটার করে।"

বাণী খুশি হলেন। বললেন, "আমি এখনও বলব তুমি সাতদিন সময় নাও। ভাবো, তারপর সাতদিন পর আমায় আবার ডিসিশনটা জানাও।"

তথাগত বলল, "আমি ঠিক করে নিয়েছি মা।"

বাণী মাথা নাড়লেন, "না, তুমি তো জানোই, একদিনে আমি কোনও ডিসিশন নিই না। এটা তোমার লাইফের ডিসিশন, টেক ইওর টাইম।"

তথাগত বলল, "বেশ। তাই হোক।"

বাণী বললেন, "কী খাবে? অফিস থেকে বেরিয়ে তো খাওনি কিছু। চাইনিজ আনাই?"

তথাগত বলল, "আচ্ছা।"

বাণী বললেন, "বুবকাকে আর ফোনে পেয়েছিলে?"

তথাগত মাথা নাড়ল, “না, ও বলছিল দীপ্ত রায়ের বাড়িতে প্রি-শ্যুটিং সেলিব্রেশন আছে।” বাণী মাথা নিচু করে কিছু একটা ভাবছিলেন। তথাগতর কথার উত্তর দিলেন না।

২০

।।বুবকা – অলকা।।

আউটডোর। শান্তিনিকেতনে। পরের দিন থেকে শ্যুটিং শুরু। তারা দুপুরে এসে পৌঁছেছে।

বুবকার বিরক্ত লাগছিল। বৈভবী আসেনি। দীপ্ত রায়ও। এখানে শুধু তার আর অলকার শ্যুট।

একটা রিসর্ট ভাড়া করা হয়েছে। গোটা ইউনিটটা সেখানেই আছে।

বুবকা একা একা হাঁটতে বেরিয়েছিল। বিকেল হয়েছে। আজ হাটবার না। ভিড় নেই। অনেকটা হাঁটল। খানিকক্ষণ পর বৈভবী ফোন করল, “কী খবর?”

বুবকা বলল, “ভালো লাগছে না ধুস। তুমি চলে আস।”

বৈভবী বলল, “বাচ্চাদের মতো কোরো না তো, তিন দিনের তো ব্যাপার। তারপর তো ইনডোর শুরু। তিন দিন কোনওমতে কাটিয়ে দাও।”

বুবকা বলল, “কাল ভোর সাড়ে চারটে থেকে শ্যুট শুরু বুঝলে? নইলে আজ কলকাতায় থেকে সকালে চলে এলেই হত। ”

বৈভবী নরম গলায় বলল, “সে জানি তো। আচ্ছা, আমি ফোন করে তুলে দেব?”

বুবকা বলল, “থাক। আমার ফোনে অ্যালার্ম আছে। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।”

বৈভবী হাসল, “ধরে নাও না, তোমার কেরিয়র আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। ধরে নাও, এটা তোমার নতুন একটা চ্যালেঞ্জ। তুমি কনসেন্ট্রেট করো। আর আজ রাতে দয়া করে বোতল খুলে বোসো না।”

বুবকা বলল, “বোর লাগছে তো।”

বৈভবী বলল, “তোমাদের শান্তিনিকেতনে বাড়ি আছে না?”

বুবকা বলল, “আছে।”

বৈভবী বলল, “সেখান থেকে ঘুরে এসো।”

বুবকা বলল, “না, ওখানে আমি যাব না।”

বৈভবী বলল, “আচ্ছা যেয়ো না। এখন কী করছ?”

বুবকা বলল, “প্রকৃতির মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছি।”

বৈভবী হাসল, “বাবা, রাবীন্দ্রিক ভাষা তো পুরো। আচ্ছা, তুমি হাঁটো, কোনওরকম সমস্যা হলে ফোন কোরো। তবে ভুলেও কলকাতা আসার কথা ভেবো না কিন্তু।”

বুবকা বলল, “আচ্ছা। ভাবব না। তবে পরের বার আউটডোরে তুমি না এলে আমিও নেই মনে রেখো।”

বৈভবী বলল, “আচ্ছা। রাখো এবার, পাগল কোথাকার।”

বুবকা ফোনটা রাখল। লালমাটির পথ ধরে অনেকটা হেঁটে ফেলেছিল সে। প্রথম প্রথম ভালো লাগছিল না। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল সোনাঝুরি গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবার মধ্যেও একটা নেশা ধরা ব্যাপার আছে। চারপাশে কেউ নেই। বুবকা গলা ছেড়ে

গান ধরল। অনেকক্ষণ গাইবার পর বুঝল অদ্ভুত ভালো লাগছে তার। মনের মেঘটা কোথায় যেন কেটে যাচ্ছিল।

"আপনি বেশ ভালো গান।"

বুবকা চমকে তাকাল। অলকা কখন চলে এসেছে খেয়াল করেনি।

বলল, "আপনি কখন এলেন?"

অলকা বলল, "আমি অনেকক্ষণ এসেছি। গাছের আড়ালে চুপচাপ বসে ছিলাম।"

বুবকা বলল, "সে কী কেন? সবাই তো আপনাকে খুঁজবে?"

অলকা বলল, "খুঁজবে না। আমাকে কেউ খোঁজে না।"

বুবকা বলল, "কী যে বলেন! আপনি লিড অ্যাক্ট্রেস।"

অলকা বলল, "হ্যাঁ, শ্যুটিংয়ের সময় খুঁজবে হয়তো। আচ্ছা যেটা বলছিলাম, আপনি গান শিখেছেন?"

বুবকা হাসল, "হ্যাঁ, ছোটোবেলায়। খুব বেশি দিন না। আসলে চিরকালই দুরন্ত ছিলাম তো। গানের মাস্টারমশাই এলে ওঁর কাঁধে চেপে বসে থাকতাম।"

অলকা হাসল অনেকক্ষণ ধরে। বুবকা বলল, "আপনি গান জানেন?"

অলকা বলল, "না।"

বুবকা বলল, "নাচ?"

অলকা বলল, "ছোটোবেলায় শিখেছিলাম। ক্লাস সেভেনে উঠলে বাবা বলল, মেয়ে বড়ো হয়ে গেছে। নাচ বন্ধ। ব্যস, সেই যে বন্ধ হল আর শেখা হল না।"

বুবকা বলল, "সেটা নিয়ে চিন্তা করছেন কেন? আবার শুরু করলেই হয়।"

অলকা বলল, "স্বাধীন হলেই কি সময়টা আর ফিরে পাওয়া যায়? ক্লাস সেভেনে যে জিনিসটা সবথেকে বেশি ভালোবাসতাম, সেটা বন্ধ করে দেবার পর যে কষ্টটা হয়, সে কষ্টটা কি এখন আর উশুল হয়?"

বুবকা বলল, "বাহ, আপনি বেশ ভালো কথা বলেন তো। আপনার দেখছি স্ক্রিপ্ট রাইটার লাগে না।"

অলকা হাসল, "তা হবে। নিজের কথা বলতে স্ক্রিপ্ট রাইটার লাগে না তো।"

বুবকা বলল, "তা ঠিক। আসলে স্ক্রিপ্ট শুনে শুনে সব কিছুই আজকাল স্ক্রিপ্টেড মনে হয়। দেখুন না আমাদের সিনেমাটা যাতে না হয় তার জন্যও কত স্ক্রিপ্ট রেডি করে রাখা ছিল। অবশ্য এখনও চেষ্টা চলছে। একটা সিনেমার তো শ্যুটিংটা বড়ো কথা না। পোস্ট প্রোডাকশনেও অনেক চেষ্টা হবে হয়তো।"

অলকা বলল, "কারা করছে সেসব?"

বুবকা হাসল, "কাছের লোকেরাই।"

অলকা কয়েক সেকেন্ড বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কাছের লোকেরাই বোধহয় আঘাত দিতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তাই না?"

বুবকা বলল, "এইজন্য আমি সবাইকে দূরের মানুষ করে রেখে দি।"

বুবকার ফোন বাজছিল। বুবকা দেখল মা ফোন করছে। বলল, "দেখেছেন, কাছের মানুষের কথা বলতে বলতে মা ফোন করে দিল।"

অলকা হাসল। বুবকা ফোনটা ধরল, "বলো।"

"তুমি কোথায়?"

"জানো না? তোমায় তোমার গোয়েন্দা বলেনি?"

"আমার গোয়েন্দা? কে?"

বুবকা হাসতে হাসতে বলল, "কেন? শ্রীযুক্ত তথাগত মিত্র। তিনি তো এখন অফিসের থেকে আমার আর বৈভবীর মধ্যেই বেশি ইন্টারেস্ট খুঁজে পাচ্ছেন।"

"বাজে কথা বোলো না বুবকা। তোমার দাদা তোমাকে যথেষ্ট কেয়ার করে। তুমি যদি তোমার ইন্টারেস্টে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখো তাহলে আমাদের কী করার আছে? যাই হোক, কোথায় আছ এখন?"

"বোলপুরে। শ্যুটে এসেছি।"

"হুঁ। দীপুর সিনেমায়?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের কেয়ারটেকার ঘর ঠিক করে রেখেছে তো?"

"আমি তো আমাদের বাড়িতে উঠিনি। এখানে সবার সঙ্গে রিসর্টে উঠেছি।"

ওপাশে কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর বাণী বললেন, "বেশ।"

"কেন ফোন করেছ?"

"তোমাকে কি ফোন করার জন্যও কারণ লাগবে এখন?"

"কারণ ছাড়া তো ফোন করো না।"

"তিন দিন ধরে বাড়ি আসনি। বাবা মায়েরও তো জানতে ইচ্ছা করে ছেলে কোথায় আছে, কী করছে, সেটা বোঝো?"

"বললাম তো আমি এখন বোলপুরে আছি। আর তোমাদের জেনেও ভালো লাগবে, এখানে বৈভবী আসেনি।"

ফোনটা কেটে গেল। বুবকা সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কত চিন্তা এদের।"

অলকা একটু দূরে চলে গেছিল। বুবকা ডাকল, "আপনি কি রিসর্টে যাচ্ছেন?"

অলকা বলল, "না না, আপনি ফোন করছিলেন তাই আপনাকে একটু স্পেস দিলাম।"

বুবকা বলল, "স্পেস দিলেন! না না, আমার স্পেসের কোনও দরকার নেই। আমি ট্রান্সপারেন্ট। একবার দেখলেই সব বুঝে যাবেন।"

অলকা বলল, "আমার এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে। অদ্ভুত একটা শান্তি আছে। আমার আর কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না।"

বুবকা বলল, "আমার উলটোটা। কলকাতা ছাড়া আমার আর কিছু ভালো লাগে না। কেন জানি না, কলকাতার ওপর আমার অদ্ভুত একটা টান কাজ করে। অন্য কোথাও গেলেও সবসময় মনে হয় কখন ফিরি কখন ফিরি। সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। ছোটোবেলায় যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম, বাবা মাকে অস্থির করে দিতাম বাড়ি যাব বলে। সে এক সময়

ছিল। আমাদের অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। বাবার প্রাইভেট চাকরি, মা পার্টটাইম প্রফেসর। অথচ সেই সময়টাই যেন ভালো ছিল।"

অলকা বলল, "আপনি কিন্তু এখন স্ক্রিপ্ট ছাড়া ভালো কথা বলছেন, আপনি যে এরকম কথা বলতে পারেন সেটাই ভাবতে পারিনি কোনও দিন। আপনাকে দেখে বরাবরই বড়োলোকের বখাটে ছেলে মনে হয়েছে।"

বুবকা বলল, "আমি তো তাই। সে ব্যাপারে আপনার কোনও সন্দেহ আছে নাকি? আমার তো নেই। মানুষ যা বলে সেটাই চোখ বুজে বিশ্বাস করবেন। ঠকতে হবে না।"

অলকা বলল, "তাহলে তো আমার ব্যাপারেও কেউ খুব একটা ভালো কথা বলে না। সেগুলো কি আপনিও ভাবেন?"

বুবকা বলল, "রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস আর ক্যারেকটার সম্পর্কে? একটু মুখ খারাপ করছি কিছু মনে করবেন না, সত্যি বলতে কী, আমার তাতে বাল ছেঁড়া যায়। আমার সম্পর্ক, আমার থেকে বারো বছরের বড়ো বৈভবীকে নিয়ে লোকে কী বলল না বলল, তাতে আমার সত্যি কিছু যায় আসে না।"

অলকা বলল, “আমার প্রথম প্রথম যায় আসত। তারপর দীপ্ত শেখাল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত বলে যাও, তুমি প্রস, তুমি প্রস, তুমি প্রস, দেখবে একসময় আর সেটা মনে হবে না। আমার কিন্তু সত্যি আজকাল আর কিছু মনে হয় না।”

বুবকা কয়েক সেকেন্ড অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি সত্যি বলেন এটা?”

অলকা হাসল, “সত্যি। রোজ বলি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে, মেকআপ রুমে একা থাকলে, রাতে ঘুমাতে যাবার সময়। ভালো লাগে বলার পর আজকাল। বিশ্বাস করুন।”

২১

চাঁদ উঠেছে। বুবকা প্রোডাকশন থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বোলপুর থেকে একটা স্কচের বোতল নিয়ে এসে খোয়াইয়ের তীরে গাড়ির সামনের সিটেই বোতল খুলে বসেছে। অলকাও তার সঙ্গে আছে।

অরিত্র একটু গাঁইগুঁই করছিল। বুবকা বলে দিয়েছে সকালে উঠতে কোনও সমস্যা হবে না। দু পেগ মতো চুপচাপই খেল তারা। খানিকক্ষণ পরে বুবকা বলল, “এই এখানে যে আমরা মদ খাচ্ছি, আমাদের কিন্তু একটা দায়িত্ব আছে।”

অলকার হালকা লাগছিল ভিতরটা। সে বলল, “কী দায়িত্ব বলুন তো?”

বুবকা বলল, “জায়গাটা নোংরা করলে চলবে না। এই বনের ভিতরে এই চাঁদ যেমন সুন্দর, জায়গাটাকেও তেমন সুন্দর রাখা উচিত।”

অলকা বলল, "মানুষ তো সুন্দর জিনিসকেই নোংরা করতে চায় সবার আগে।"

বুবকা বলল, "যেমন?"

অলকা বলল, "সম্পর্কগুলো। কত তাড়াতাড়ি আমরা সেগুলো নষ্ট করে ফেলি।"

বুবকা মুগ্ধ হয়ে চাঁদ দেখছিল, অন্যমনস্ক হয়ে বলল, "সম্পর্ক? মানে?"

অলকা বলল, "সম্পর্ক মানে মানুষে মানুষের সম্পর্ক।"

বুবকার সংবিৎ ফিরল, "ওহ, সরি সরি। হ্যাঁ। নষ্ট করি তো। আমি যেমন নষ্ট করে ফেললাম। বাবা মার সঙ্গে সম্পর্কটাই। কী করব বলুন? কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়ে যাচ্ছিল তো! আপনি কার সঙ্গে নষ্ট করলেন সম্পর্ক?"

অলকা হেসে বলল, "আমি তো নষ্ট মেয়েই। অপয়াও। বিয়ে করার পরই বরের চাকরি চলে গেল।"

বুবকা বলল, "ছাড়ুন তো, ওসব ফালতু কথা। কিছু হলেই মেয়েদের দোষ। আমার এক পিসি আছে, দেখি তো, পেটে গ্যাস হলেও মুখ চুন করে বলবে নিশ্চয়ই ওই অপয়া বউটা দুপুরে ভাত খাবার সময় নজর দিয়েছে তাই গ্যাস হয়ে গেছে।"

অলকা বলল, "মেয়েরাই তো অপয়া। ছেলেরা অপয়া হয় নাকি?"

বুবকা বলল, "হয় না আবার? আমাদের পাড়ায় এক দাদু আছে। ওঁর মুখ দেখে সকালে বেরিয়েছেন কি আপনি মরেছেন। মরেই গেছেন। কেউ বাঁচাতে পারবে না, এত অপয়া।"

অলকার ফোন বাজছিল। বুবকা বলল, "ফোনটা ধরুন।"

অলকার সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ ছিল। সেটার ভিতর থেকে ফোনটা সশব্দে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছিল। ফোনটা বের করে অলকা দেখল দীপ্ত ফোন করছে। ফোনটা ধরল সে, "হ্যাঁ বলো।"

"তুমি কোথায়?" দীপ্তর গলা থমথমে।

অলকা বলল, "কেন বলো তো?"

"অরিত্র ফোন করেছিল। তুমি বুবকার সঙ্গে বেরিয়েছ?"

"হ্যাঁ। কী করব একা একা?"

"ওরে খানকি, তোকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছি আমি। আর যেই নতুন কচি ছেলে দেখলি মাথা চিবোতে চলে গেলি? কোন হোটেলে, কবার হল?" হিসহিস করে উঠল দীপ্তর গলা।

অলকা হাসল, "বাহ, তোমাদের গলাগুলো কী সুন্দর সব এক হয়ে যায়।"

"কী বলতে চাইছিস?"

"আমার বর, তুমি, কত সুন্দর তোমরা একভাবে ভাবতে পারো সেটাই বলছি।"

দীপ্ত সামলাল নিজেকে, "শোনো, আমি তো তোমার ভালোর জন্যই বলছি। কাল ভোরবেলা শ্যুট। কেন রাতে বেরিয়েছ? তোমার ভালো ঘুম দরকার বেবি।"

অলকা বলল, "তুমি অভিনয় করো না কেন? করতে পারতে। অনেককে হারিয়ে দেবে, বিলিভ মি।"

দীপ্ত বলল, "আমি তোমার কথা ভেবেই তো অস্থির থাকি সারাদিন। আচ্ছা, তুমি রিসর্টে ফিরে যাও আর আধঘণ্টার মধ্যে।"

অলকা ঠান্ডা গলায় বলল, “আমার সময় হলে আমি যাব। তোমার কাছে যদি আমি ইম্পরট্যান্ট হতাম তাহলে কলকাতায় কাজের অজুহাত দেখিয়ে থেকে যেতে না, নিজেও আসতে।”

দীপ্ত বলল, “তুমি এই কথা বলছ? আচ্ছা তুমি জানো না এই সিনেমাটায় আমি কেন টাকা ঢালছি? শুধু তোমার জন্য, ভুলে যাচ্ছ?”

অলকা বলল, “ওহ, আমার জন্য শুধু? বাণী মিত্রর ফ্যামিলি ভাঙা-টাঙার কোনও ব্যাপার নেই বলো?”

দীপ্ত কঠিন গলায় বলল, “তোমার সামনে বুবকা আছে?”

অলকা বলল, “না, দূরে আছে।”

দীপ্ত বলল, “ওর সামনে এসব কথা কেন বলছ? জানো না এর ফলাফল কী হতে পারে? তোমার থেকে অনেক ম্যাচিওরড বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করি আমি।”

অলকা বলল, “আচ্ছা। তুমি চিন্তা কোরো না। অনেক ম্যাচিওরড বিহেভিয়ারই করব আমি। আর শোনো, বুবকার সঙ্গে আমি শুইনি।”

দীপ্ত বলল, “ওহ, আবার উলটো কথা।”

অলকা বলল, “তুমিই তো শুরু করেছিলে তাই না?”

দীপ্ত বলল, “আচ্ছা। তুমি অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল যেয়ো, তাহলেই হবে। বাই।”

ফোনটা কেটে গেল। বুবকা বনের মধ্যে হাঁটছিল। অলকা ডাকল, “আমাকে আর-একটা বানিয়ে দেবেন?”

বুবকা এসে বলল, “দীপ্তদা ফোন করেছিল?”

অলকা বলল, “হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করল আমার সঙ্গে কতবার শুয়েছেন?”

বুবকা অবাক হয়ে বলল, “সিরিয়াসলি?”

অলকা হাসল, “না না ইয়ার্কি মারছি।”

বুবকা বলল, “বলা যায় না, বলেছে হয়তো, প্রেমিকরা রাগের মাথায় যা ইচ্ছা বলতে পারে।”

অলকা বলল, “হ্যাঁ, প্রেমিকদের কোনও দোষ নেই তো, তারা নির্দ্বিধায় প্রেমিকার চরিত্রকে কাঠগড়ায় তুলতে পারে। প্রেমিকরা তো ঈশ্বরের অপর নাম। তাদের কোনও দোষ থাকবে কেন?”

বুবকা ঘড়ি দেখল, “সাড়ে এগারোটা বাজে। ফিরবেন?”

অলকা বলল, “আমি পারলে এখানেই থেকে যেতাম।”

বুবকা বলল, “পুলিশের গাড়ি টহল দেওয়ার কথা বলেছিল একজন। বেকার ঝামেলায় জড়ানো ভালো হবে না বোধহয়। ফিরি চলুন।”

অলকা বলল, “অগত্যা। চলুন।”

বুবকা গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

অলকা বলল, “আপনি আপনার প্রেমিকাকে খুব ভালোবাসেন? তাকে প্রস বলেন?”

বুবকার মাথা ঝিম ঝিম করছিল নেশায়, অলকার প্রশ্ন শুনে একটু ভেবে নিয়ে বলল, “এখনও অবধি বলিনি।”

অলকা বলল, “বলবেন কোনও দিন বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে?”

বুবকা বলল, “জানি না।”

অলকা বলল, “ছোটোবেলায় এক স্যারের কাছে শুনেছিলাম রবীন্দ্রনাথের ছোটো ছেলে মারা যাবার পর রবীন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে গানটা লিখেছিলেন। (তথ্যটা

ভুল। শমীর মৃত্যু ২৪ নভেম্বর, ১৯০৭। প্রায় ২৫ বছর পর মীরা দেবীর ছেলের মৃত্যুর পর চিঠিতে লেখেন সেদিন ট্রেন থেকে জ্যোৎস্না দেখার কথা। সেই সূত্রে এই গানটি ঘিরে মিথ প্রচলিত হয়ে গেছে। এই গানটি লেখা হয়েছিল ১৯১৪ সালে, ২২ চৈত্র, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।) ছেলে মারা যাবার পর ওঁর মনে হয়েছিল আমার দুঃখে তো এই জ্যোৎস্নার কোনও পরিবর্তন হবে না। আর বাকি প্রকৃতির তো কিছুই হবে না। এখন চারদিক দেখে আমার সেটাই মনে হচ্ছে। এত ভালো পরিবেশ, আমার দুঃখে একটুও কান্না নেই কারও দেখুন।"

বুবকা বলল, "আপনি গানটা জানলে করতে পারেন তো।"

অলকা বলল, "আমি গান জানি না।"

বুবকা খোলা গলায় গান ধরল গাড়ি চালাতে চালাতে।

গানের মাঝপথে গিয়ে সে বাধা পেল। ফোন আসছে। সে তখনও লালমাটিতেই ছিল। গাড়িটা দাঁড় করাল। তথাগত। একটা খিস্তি মেরে ফোনটা ধরল সে, "কী বে, এখনও কাঠি করে যাচ্ছিস? বল এত রাতে কী ছিঁড়তে ফোন করেছিস।"

"বুবকা একটা খারাপ নিউজ আছে।"

"ভালো নিউজ দেওয়ার জন্য তো ফোন করিসনি। কী হয়েছে?"

"বৈভবী..."

"বৈভবী কী?"

"রাজীব আগরওয়ালের সঙ্গে মন্দারমণি যাচ্ছিল, বম্বে রোডে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, দুজনেই স্পট ডেড।"

বুবকা ফোনটা কেটে বাইরের দিকে তাকাল।

জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে...

দ্বিতীয় পর্ব ১ ।। রিমি।।

সকাল দশটা নাগাদ এনজেপি স্টেশনে পৌঁছল তারা। রিমি অনির্বাণের কানে কানে বলল, "আগে বিয়েটা করে নিলে হত না?"

অনির্বাণ রিমির কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, "বিয়ে তো করে নিয়েছি কবেই সোনা, আমরা তো মানসিকভাবে বিবাহিতই। আবার বিয়ে করার কী দরকার?"

রিমির স্বপ্নের মতো লাগছিল সবকিছু।

দূরে একটা আবছায়ার মতো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। অনির্বাণ বলল, "তোমার বাবাকে জানাওনি তো?"

রিমি বলল, "তোমাকে বললাম না বাবা বাইরে গেছে? আর মা তো জানে বন্ধুদের সঙ্গে পুরী যাচ্ছি। তুমি বোলো কখন বাবাকে ফোন করব, তখনই জানাব।"

অনির্বাণ বলল, "সিকিমে পৌঁছে জানিয়ো। জানি না, শুনলে কী ভাববে তোমাদের বাড়ির লোক।"

রিমির মুখটা শুকিয়ে গেল, "বাবা কোনও দিন মানবে না। খুব ঝামেলা হবে।"

অনির্বাণ হাসার চেষ্টা করল, "চিন্তা কোরো না, কিছু তো করারও থাকবে না।"

রিমি বলল, "জানি না কী হবে, আমার খুব ভয় লাগছে।"

অনির্বাণ রিমির হাত ধরল, "কিচ্ছু হবে না, আমি আছি তো।"

পেলিং যাবার গাড়ি শুরুতে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক কষ্টে একটা সুমো পাওয়া গেল। রিমির একটা কিটব্যাগ আর অনির্বাণের একটা স্যুটকেস। পিছনের সিটে সেগুলো রেখে পাশাপাশি বসল তারা। ভালোই গরম আছে। অনির্বাণ ড্রাইভারকে বলল, একটা মন্দিরে দাঁড়াতে।

ঘণ্টাখানেক পর তারা সেবক কালীবাড়ি পৌঁছে দেখল ভীষণ ভিড়। অনির্বাণ একটা দোকান থেকে সিঁদুর কিনে রিমির সিঁথিতে পরিয়ে দিল।

রিমি অবাক হয়ে বলল, "এভাবেই?"

অনির্বাণ বলল, "আর কী দরকার বলো? মন্ত্রের কি সত্যি কোনও দরকার আছে? মাকে প্রণাম করি চলো। তারপর বেরিয়ে যাই। অনেকটা রাস্তা শুনলে না? এখানে অপেক্ষা করলে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে।"

তারা দুজনে প্রতিমা প্রণাম সেরে বেরিয়ে এল। গাড়িটা যখন পেলিং-এর রাস্তা ধরল তখন দুপুর একটা। রিমির ভীষণ লজ্জা লাগছিল। তার সঙ্গে একরাশ ভালো লাগা আর খারাপ লাগা। ছোটোবেলা থেকে তার স্বপ্ন ছিল খুব ধুমধাম করে বিয়ে হবে। এভাবে লুকিয়ে বিয়ের কথা ভাবেনি কোনও দিন। কিন্তু কিছু করারও ছিল না।

তার বাবা এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই তার বিয়ে দিত না। অনির্বাণের সঙ্গে ফেসবুকে ছমাস হল আলাপ। সেখান থেকে হোয়াটসঅ্যাপ হয়ে কলেজের ফাঁকে দেখা, সেখানেই প্রেম। কথা থেকে কথা, রাত জাগা থেকে একসময় প্রেমটা শরীরে প্রবেশ করল।

দুজনেই বুঝতে পারছিল তাদের শরীর পরস্পরকে চাইছে। অনির্বাণ একসময় প্রস্তাবটা দেয়। রিমি আর দ্বিতীয়বার ভাবেনি। একটা অদ্ভুত টান আছে অনির্বাণের মধ্যে। সে টানকে অগ্রাহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব না।

"হোটেলে সন্দেহ করবে না তো?"

ড্রাইভারকে আড়চোখে দেখে অনির্বাণকে ফিসফিস করে প্রশ্ন করল রিমি। রাস্তার পাশ দিয়ে তিস্তা তাদের সঙ্গে চলছে। অনির্বাণ বলল, "আমার আই কার্ড আছে তো। সব নিয়ে এসেছি। অত সন্দেহ করে না এখানে। তা ছাড়া এক পরিচিতর হোটেল আছে পেলিং-এ। চিন্তা কোরো না।"

রিমি বলল, "তারা জানলে বাজে ব্যাপার না?"

অনির্বাণ বলল, "কীসের বাজে ব্যাপার সোনা? আজ থেকে তো আমরা স্বামী স্ত্রী। লোকে জানলে জানবে! তুমি কি ভয় পাচ্ছ নাকি এখনও?"

রিমি মাথা নাড়ল, "আমি অত ভাবছি না। আসলে ভাবতে পারছি না।"

অনির্বাণ ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে কামিজের ভিতর থেকে রিমির কোমরে আদর করতে করতে বলল, "তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না সোনা, সব ভাবনা আমার আজ থেকে।"

রিমির ভালো লাগছিল অনির্বাণের স্পর্শ। সে চুপ করে বসে রইল।

রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ। কোনও কোনও জায়গায় রাস্তাই নেই। কোনওমতে জেসিবি দিয়ে মাটি কেটে রাখা। তারা যখন পেলিং পৌঁছল তখন রাত নটা। অনির্বাণ তার পরিচিত হোটেলের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছিল ড্রাইভারকে। রিসেপশনে অনির্বাণই নাম ধাম লিখল। রিমি ফোন অফ করে দিয়েছিল।

রুমে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে তারা আর কোনও দিকে তাকাল না। রিমি ডুবে যাচ্ছিল অনির্বাণের শরীরে। অদ্ভুত এক ভালো লাগা জয় করে নিচ্ছিল তাকে।

শীত ছিল। তবু শীত লাগছিল না তাদের। শরীর আবিষ্কারের খেলায় দুজনে মগ্ন হয়ে থাকল সারারাত।

পরদিন রিমির ঘুম ভাঙল সকাল এগারোটায়। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ছে।

মুগ্ধ চোখে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখল সে বেশ খানিকক্ষণ। এই তো চেয়েছিল সে। তার স্বপ্নের পুরুষের সঙ্গে স্বপ্নের পাহাড়ে আসবে কোনও দিন।

অনির্বাণ ঘরে ছিল না। বাথরুমেও নেই। রিমি ভাবল হয়তো ব্রেকফাস্ট আনতে গেছে।

সে ফোন অন করে অনির্বাণের মোবাইলে ফোন করল।

ফোন সুইচড অফ বলছিল।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে ঘরেই চুপচাপ বসে রইল সে। এর মধ্যে বাড়ি থেকে তিরিশের বেশি মিসড কল এসে গেছে।

আড়াইটা নাগাদ রুমে কেউ নক করছিল। রিমি তড়িঘড়ি দরজা খুলল।

তিন-চারজন পুরুষ তাকে ঠেলে ঘরে ঢুকিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল।

২ ।।তথাগত।।

"কোরাপশন করতে ধক লাগে জানেন তো? সবার দ্বারা কোরাপশন হয় না। বুকের পাটা দরকার দুর্নীতি করতে। আর কোরাপশন মানে কি শুধু টাকার লেনদেন নাকি? ভাবলে ভুল হবে। সুযোগ সুবিধা নেওয়াও কিন্তু কোরাপশনের মধ্যে পড়ে। এই যে আমি আমার দু-চারটে ছেলে মাঝে মাঝে আপনাদের ইউনিটে ঢুকিয়ে দি, এটাও কোরাপশনের মধ্যে পড়ে। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন তো, কত সুবিধা হয় ছেলেগুলোর।"

মল্লিক ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কথাগুলো বলল। মল্লিকের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি। গলায় মোটা সোনার চেন। কথার মধ্যে একটা অদ্ভুত অবজ্ঞা কাজ করে। তথাগতর বিরক্ত লাগছিল। কিন্তু শুনতে হচ্ছিল। এর এক অঙ্গুলিহেলনে শ্যুটিং যে-কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইউনিয়নবাজির চূড়ান্ত হয়, অযোগ্য লোকের জন্যও টাকা গুনতে হয়, কিন্তু কিচ্ছু করার থাকে না।

সে হাসি হাসি মুখ করে বসে ছিল। মল্লিক বলল, "আমরা ইউনিয়নে আলোচনা করেছি বুঝলেন মিত্রদা, এবার আপনাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতেই হবে। এত কম টাকায় কী করে ছেলেগুলো কাজ করবে সেটা তো বুঝতে হবে।"

তথাগত বলল, "আপনাকে তো আমাদের দিকটাও দেখতে হবে দাদা। ম্যান পাওয়ার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। আনস্কিলড। আপনারা বলেছেন বলেই নিয়েছি। এবার কীভাবে সব কিছু সামলানো যায় বলুন তো? একটা সমঝোতায় তো এলে ভালো হয়, তাই না?"

মল্লিক মোবাইলটা বের করে খুট খুট করতে করতে বলল, "কীরকম সমঝোতা চাইছেন একটু বলুন।"

তথাগত বলল, "যে রেটটা আপনারা বলছেন সেটা দেওয়া যে ইম্পসিবল সেটা বুঝতে পারছেন তো?"

মল্লিক তথাগতর দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনাদের তিনটে সিরিয়ালই এখন বেস্ট যাচ্ছে। টাকা তো কম পাচ্ছেন না।”

তথাগত অনেক কষ্টে রাগ চাপতে চাপতে বলল, “সেটা তো আপনিও জানেন এই রেটিং প্রতি উইকে চেঞ্জ হয়। তা ছাড়া বাকি প্রোডাকশনগুলোও তো আমাদের রেটই দিচ্ছে এখন।”

মল্লিক বলল, “ম্যাডামের সব কাজই কি আপনি দেখছেন এখন?”

হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গ ওঠায় তথাগত খানিকটা থতোমতো খেল, “হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।”

মল্লিক চোখ ছোটো ছোটো করে বলল, “আপনার নামে বাজারে অনেক কিছু শুনি মিত্রদা।”

তথাগত একটু হাসার চেষ্টা করল, “সে তো আপনার নামেও কম কিছু শুনি না। তাতে কি কাজ আটকে থাকে বলুন?”

মল্লিক বলল, “বলুন বলুন কী শোনেন?”

তথাগত বলল, “সেসব কি বলা যায়?”

মল্লিক বলল, “বলুন না, শুনি। খারাপ লাগে না। কোনটা বলতে চাইছিলেন? আমি মেয়েছেলের দালালি করি?”

তথাগত বলল, “আপনি কি রেগে যাচ্ছেন?”

মল্লিক হাসল, “দূর মশাই, এই কথায় রাগার কী হল? মেয়েছেলের দালালি পৃথিবীর সবথেকে পুরোনো ব্যবসা জানেন না? করলে তো একটা ঐতিহ্য ফলো করি! এতে রেগে যাবার কী আছে?”

তথাগত বলল, “টপিকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে।”

মল্লিক বলল, “কিচ্ছু চেঞ্জ হচ্ছে না। সব কথাই টপিকে হচ্ছে। আচ্ছা এবার আসল কথাটা বলি। শুনুন মিত্রদা, ম্যাডাম তো এখনও প্রোডাকশনের মাথায় আছেন। তা কথা যা বলার সেটা যদি আপনার সঙ্গে বলতে হয়, বুঝতেই পারছেন আমারও, হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারি আমি ছোটো নেতা, কিন্তু আমারও তো সম্মান বলে একটা ব্যাপার আছে।”

তথাগতর চোয়াল শক্ত হল, “মানে মার সঙ্গে ছাড়া আপনি আর কারও সঙ্গে কথা বলবেন না?”

মল্লিক বলল, “আপনি রাগ করছেন মিত্রদা। এইসব লাইনে আপনি কেন এলেন? ভালোই তো ছিলেন।”

তথাগত উঠল, “আমি এলাম। মাকে বলছি আপনাকে ফোন করতে।”

মল্লিক বলল, “আপনার ভাই এখন কোথায় মিত্রদা?”

তথাগত মল্লিকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “জানি না।”

মল্লিক বলল, “বৈভবী ম্যাডাম মানুষটা ভালো ছিলেন মিত্রদা। ওটা অ্যাক্সিডেন্ট না খুন সেটা জানতে পারলেন?”

তথাগতর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। সে বলল, “সেটা পুলিশ দেখছে। আমি এ ব্যাপারে কী বলি বলুন?”

মল্লিক হাসল, “ওই যে আপনাকে বললাম না শুরুতে। কোরাপশন অনেকরকম হয়। আচ্ছা, আপনি আসুন। ম্যাডামকে ফোন করতে বলবেন।”

তথাগত বেরিয়ে এল। মাথাটা রাগে আগুন হয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছিল মল্লিককে জুতোপেটা করে। দু টাকার বিদ্যে নেই পেটে, কোনওমতে নেতাগিরি করতে পেরে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

ফোনটা সাইলেন্ট করা ছিল। দেখল প্রীতিকার দুটো মিসড কল। কল ব্যাক করল।

"ফোন ধরছিলে না কেন?" প্রীতিকার গলা ঠান্ডা।

তথাগত বলল, "তোমাকে বলেছিলাম না একটা মিটিং আছে, ইউনিয়ন লিডার এটসেট্রা।"

প্রীতিকা বলল, "ওহ ভুলে গেছিলাম, মিটল সব কিছু?"

তথাগত বলল, "না, মেটেনি। বলো কেন ফোন করছিলে?"

প্রীতিকা বলল, "তোমার ভাই এসেছে।"

তথাগত সচকিত হল, "কখন?"

প্রীতিকা বলল, "ঘণ্টাখানেক হল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। একবার ডেকেছি, ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে বলেছে ডু নট ডিস্টার্ব।"

তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, "ওকে ডাকতে গেলে কেন? ডাকার কী দরকার ছিল?"

প্রীতিকা থমথমে গলায় বলল, "জানি, ভুল হয়ে গেছে। আর ডাকব না।"

ফোনটা কেটে গেল।

তথাগতর ইচ্ছা হচ্ছিল ফোনটা ছুড়ে মারে। দিনটা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে সকাল থেকে। একটা কাজও ঠিকঠাক হচ্ছে না।

৩

মাঝে মাঝে অলকা ভাবে দুটো বাড়ির জীবন কতটা আলাদা হতে পারে। শুভর কাছে থাকাকালীন শ্যাম্পু থেকে সাবান, ফিনাইল থেকে কাপড় কাচার সাবান, সব কিছু কেনার সময় হাজার হিসেবনিকেশ মাথায় রাখতে হত। শুভকে টাকা দিয়ে যেত লিস্ট করে। শুভ সেখান থেকে কিনে আনত।

পাড়ার দোকানে মাসকাবারি ব্যবস্থা ছিল একসময়। অলকা হিসেব করে দেখেছিল মাসের শেষে টাকা দিলে আদতে তাদেরই ক্ষতি হয়।

তারপর থেকে নগদে কেনা শুরু করে। অবশ্য একটা সময় টাকার যখন টানাটানি ছিল তখন পাড়ার দোকানই বাঁচিয়েছে তাদের। ধারে চাল ডাল ডিম আনা যেত।

দীপ্তর কাছে আসার পরে জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তার দুটো কার্ড হয়েছে। একটা ডেবিট আর একটা ক্রেডিট। যখন যা ইচ্ছা কিনে আনতে পারে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে। কিনতে কিনতে মাঝে মাঝেই অলকার শুভর মুখটা মনে পড়ে। পাড়ার দোকান থেকে কিছু আনার সময় শুভ প্রায়ই বায়না ধরত বেশি বাদামওয়ালা চানাচুরটা নিয়ে আসতে। ননীদার দোকানে কাচের বয়ামে থাকত সে চানাচুর। পাঁচ টাকায় ছোটো ঠোঙার খানিকটা ভরত। শুভ বাদাম বেছে বেছে তাকে দিত। সন্ধেবেলা মোটা মুড়ি সর্ষের তেল দিয়ে মাখা, তাতে এই চানাচুর দেওয়া।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাচের বয়ামে চানাচুর থাকে না। তার পরিবর্তে দামি কোম্পানির চানাচুরের প্যাকেট। অলকা খেয়ে দেখেছে দামি চানাচুরে সেই চানাচুরের স্বাদ পাওয়া যায় না।

গ্রামের দিকে আউটডোর শ্যুটিং থাকলে সে গাড়ি থামিয়ে গ্রামের দোকান থেকে বয়াম থেকে চানাচুর কিনে খায়। প্রোডাকশনে তার আলাদা সম্মান। দীপ্ত রায়ের ঘরের লোক বলে কথা। তাকে গাড়ি থেকে নামতে হয় না। ওরাই এনে দেয়।

আগের দিন শ্যুটিং ছিল না। বিরল দিনগুলোর মধ্যে একটা। মেগা সিরিয়ালে প্রায় রোজই কিছু না কিছু কাজ থেকেই যায়।

অভ্যাসমতো অনেক রাত অবধি জেগে ছিল অলকা। তবু ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল তার। বাইরে গরম হলেও ঘর এসির কল্যাণে হিমশীতল। রাতে কম্বল লাগে। আগের বাড়িতে অনেক কষ্টে একটা স্ট্যান্ড ফ্যান কেনা গেছিল। তাতেও গরম কমত না। ছটফট করতে হত বিছানায় শুয়ে।

অলকা কাচের জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছিল। অনেকেই হাঁটতে বেরিয়েছে। শহরের ঘুম ভাঙছে ধীরে ধীরে।

"না ঘুমালে ডার্ক সার্কেল সামলাতে পারবে?"

দীপ্ত ঘুমের ঘোরে কথাগুলো বলল।

অলকা বলল, "ঘুম ভেঙে গেল।"

দীপ্ত বলল, "কেন? দুঃস্বপ্ন দেখছিলে?"

অলকা বলল, "না। এমনিই।"

দীপ্ত বলল, "আজকে তোমায় কটায় বেরোতে হবে?"

অলকা বলল, "সন্ধে।"

দীপ্ত বলল, "ঘুমিয়ে পড়ো।"

অলকা বলল, "তুমি চা খাবে?"

দীপ্ত বলল, "না। তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি।"

অলকা বলল, "কী?"

দীপ্ত বলল, "রাগ করবে না তো?"

অলকা বলল, "না না, রাগ করার কী হল, বলো।"

দীপ্ত বলল, "তোমাকে বলতে ভুলে গেছিলাম। আজ সন্ধ্যায় আমাকে শিলিগুড়ি যেতে হবে। কালকেই চলে আসব।"

অলকা বলল, “ওহ। তা যাবে।”

দীপ্ত বলল, “ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়েই যাব। তারপর শ্যুটিংয়ের কথা মনে পড়ে গেল।”

অলকা বলল, “আমি গিয়েই বা কী করতাম। কী ব্যাপারে যাচ্ছ?”

দীপ্ত বলল, “একজন টাকা ঢালতে চায় একটা প্রোজেক্টে। ফিল্ম সিটি সহ আর কী সব বানাবে। ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। ওখানকার বিজনেসম্যান। তার সঙ্গেই মিট করতে যাব।”

অলকা বলল, “শিলিগুড়ি আমার মামাবাড়ি। ছোটোবেলা গরমের ছুটি পড়লেই যেতাম। এখন বোধহয় আমাকে দেখলে ...”

দীপ্ত উঠে বসল, “এক-দুটো বছর যেতে দাও। একটা ন্যাশনাল পাও, আর-একটু নাম যশ হোক, তারপর দেখবে শিলিগুড়ি কেন, আরও কত কত জায়গা থেকে তোমার কত মামা কাকা পিসি জন্ম নেবে। তোমাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পাগল হয়ে যাবে। তুমি বরকে ছেড়েছ, কার সঙ্গে শুচ্ছ, এগুলো কোনও কিছুই ম্যাটার করে না, সাকসেস ম্যাটারস।”

অলকা বলল, “আমি এখনও তোমার শোয়ার পার্টনার বলো?”

দীপ্ত অলকার হাত ধরে নিজের পাশে এনে বসাল, “তোমার কী মনে হয়? এখনও এই কথাগুলো মনে হয়?”

অলকা বলল, “কী জানি, ক্রীতদাসী হয়তো। মাঝে মাঝে যেসব ভাষা বলো।”
দীপ্ত বলল, “নিজের লোকেদেরই তো এরকম ভাষা বলা যায়, সন্দেহ করা যায়। সবাইকে কি এগুলো বলা যায়?”

দীপ্তর হাত অলকার শরীরে খেলা করছিল। অলকা ছাড়িয়ে নিল না।

বলল, “তোমরা কীভাবে কল্পনা করে নাও কারও সঙ্গে কথা বললেই মেয়েরা তার সঙ্গে শুয়ে পড়বে? ভাবো কীভাবে? আমি নাহয় নষ্ট মেয়ে, বাকি মেয়েদেরও তাই ভাবো না তোমরা?”

দীপ্তর অস্বস্তি হচ্ছিল, সে কাটাতে চাইল, “সকাল সকাল এসব কথা না বললে হয় না?”

অলকা বলল, “তুমি শুনতে চাও না সকাল সকাল এসব কথা?”

দীপ্ত বলল, "না, সকাল সকাল আদরের কথা বলতে হয়, তোমার শরীরের কথা বলতে হয়।"

অলকা বলল, "শরীরের কথা বলবে? আচ্ছা! তাহলে জেনে রাখো। শরীরে একজন নতুন কেউ আসছে, এইমাত্র দেখলাম, টেস্ট পজিটিভ।"

দীপ্ত চোখ ছোটো ছোটো করে অলকার দিকে তাকিয়ে থাকল।

৪

বাণী ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে দেখলেন বুবকা চুপচাপ বসে আছে। প্রীতিকা খাবার দিচ্ছিল। তিনি বললেন, "বুবকাকেও দিস।"
বুবকা বলল, "এখন খেতে ইচ্ছা করছে না। পরে খাব।"
প্রীতিকা বললেন, "কাল রাতেও তো কিছু খেলে না।"
বুবকা বলল, "খিদে পাচ্ছে না কী করব?"
বাণী বললেন, "বউদির সঙ্গে এভাবে কথা বলে না বুবকা।"
বুবকা মাথা নিচু করে বসে ছিল। সেভাবেই বলল, "সরি।"
বাণী প্রীতিকাকে ইশারা করলেন বুবকাকে খাবার দিতে। প্রীতিকা একটা স্যান্ডউইচ দিল বুবকার সামনের প্লেটে। বুবকা স্যান্ডউইচটা ধরে বসে থাকল।

বাণী বললেন, "তোমার কি খেতে ইচ্ছা করে না? বমি ভাব নেই তো? ডাক্তার সেনকে খবর দেব?"

বুবকা বাণীর দিকে তাকিয়ে স্যান্ডউইচে একবার কামড় দিয়ে সেটাকে প্লেটে রেখে বলল, "না। দরকার নেই।"

বাণী বললেন, "কোথায় কোথায় গিয়ে থাকো, ফোন তোলো না, তোমার কোনও খোঁজ খবর পাই না। এতদিন পরে বাড়ি এলে কাল। এভাবে ঠিক কী চাইছ তুমি?"

বুবকা হাসল। অনেকক্ষণ পরে। তারপর বলল, "আমিও তো বুঝলাম না বৈভবীকে যারা মারল তারা ঠিক কী চাইল!"

বাণী প্রীতিকার দিকে তাকালেন। প্রীতিকা অন্য ঘরে চলে গেল।

বাণী গলা নামিয়ে বললেন, "তুমি একটা অ্যাক্সিডেন্টের দায় বারবার আমার ঘাড়ে কেন ফেলছ বুবকা? আমি কেন এই কাজটা করব? হতে পারে তোমার সঙ্গে ওর রিলেশনে আমাদের ফ্যামিলিতে একটা এফেক্ট পড়ত, কিন্তু তা বলে এরকম কাজ করার কি সত্যি কোনও দরকার পড়ে আমার? বারবার তুমি একটা বাইরের মেয়ের সামনে সিন ক্রিয়েট করছ..."

বুবকা বাণীকে থামিয়ে বলল, "বাইরের লোক মানে? বউদি তো ঘরেরই লোক হয়।"

বাণী বললেন, "শুধু প্রীতিকার সামনে তো তুমি এগুলো বলছ না। গোটা পৃথিবীর লোককে এসব বলে বেড়াচ্ছ। তোমার মাকে দাদাকে তুমি এই চিনেছ? আমার আজকাল ভীষণ ডিপ্রেশন আসে বুবকা, এত পরিশ্রম সব বিফলে যাচ্ছে বলে মনে হয়।"

বুবকা বলল, "কেন? তোমার বড়ো ছেলে আছে তো! একার হাতে সব সামলাচ্ছে তো।"

বাণীর সামনে বুবকা বসে ছিল। বাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে বুবকার পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বললেন, "তুমিও ভালো করে জানো, আমিও ভালো করে জানি, তোমার দাদা এই লাইনের ছেলে নয়। ও পারছে না। একটা মেগা শুরু করল, ওকে আমি ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছিলাম, এখন কয়েকটা উইকেই সেটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। ওর চাকরি ছাড়ার ডিসিশনটা একটা ব্লান্ডার ছিল সেটা আমার থেকে ভালো করে কেউ বুঝতে পারছে না। দীপ্তরা সব একের পর এক নতুন প্রোডাকশন নামাচ্ছে। যে তিনটে মেগা এখন আমার চলছে সেগুলোও শেষ করতে হবে। তারপর? তুমি যদি প্রোডাকশন না দ্যাখো তাহলে কে দেখবে বুবকা?"

বুবকা বাণীর দিকে তাকাল না। স্যান্ডউইচটা হাতে নিয়ে আবার এক কামড় দিয়ে প্লেটে রেখে বলল, "বৈভবীকে মারল কারা?"

বাণী বুবকার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর বললেন, "তোমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে তোমার মা মার্ডার করাতে পারে?"

বুবকা বলল, "তুমি সব নাও জানতে পারো। সব কিছু তো স্ট্রেট লাইনে হয় না। ভিতরের গল্পটা আমি যতক্ষণ না জানতে পারছি ততক্ষণ তো কাউকেই বিশ্বাস করতে পারব না।"

বাণী বললেন, "তোমাকে আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, এভাবে কেরিয়ারটাকে নষ্ট কোরো না, যতক্ষণ না তুমি কাজের মধ্যে ডুবে যাবে ততক্ষণ যত উলটোপালটা চিন্তা তোমার মাথায় খেলে যাবে।"

বুবকা হঠাৎ করে উঠে পড়ল। বাণী বললেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

বুবকা বলল, "জানি না।"

বুবকা বেরিয়ে গেল।

বাণী মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। প্রীতিকা এসে বাণীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বাণী হতাশ গলায় বললেন, "চলে গেল।"

প্রীতিকা বলল, "ওর বিয়ে দিয়ে দাও মা।"

বাণী অবাক চোখে প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুই কি পাগল হয়ে গেলি? একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেব নাকি?"

প্রীতিকা বলল, "তিন্নির সংসারেই তো দেখলাম বখাটে ছেলে বউ আসার পর ভালো হয়ে গেল।"

বাণী বিরক্ত গলায় বললেন, "তুই আবার বাংলা সিরিয়াল কবে থেকে দেখছিস?"

প্রীতিকা অপ্রস্তুত হল, বলল, "মা দ্যাখে তো। বাড়ি থাকলে না চাইতেও দেখা হয়ে যেত।"

বাণী বললেন, "সিরিয়ালের সঙ্গে জীবন মেলে নাকি! আর সেসব মান্ধাতা আমলের ধারণা। এটা ফোর নাইনটি এইটের যুগ। নিয়ে এলাম একটা মেয়েকে, তারপর দিল ঠুকে একটা। হয়ে গেল।"

প্রীতিকা বলল, "গ্রামের মেয়ে নিয়ে এসো।"

বাণী বললেন, "তুই সিরিয়াসলি সিরিয়াল দেখা বন্ধ কর। এসব মাথাতেও আনিস না এখন। বুঝতে পারছিস একে বুবকা এভাবে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, আর-একটা মেয়ে এলে সমস্যাটা কোন জায়গায় চলে যেতে পারে?"

প্রীতিকা থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেল।

বাণী ফোন বের করে তথাগতকে ফোন করলেন। তথাগত ফোন ধরলেই বাণী বললেন, "তুমি কোথায় এখন?"

তথাগত বলল, "ফ্লোরেই আছি। আজ তো অনেকক্ষণের কাজ, কাল তোমায় বললাম না?"

বাণী বললেন, "বুবকা আবার চলে গেছে।"

তথাগত কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, "ওকে, দেখছি।"

বাণী বললেন, "আমি অফিস আসছি। অপেক্ষা করো।"

তথাগত বলল, "আচ্ছা।"

ফোনটা রেখে বাণী প্রীতিকাকে বললেন, "আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না। টিফিন করে দে। নিয়ে যাই।"

৫

অলকার যখন শ্যুট শেষ হল তখন রাত দেড়টা বাজে। গাড়িতে উঠে অলকা ব্যাগ থেকে ফোন বের করে দেখল দীপ্তর দুটো মিসড কল। দুটোই সাড়ে বারোটা নাগাদ।

কল ব্যাক করল সে। দীপ্ত ফোন তুলে বলল, "বিজি ছিলে?"

অলকা বলল, "শ্যুট ছিল তো। তুমি ফিরেছ?"

দীপ্ত বলল, "আমি ভেবেছিলাম স্টুডিও হয়ে ফিরব, কিন্তু খুব টায়ার্ড ছিলাম। হ্যাঁ, ফিরেছি খানিকক্ষণ হল।"

অলকা বলল, "আচ্ছা। বেশিক্ষণ লাগবে না, চলে এসেছি প্রায়।"

দীপ্ত হাসল, "এসো, একটা সারপ্রাইজ আছে তোমার জন্য।"

অলকা হাই তুলতে তুলতে বলল, "আবার একটা নেকলেস কিনে এনেছ?"

দীপ্ত বলল, "না না, সেসব না। এসো।"

অলকা বলল, "আচ্ছা। আসছি।"

ফোনটা রেখে অলকা জানলার কাচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

রাতের কলকাতা আর সকালের কলকাতার মধ্যে অনেক তফাত। একটা কাচের নিরাপত্তার আবরণীর মধ্যে থাকা আর বাইরে থাকার মধ্যে কতটা তফাত সেটা একটা মেয়ে না হলে বোঝা সম্ভব না। একটা রাস্তার ওপরে ঝলমলে পোশাক পরা মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকে। ট্যাক্সিতে কয়েকটা ছেলে। মেয়েটাকে ডাকল, মেয়েটা কেমন নেশাগ্রস্তের মতো হাসতে হাসতে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। কোন এক অজানা গন্তব্যে চলে যায় তারা।

অলকা রোজ দ্যাখে দৃশ্যগুলো। মন দিয়ে। শরীর কেনা বেচা কেমন অবলীলায় হয়ে যায়। মেকআপে ঢেকে থাকে মেয়েগুলোর অতীত, বাড়ির অবস্থা।

দীপ্ত ছুড়ে ফেলে দিলে কী করত সে? এই মেয়েগুলোরই একজন হয়ে যেতে হত তাকে। মাথাজোড়া অস্বস্তি মেঘের মতো এসে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করে তাকে প্রতিদিন।

বড়ো বড়ো শপিং মল, দোকানপাট, সব বন্ধ, শুধু বিজ্ঞাপনের আলো জ্বলছে। শহরের রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় কয়েকজন যুবকের বাইক, অলকা দেখতে পায় ছেলেগুলোর মধ্যে কী অদ্ভুত উন্মাদনা কাজ করে যায় প্রতিদিন। একে অপরকে হারানোর তীব্র নেশা, প্রবল গতিতে উল্লাস করতে করতে তাদের যাওয়া দেখতে দেখতে অলকার মনখারাপ হয়ে যায়। মেয়ে হয়ে জন্মানো বোধহয় একটা অভিশাপ। এটা কোরো না, সেটা কোরো না, ওখানে যেয়ো না, এখানে যেয়ো না, সন্ধের পরে তো বাইরে বেরোনোর প্রশ্নই নেই। নাচা যাবে না সবার সামনে, তা নাকি আসলে অঙ্গ প্রদর্শনী। অলকার মাঝে মাঝে জীবনের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য জন্মায়।

অ্যাপার্টমেন্টের লিফটে যখন উঠল তখন তার ঘুমে চোখ বুজে আসছিল। কোনওমতে ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে বেল বাজাল। দীপ্ত দরজা খুলল। সিগারেট খাচ্ছিল। অলকা জুতো খুলতে খুলতে বলল, “ঘুমিয়ে পড়েছিলে?”

দীপ্ত বলল, "নাহ।"

অলকা ড্রয়িং রুমে ঢুকে অবাক হল। একটা মেয়ে চুপচাপ বসে ছিল। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। সে অবাক চোখে দীপ্তর দিকে তাকাল। দীপ্ত বলল, "সারপ্রাইজ।"

অলকা মেয়েটাকে দেখল। কেমন একটা উগ্র সাজ, কিন্তু চোখ মুখে এক অদ্ভুত সারল্য খেলা করছে। সে দীপ্তকে বলল, "বুঝলাম না এখনও।"

দীপ্ত সিগারেটে একটা টান মেরে বলল, "তেমন কিছু না, ওর নাম রিমি, শিলিগুড়ি থেকে ওকে নিয়ে এসেছি। এখানে কদিন থাকবে।"

অলকা বলল, "থাকবে মানে?"

দীপ্ত হাসল, "ওই যে তোমায় বলেছিলাম না খুব প্রভাবশালী একজনের সঙ্গে মিটিং ছিল, তিনিই রিমিকে গিফট দিয়েছেন আমাকে কয়েকদিনের জন্য।"

অলকার মাথা কাজ করছিল না। সে বলল, "তাহলে আমি এখন কী করব? চলে যাব?"

দীপ্ত বলল, “তুমি চলে যাবে কেন? কদিন অন্য বেডরুমটায় শোবে। বা আমরা একটা খাটেই তিনজন শোব। খুব কষ্ট হবে?”

অলকা কয়েক সেকেন্ড দীপ্তর দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

দীপ্ত বলল, “চেঞ্জিং সেক্স পার্টনার ইজ নেসেসিটি অলকা। এর মধ্যে অবাক হবার কী আছে। তুমি আবার টিপিক্যাল বাঙালি বউদের মতো রিঅ্যাক্ট করছ কেন?”

অলকা সোফায় গিয়ে বসল মেয়েটার পাশে। মেয়েটা কী একটা পারফিউম দিয়েছে। গন্ধটা মিষ্টি। অলকা বলল, “তুমি কি এই একটা ড্রেস পরেই এসেছ?”

মেয়েটা বলল, “আমার আরও ড্রেস আছে।”

অলকা বলল, “আমার কিছু শাড়ি আছে, চাইলে পরতে পারো।”

মেয়েটা মাথা নাড়ল।

অলকা দীপ্তকে বলল, “আমি অন্য বেডরুমে শিফট করে যাচ্ছি।”

দীপ্ত কয়েক সেকেন্ড অলকার দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি রাগ করেছ?”

অলকা ম্লান হাসল, "রাগ করার অধিকার প্রসদের নেই। আমারই ভুল ছিল। অনেকদিন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি প্রস আমি প্রস বলা হয়নি। খুব ভুল করে ফেলেছি। তাহলে এখন এই শকটা লাগত না হয়তো।"

দীপ্ত বলল, "তুমি আবার সেই বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট আঁকড়ে বসে আছ?"

অলকা বলল, "খিদে পেয়েছে। খেয়ে নিই। তুমি খেয়ে এসেছ?"

দীপ্ত বলল, "না। রিমিও খাবে কিন্তু।"

অলকা উঠল, "হয়ে যাবে।"

অলকার হাসি কান্না কিছুই পাচ্ছিল না। সে রোবটের মতো খাবার সার্ভ করছিল। মেয়েটা কেমন ভয় ভয় চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

অলকার হঠাৎ মেয়েটার জন্য এক অদ্ভুত মায়া হল। কেন হল, সে নিজেও বলতে পারবে না হয়তো।

৬

খাসির চর্বি আনা হয়েছে। সেটাকে ঝাল ঝাল করে পেঁয়াজ দিয়ে বড়া বানানো চলছে। এক-একটা ইনস্টলমেন্টে চারটে করে বড়া দিয়ে যাচ্ছে শেফালি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পিকলু পেগ বানাচ্ছে। ওল্ড মংক। একটা সাড়ে সাতশোর বোতল আনা হয়েছে। সেটা থেকে একটু একটু করে মদ ঢেলে দিচ্ছে সে।

বুবকা চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। শুভ পিকলুর চৌকিতে টানটান হয়ে শুয়ে আছে। টিভিতে বাংলা সিনেমার গান চলছে। বুবকা মাঝে মাঝে সেদিকে তাকাচ্ছে আর বিড়বিড় করে গালাগাল করছে।

ঘরটা ছোটো। পাশেই রান্নাঘর। খানিকক্ষণ পরে খাসির মাংস বসবে।

শুভ বলল, "কে খাওয়াচ্ছে আমায় আমিই জানি না। পিকলু তোর খাতায় কত টাকা হল বল তো?"

পিকলু বলল, "তুই খা ভাই। কেন এসব কথা তুলিস। বুবকাদা যতদিন আছে, এই ঠেকে টাকার অভাব নেই।"

শুভ বলল, "বুবকাদা, আপনি আমার সেলাম নেবেন। উইথ সংগ্রামী অভিনন্দন।"

বুবকা বলল, "ওরকম শুয়ে না থেকে বসে খাও না। এভাবে জমে নাকি?"

শুভ বলল, "কী করব গুরু, মদ খেলেই আমার হেব্বি ঘুম পায়। কিছুতেই জেগে থাকতে ইচ্ছা করে না।"

বুবকা বলল, "তুমি শালা আমার মতোই মরা মাল। বেঁচে থাকলেও হয় না থাকলেও হয়।"

শুভ বলল, "তা যা বলেছ। আমার বউ দীপ্ত রায় তুলে নিয়ে গেছে আর তোমার বউ মরেই গেছে।"

পিকলু শুভকে ইশারায় এই নিয়ে কিছু বলতে বারণ করল, শুভ তাতে রেগে গিয়ে বলল, "তুই আবার আমাকে ইশারা করছিস কেন ভাই? মালের ঠেকে আবার সেন্সর বসাবি নাকি? তুই জানিস বউ চলে যাবার পর আমার বাড়িতে কী অশান্তি রোজ! রাস্তায় বেরোতে পারি না, পাড়ায় কোথাও যেতে পারি না। সব বানচোদ এমনভাবে আমার দিকে তাকায় মনে হয় পায়ের জুতো খুলে মারি সবকটাকে। বাঁড়া বউ সামলাতে পারি না, সবাই সন্দেহের দৃষ্টিতে পারলে আমার বাঁড়াটাকে পরীক্ষা করে। বউকে ঠান্ডা করতে পারে না নিশ্চয়ই যন্তরটা!"

পিকলু সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "আহ, কী সব বলছিস ভাই।"

বুবকা চর্বির বড়া খেতে খেতে হাত দিয়ে পিকলুকে ঠেকাল, "ওকে বলতে দে। বললে কষ্ট কমে।"

শুভ উঠে বসল, "কী বললে? কষ্ট? কষ্ট কোথায়? ও খানকি গেছে, আমার কোনও কষ্ট নেই। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সারাদিন খুব গরমের পর বৃষ্টি নামলে মনটা ওর জন্য খারাপ হয় বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তখন তো পিকলুর থেকে টাকা ধার নিয়ে ওই নেপালি মেয়েটার কাছে চলে যাই। কিন্তু ভাবো, কত বড়ো অপমান! বাঁড়া বর আছে ওদিকে মাগি অন্য লোককে লাগাতে চলে যাচ্ছে!"

শেফালি বড়া নিয়ে এসেছিল। শুভ ঠোঁটে আঙুল দিল। শেফালি বড়াগুলো প্লেটে ঢালতে ঢালতে বলল, "শুভদা, তুমি বরং একটা বিয়ে করে নাও। এভাবে একা একা কতদিন ঘুরবে বলো তো?"

শুভ বলল, "কে বিয়ে করবে আমায় বউদি? চাকরি নেই বাকরি নেই, নিজের খাওয়া জোটানোর ক্ষমতা নেই। বউয়ের টাকায় খেতাম। আমায় কেউ মেয়েও দেবে না, কোনও মেয়ে বিয়েও করবে না।"

শেফালি বলল, "এ কেমন কথা বল তো! পুরুষমানুষ, এত পরের উপর তাকিয়ে থাকলে চলে? কত দিন লাগবে তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে?"

শুভ হাসতে লাগল। হাসিটা সুস্থ মানুষের নয়। হাসতে হাসতে বলল, "পা ভেঙে গেছে আমার। নিজের পায়ে আর দাঁড়ানো হবে না।"

শেফালি রান্নাঘরে চলে গেল। শুভ বলল, "ভাই পিকলু, ওই টিভিটা বন্ধ কর তো। এই টিভিটাই সব কিছু খেয়ে নিচ্ছে। মানুষের ঘর সংসার সব খেয়ে নিল হারামজাদা।"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ বন্ধ করে দে। ও চলার দরকার নেই। আমারও বিরক্ত লাগছে।"

পিকলু টিভি বন্ধ করে দিল। শুভ বলল, "বুবকাদা, তুমি বরং একটা বিয়ে করে নাও।"

বুবকা শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, "বিয়ে করে কী করব?"

শুভ বলল, "কেন? সংসার করবে! তোমার কী গেছে? কিছুই যায়নি। মেয়ে আসে, মেয়ে যায়। এই বয়সে ওইসব ভাবলে হবে বলো?"

বুবকা কিছুক্ষণ জ্বলন্ত চোখে শুভর দিকে তাকিয়ে থাকল। কয়েক সেকেন্ড পর তার দৃষ্টি নরম হয়ে এল। পিকলু ভয়ে ভয়ে বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর কথায় কিছু মনে কোরো না গুরু, খ্যাপা তো একটা।"

বুবকা হাসল, "সবাই আমাকে জ্ঞান দেবার সময় এই একই কথা বলে কেন?"

শুভ বলল, "কথাটা সত্যি বলে। আমি তো তোমার জায়গায় থাকলে বিয়ে করে নিতাম।"

বুবকা বলল, “আমি যদি তোমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দি, পেট চালানোর ব্যবস্থা করে দি, তাহলে তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করবে?”

শুভ চোখ পিটপিট করে বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, “এই তো কঠিন প্রশ্ন করে দিলে।”

বুবকা গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, “বলো বলো, কঠিন প্রশ্ন কেন হবে। সোজা প্রশ্ন তো। সলিউশনটা তো তুমিই বলেছিলে ভুলে গেলে?”

শুভ বলল, “আমি যেদিন ওই দীপ্ত রায়ের মাথা ফাটাব, শুয়োরের বাচ্চাকে ধরে রাস্তায় ফেলে গাঁড় ক্যালানি দেব, তারপর আমার শান্তি হবে। তার আগে না।”

বুবকা বলল, “আহ, তুমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছ তো। প্রশ্নটা তো এটা ছিল না। শুধু বলো বিয়ে করবে, না করবে না?”

শুভ কয়েক সেকেন্ড বুবকার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, “তুমি গুরু জাতে মাতাল তালে ঠিক। একদম যন্তর পিস আছ।”

বুবকা বলল, “করবে না করবে না?”

শুভ বলল, “ভেবেছিলাম ওর গয়নাগুলো বিক্রি করব। রোজ আলমারি খুলি, মনে পড়ে যায় কোথাও বিয়েবাড়ি থাকলে কী যত্ন করে সেগুলো পরত। আবার লকারে রেখে দি সেগুলো। চুরি হয়ে যাক বরং। আমি আর ওগুলো বিক্রি করতে পারব না!”

বুবকা হাসতে হাসতে উঠল। পিকলু অবাক হয়ে বলল, “কোথায় যাচ্ছ? মাংস খেয়ে যাবে না?”

বুবকা বলল, “আগে যাবার জায়গা ছিল। এখন নিজেই জানি না কোথায় যাব!”

৭

নতুন সিরিয়ালের প্লট খোঁজা হচ্ছে। একজন নতুন গল্পকার সম্প্রতি রিক্রুট হয়েছে। তথাগত তার সঙ্গে বসেছে। অফিসে তার একটা চেম্বার হয়েছে।

ছেলেটা নতুন এসেছে লাইনে। তথাগত বলল, "তাহলে তুমি পারিবারিক গল্প ভাবছ না?"

ছেলেটা বলল, "না। পারিবারিক গল্প বা এই লাইনের বাইরে নতুন কিছু ভাবলে হয়তো ব্যাপারটা ভালো দাঁড়াবে। একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে এই ডেইলি সোপের গল্পগুলো।"

তথাগত উৎসাহিত হল, "কেমন লাইনে ভাবছ একটু বলো তো।"

ছেলেটা বলল, "আমি একটু ইংলিশ টিভি সিরিজগুলোর থেকে ইনস্পিরেশন নিয়ে নতুন কিছু কাজ করার কথা ভাবছি।"

তথাগত চোখ বড়ো বড়ো করল, "গেম অফ থ্রোনস?"

ছেলেটা হাসল, "না না, খেপেছেন? লোক হাসাতে কে চায়? আমি ভাবছি ধরুন টু অ্যান্ড হাফ মেন সিরিজটা। বিপত্নীক বাবার সঙ্গে থাকে ছেলে, আর কাকা। বাবা, কাকার দুজনেরই ছুকছুক আছে। এদিকে ছেলেও ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। এই কনসেপ্টে গল্পটা এগোবে।"

তথাগতর মুখে হাসি ফুটল, "সাউন্ডস রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। আমার বেশ ভালো লাগছে। তুমি একটা পার্ট আমাকে লিখে দেখাতে পারবে?"

ছেলেটা মোবাইল বের করে বলল, "বলছি।"

তথাগত বলল, "হ্যাঁ বলো।"

দরজায় কে নক করল। তথাগত বলল, “কে?”

তরুণ দাস। ডিরেক্টর। তথাগত খুশি হল, “ওহ, কাকু, ভালো সময়ে এসেছ। বসো বসো, একটা নতুন গল্প শোনো।”

তরুণবাবু ছেলেটিকে দেখতে দেখতে বসলেন। তথাগত বলল, “দ্যাখো কাকু, অনেক তো ফ্যামিলি ড্রামা হল। ওর নাম দীপ্তানুজ, একটা দারুণ আইডিয়া নিয়ে এসেছে। বলছে অনেক তো ফ্যামিলি ড্রামা হল, এবার নতুন কিছু হোক।”

তরুণ বললেন, “নতুন কিছু মানে?”

তথাগত বলল, “মানে ফ্যামিলি না। ধরো এই যে ও যে কনসেপ্টটা বলছে। একজন বিপত্নীক বাবা এবং তার ছেলে, ভদ্রলোকের ভাই, এই নিয়ে একটা পরিবার। এবার বাবা কাকা দুজনে প্রেমে পড়বে, ছেলে সেই প্রেমগুলোর বারোটা বাজাবে, এরকম কনসেপ্টে একটা সিরিজ চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে।”

তরুণ ছেলেটার দিকে একবার, তথাগতর দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, “ফ্যামিলি এস্টাব্লিশ না করতে পারলে বাঙালি মা বোন ওই জিনিস দেখবেই না। মনে রেখো আমাদের দর্শক ওরাই। ওই একই মেলোড্রামার বাইরে যখনই তুমি যাবে, তারা চ্যানেল ঘুরিয়ে দেবে। কত সিরিয়াল চলে রোজ। ওই একই সময়। তারা কেন তোমার চ্যানেল দেখবে?”

তথাগত বলল, “দেখবে মানে? আমরা তো একই জিনিস দেখিয়ে দেখিয়ে তাদেরও হেজিয়ে দিচ্ছি। চেষ্টা তো একটা করতেই পারি।”

তরুণ বললেন, "চেষ্টা করতে গিয়ে মার্কেটটা যদি হাত থেকে চলে যায়? কই, বাকি কোনও প্রোডাকশন হাউজ কি এই চেষ্টা করছে? দীপ্ত রায় এখন তোমার মতো রিস্ক নেবে? মনে তো হয় না!"

তথাগত বলল, "যদি হিট করে যায়? তখন?"

তরুণ মাথা নাড়লেন, "কিছুতেই হিট করবে না। পাবলিক ওই প্যানপ্যানানিই খাবে। চেষ্টা তো একটা হয়েছিল কমেডি শো-র। তুমি তো নতুন কিছু করছ না। দাঁড়াল কই? এক মাসও চালানো গেল না। কেউ দেখলও না। মানুষ যতক্ষণ না নিজের সঙ্গে রিলেট করতে পারে, ততক্ষণ সে জিনিস দ্যাখে না। কারা তোমার দর্শক সেটা তো তোমাকে আগে ঠিক করতে হবে।"

তথাগত বলল, "অন্য সময় দেখাব। ধরো রাত দশটায়। বাড়ির সবাই মিলে টিভির সামনে তখন।"

তরুণ হাসলেন, "তুমি চাইলেই যে-কোনো সময় স্লট পেয়ে যাবে?"

তথাগত আমতা আমতা করতে করতে বলল, "চেষ্টা করব।"

তরুণ বললেন, "তোমার মার সঙ্গে কথা বলো বুঝলে? এখন এসব রিস্ক নিতে যেয়ো না। সেই একই গল্প, বাড়িতে বিয়ে করে নিয়ে এসেছে আর দেওর ননদ সব চেষ্টা করছে সে রান্না নষ্ট করতে, ওই গল্পই চালিয়ে যাবার গল্প লিখতে বলো। আমারও বোর লাগে, আমারও বিরক্তি আসে। কিন্তু আমিও জানি, ওর বাইরে গেলেই হাতের রিমোটটি নিয়ে ঠিক চ্যানেল চেঞ্জ করে দেবে দর্শক। আচ্ছা আমি যাই, ফ্লোর রেডি হয়ে গেছে এতক্ষণে।"

তরুণ আর বসলেন না। তথাগত তরুণের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল গম্ভীর মুখে।

৮

অলকার ঘুম ভাঙল দীপ্ত দরজা নক করার পর। তখন সকাল নটা বেজে গেছে। অনেকদিন একা শোয়ার অনভ্যাসে প্রথম দিকে ঘুম আসছিল না। শেষরাতে ঘুম এল। ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেখল দীপ্ত বাইরে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অলকা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। আফটারশেভ লোশনের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। দীপ্ত ঘরে ঢুকে বলল, “দিস রুম নিডস প্রপার ক্লিনিং। অনেক দিন আসা হয় না।”

অলকা বলল, “করে নেব। তুমি কোথায় যাচ্ছ?”

দীপ্ত বলল, “আমাকে এখনই সল্টলেক যেতে হবে। একটা মিটিং আছে। তুমি কখন বেরোবে?”

অলকা বলল, “বিকেলে।”

দীপ্ত এসে অলকাকে জড়িয়ে কানে কানে বলল, “দ্যাট গার্ল ইজ গুড, বাট নট অ্যাজ গুড অ্যাজ ইউ। ইউ আর দ্য বেস্ট।”

অলকা দীপ্তকে ছাড়িয়ে নিল না। সে বলল, "জানি। আই অ্যাম দ্য বেস্ট প্রস ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি। তাই না?"

দীপ্ত অলকাকে ছেড়ে দিল। বলল, "একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। ক্লিনিক ঠিক হয়ে গেছে। ডাক্তারও। মেডিসিনে অ্যাবর্ট করা যায় নাকি প্রথমে দেখা যাবে। নইলে ছোট্ট একটা প্রসেস। একটু কষ্ট হবে। একদিনে ফিট হয়ে যাবে।"

অলকা দীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা। বোলো কবে যেতে হবে। কত সহজ সবকিছু, বলো?"

দীপ্ত অলকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "এলাম। তুমি যখন শ্যুটে বেরোবে সে সময়টা রিমি ফ্ল্যাটেই থাকবে। তালা দিয়ে যাবার দরকার নেই।"

দীপ্ত বেরিয়ে গেল।

অলকা ঘর থেকে বেরোল। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করল। একটু ইতস্তত করে দীপ্তর বেডরুমে ঢুকল।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ঘরটাকে হিমশীতল করে রেখেছে। মেয়েটা ঘুমাচ্ছে চাদর মুড়ি দিয়ে। মাঝে মাঝে শিউরে শিউরে উঠছে। অলকা এসির তাপমাত্রা বাড়াল। মেয়েটার

ঘুম ভেঙে গেল। তাকে দেখে প্রথম কথা বলল, “তোমাকে না আমি চিনি। সিরিয়ালে দেখেছি।”

অলকা হাসল, “রাতে ঘুম হয়নি?”

রিমি উঠে বসে আবিষ্কার করল সে কিছু পরে নেই। অলকা দেখল মেঝেতে মেয়েটার সব পোশাক পড়ে আছে। সে কুড়িয়ে নিয়ে মেয়েটাকে দিল। রিমি কোনওমতে ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে বলল, “শেষরাতের দিকে ঘুমাতে পারলাম।”

অলকা বলল, “তুমি ঘুমের ঘোরে শিউরে উঠছিলে কেন?”

রিমি অবাক হয়ে বলল, “শিউরে উঠছিলাম?”

অলকা বলল, “হ্যাঁ।”

রিমি জানলার বাইরে তাকাল, “একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। একটা ঘরে আমাকে জোর করে তিন-চারজন ঢুকিয়ে দিল... স্বপ্ন না অবশ্য, এখন ওই সব কিছুই স্বপ্নে ফিরে আসে রোজ।”

অলকা বলল, “কী হয়েছিল তোমার?”

রিমি অনির্বাণের ঘটনাটা জানাল। অলকা বলল, “তোমার বাড়ি কলকাতাতেই?”

রিমি মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ।”

অলকা বলল, “বাড়ি গেছিলে?”

রিমি বলল, “হ্যাঁ। অনেক কষ্টে ফিরেছিলাম। মা কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দিল না।”

অলকা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “মেয়েদের কোনও বাড়ি নেই। বাড়ি হয় না। তোমাকে কি রোজই কারও না কারও সঙ্গে শুতে হয়?”

রিমি হাসল, “এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাকেও শুতে হয়?”

অলকা রিমির দিকে তাকাল। রিমির মুখটা কেমন সহজ সরল। সে বলল, “এখনও হয়নি। হবে হয়তো। ওই যে বললাম না, মেয়েদের কোনও ঘর হয় না।”

রিমি বলল, “তুমি এখানে থাকো?”

অলকা বলল, “আপাতত।”

রিমি বলল, "আমাকে রুবেলদা বলেছে ইনি নাকি বিরাট ক্ষমতাবান লোক। ইনি কি কোনও নেতা?"

অলকা হাসল, "ক্ষমতাবান হবার জন্য সবসময় নেতা হবার দরকার পড়ে না। অনেকে অনেকভাবেই ক্ষমতাবান হতে পারে। রুবেলদা কে?"

রিমি বলল, "দালাল। এই ভদ্রলোক যেখানে গেছিলেন আমি সেখানে ছিলাম। ওখান থেকেই আমাকে নাকি ওঁকে গিফট করা হয়। কতদিন কলকাতায় থাকতে হয় কে জানে। আমার কলকাতায় থাকতে ভালো লাগে না। এখানে থাকলেই শুধু বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে। কতবার হয়েছে বারবার বাড়ির সামনে দিয়ে ট্যাক্সি করে গেছি কিন্তু গাড়ি থেকে নামতে পারিনি।"

অলকা বলল, "বাড়ি গিয়ে কী করবে?"

রিমি বলল, "ছোটোবেলায় যখন কোথাও বেড়াতে যেতাম, প্রথম প্রথম ভীষণ উৎসাহ নিয়ে যেতাম। তারপর যত দিন এগোতে থাকত, বাড়ির জন্য ভীষণ মনখারাপ শুরু হত। শুধু ভাবতাম কখন গিয়ে নিজের ঘরে পৌঁছোতে পারব। এখন সেই ঘরটাই নেই।"

অলকা বলল, "ছেলেটার সঙ্গে কোনও দিন দেখা হয়েছিল?"

রিমি বলল, “হ্যাঁ। দার্জিলিং গেছি এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে। ষাটের ওপর বয়স। মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি একা একা ঘুরছি, হঠাৎ ম্যালে দেখা। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর যা একটা দৌড় দিল, আমি কোনও দিন ভুলব না।”

রিমি হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতেই কেঁদে দিল।

অলকা রিমির কাছে গিয়ে ওর হাত ধরল, “চলো খেয়ে নেবে। কেঁদো না। যার তার জন্য চোখের জল নষ্ট করতে নেই।”

৯

বাণী অফিসে এসে ফ্লোরে যাবার জন্য বেরোচ্ছিলেন। তথাগত এসে বলল, “একটু কথা আছে।”

বাণী বললেন, “চলো। ফ্লোরে যেতে যেতে শোনা যাক।”

তথাগত বলল, “এখানে বলে নিই।”

বাণী দেখলেন তথাগতর মুখ থমথমে। বললেন, “কী হল? আবার কিছু হয়েছে নাকি? বুবকার খোঁজ পেয়েছ?”

তথাগত বলল, “না, বুবকা রিলেটেড না।”

বাণী বললেন, “বুবকার খোঁজ পেয়েছ?”

তথাগত মুখ কুঁচকাল, “হ্যাঁ, কোন এক বস্তিতে মদ খেয়ে পড়ে আছে।”

বাণী বললেন, “ওকে বাড়ি আনার কী ব্যবস্থা করেছ?”

তথাগত বলল, “কীভাবে বাড়ি আনব ওকে? এখন একটু ডিস্টার্বড আছে। আবার নেশা কাটলেই চলে আসবে!”

বাণী বললেন, “ওর কাছে টাকা আছে তো?”

তথাগত অবাক হয়ে বলল, “টাকা দিয়ে কী করবে ওকে? যত টাকা দেবে মদ খেয়ে উড়িয়ে দেবে।”

বাণী ঠান্ডা গলায় বললেন, “উড়াক, ওর যেন টাকার সমস্যা না হয়।”

তথাগত বলল, “কী যে বলো আমি বুঝতে পারি না মাঝে মাঝে।”

বাণী বললেন, “বুঝতে হবে না। তোমার কথা হয়ে গেছে? আর কিছু বলবে?”

তথাগত বলল, “আমি তো বুবকাকে নিয়ে কিছু বলতে ডাকিনি তোমায়।”

বাণী বললেন, “তবে? কী ব্যাপারে ডাকলে?”

তথাগত বলল, “দীপ্তানুজকে চেনো তো! যাকে রিক্রুট করা হল।”

বাণী বললেন, “হ্যাঁ। কী হল ওর?”

তথাগত বলল, “ও একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছিল।”

বাণী বললেন, “ভালো তো তরুণকে শোনাও।”

তথাগত বলল, “সেটা বলতেই তো গেলাম। আমার মনে হয় ওঁকে এবার রিপ্লেস করার সময় হয়ে এসেছে।”

বাণী বললেন, “কাকে? দীপ্তানুজকে?”

তথাগত একটু ইতস্তত করে বলল, “না। তরুণ কাকাকে।”

বাণী কয়েক সেকেন্ড তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি বুঝতে পারছ তুমি কী বলছ? এই সময়ের সবথেকে সফল মেগা ডিরেক্টরকে রিপ্লেস করার কথা বলছ? তুমি কি ভেবেছ ওঁর কাজের অভাব হবে? দীপ্ত রায় তো লুফে নেবে।”

তথাগত অধৈর্য গলায় বলল, “নিক না লুফে। লুফে নিক। কী হবে? সেই তো একই বোরিং সিরিয়াল আর একইভাবে সব চালিয়ে যাচ্ছে। কোনও ক্রিয়েটিভিটি নেই, কিচ্ছু নেই। দ্যাখো না, আমি তো ভেবেই রেখেছি, একদম ফ্রেশ ব্লাড নিয়ে আসব।”

বাণী ঠান্ডা গলায় বললেন, “তুমি আগে প্রসেসটা বোঝার চেষ্টা করো। শুরুতেই সব চেঞ্জ করার কথা ভেবো না।”

তথাগত বলল, “আর কদিন লাগবে বুঝতে? ছমাস হল তো!”

বাণী বললেন, “ষোলো বছরে আমি এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না আর তুমি ছমাসেই শিখে যাবে?”

তথাগত বলল, “কেন পারব না? আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, এমবিএ-ও করেছি। তোমাদের আগে ধরতে পারব এটাই তো ন্যাচারাল, তাই না?”

বাণী কয়েক সেকেন্ড তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাহ। তা নিজে থেকে একটা কিছু সেট আপ করার চেষ্টা করলেই তো পারতে। একটা অলরেডি এস্টাব্লিশড এস্টাব্লিশমেন্টকে এদিক সেদিক করার জন্য তো ইঞ্জিনিয়ারিং বা ম্যানেজমেন্ট না পড়লেও হয়।"

তথাগত বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না, তরুণকাকা খুব কনজারভেটিভ মাইন্ডেড লোক। ওঁকে দিয়ে হবে না।"

বাণী বললেন, "আমি সব বুঝতে পারছি। এতদিন ওঁকে দিয়েই তো হয়ে এসেছে। আমি কতটা দেখি? আজ ভেলভেট পিকচারস যে জায়গায় এসেছে তা উনি ছিলেন বলেই। জায়গাটা ধরে রাখতে শেখো।"

তথাগতর জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। সে আর কিছু বলছিল না।

বাণী বললেন, "তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে?"

তথাগত মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

বাণী বললেন, "আগে সবকিছু শেখো। স্ক্রিপ্ট রাইটিং থেকে লাইট, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যা যা লাগে। তারপর পরের ধাপ ভাবো। তোমার থেকে আমি অনেক ঠান্ডা মাথা এক্সপেক্ট করেছিলাম। তুমি যে কাজগুলো এখন করছ সেগুলো তো বুবকা করত। তুমি হঠাৎ করে ওর মতো বিহেভ করছ কেন? ফিলিং আনকমফরটেবল? এখন কি চাকরি ছাড়ার জন্য মনখারাপ লাগছে? যাই হোক, যা করবে ভেবে করবে। ঠান্ডা মাথায় করবে। আমি এলাম।"

বাণী বেরোলেন।

তথাগত গম্ভীর মুখে বসে রইল।

১০

"খুব মাথা ধরেছে, কী করা যায়?"

"গেলো আরও। গিলে যাও।"

"কী করব? অভ্যাস হয়ে গেছে কেমন একটা। তোমাকে আদর করাটাও যেমন একটা অভ্যাস।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। এসো। এখানে শোও। মাথা টিপে দিচ্ছি।"

"এটাই তো চেয়েছিলাম। এর জন্যই মনে হয় আরও আরও মদ খেয়ে তোমার কাছে আসি।"

"বেশি শয়তানি করলে কিন্তু মাথার জায়গায় গলাটা টিপে দেব, বুঝলে?"

“তাই দাও। তোমার হাতে মৃত্যুও সুন্দর।”

“পাগল।”

কে একজন ডাকছে। বুবকার ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ খুলে বুঝল এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল।

শেফালি তাকে ডাকছিল।

সে বিরক্ত গলায় বলল, “ডাকাডাকি শুরু করলে কেন হঠাৎ করে? কী হল?”

শেফালি বলল, “কে এসেছে দ্যাখো।”

শেফালির গলা সন্ত্রস্ত।

বুবকা উঠল। বলল, “কে এসেছে? এই ঘরে নিয়ে এসো।”

শেফালি বলল, “বাইরে যাও।”

বুবকা বলল, “আরে আনো তো। কিচ্ছু হবে না।”

শেফালি বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পরে বাণী ঢুকলেন। বাণীর পিছনে ইদ্রিশ দাঁড়িয়ে।

বুবকা অবাক হয়ে বলল, “যাব্বাবা। তুমি এখানে কেন এলে?”

বাণী পিকলুর ঘরটা দেখছিলেন। খাটের একদিকে শুভ নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিল। বুবকা উঠে বসে আছে। ঘরের এক কোণে ফাঁকা মদের বোতল। ঘরময় সিগারেট, মদ আর মাংসের গন্ধ। বাণী সবটা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুবকাকে বললেন, “তোমাকে নিতে এলাম।”

বুবকা বলল, “সে তো একটা ফোন করলেই হত। এখানে আসার কী দরকার ছিল?”

বাণী বললেন, “দেখতে এলাম বাড়ি না গিয়ে তুমি কোথায় কোথায় পড়ে থাকো।”

বুবকা ঘড়ি দেখল। রাত দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। বলল, “স্টুডিও থেকে এলে?”

বাণী বললেন, "হ্যাঁ।"

বুবকা বলল, "এ জায়গার সন্ধান তোমায় কে দিল? দাদার খোচর?"

ইদ্রিশ কথাটা শুনে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাণী সেদিকে না তাকিয়েই বললেন, "ধরে নাও তাই।"

বুবকা বলল, "বাহ। সকাল বিকেল আমাকেই নজর রেখে চলেছে সব। নিজেকে ভিআইপি মনে হচ্ছে তো।"

বাণী বললেন, "এখানেই সব কথা বলবে? তুমি কি চাও এখানে আমি বেশিক্ষণ থাকি? বাড়ি চলো।"

বুবকা বলল, "আমি কোথায় থাকি দেখতে যখন এসেছ তখন থাকতে সমস্যা কী?"

বাণী বললেন, "কোনও সমস্যা নেই। তুমি ভুলে গেছ আমরা একসময় কোথায় কীভাবে থাকতাম?"

বুবকা বলল, "কেন ভুলব? আমার তো মনে হয় তোমরাই সব ভুলে গেছ।"

বাণী বললেন, "আমার স্মৃতিশক্তি অতটা খারাপ না বুবকা। তুমি বরং সেটা মনে করে দেখো।"

বুবকা বলল, "তুমি কি সেই বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছ?"

বাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেই বাড়িতে যদি যাওয়া যেত তাহলে হয়তো আমিও সেখানেই ফিরে যেতাম।"

বুবকা উঠল, "চলো, বাড়িই যাই। নিতে এসেছ এটাই বিরাট ব্যাপার।"

বুবকা খাট থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। বাণী এগিয়ে এসে বুবকাকে ধরলেন।

বুবকা বাধা দিল, “ধরতে হবে না। পড়তে পড়তে ওঠার অভ্যাস হয়ে গেছে কাউকে ছাড়াই।”

পিকলু এসে গেছিল, বাণীকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল। বুবকা বলল, “আসছি ভাই। পরে আবার আসব।”

বাণী পিকলুকে দেখলেন। কিছু বললেন না।

পিকলুদের বস্তি থেকে বেরিয়ে বেশ খানিকটা রাস্তা হাঁটতে হয়। পিকলু গোটা পথ তাদের সঙ্গে এল। তারা গাড়িতে উঠলে গাড়ি স্টার্ট দিল।

বুবকা বলল, “তুমি শুধুই দেখতে এসেছিলে আমি কোথায় পড়ে থাকি?”

বাণী বললেন, “আরও একটা কারণ আছে।”

বুবকা বলল, “কী? সেটাই তো জানতে চাইছি।”

বাণী বললেন, “সিপির সঙ্গে দেখা করেছি আমি। স্পেশাল রিকোয়েস্ট করেছি বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টটার যেন নতুন করে ইনভেস্টিগেশন হয়।”

বুবকা বলল, “হঠাৎ? এত তৎপরতা? কেন?”

বাণী বললেন, “তুমি আমার ছেলে বলে।”

বুবকা বলল, “হঠাৎ করে বেশি কনসার্ন দেখালে বুঝতে হয় কিছু না কিছু ব্যাপার আছে, তাই না?”

বাণী বললেন, “বেশি কনসার্ন না দেখালে সমস্যাটা বাড়ছে যে, সেটা মেনে নি কী করে?”

বুবকা বলল, “এতদিন পরে তোমার হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্টটা নিয়ে সন্দেহ হচ্ছে কেন?”

বাণী বললেন, “তোমার হচ্ছে বলে।”

বুবকা বলল, "এর বিনিময়ে আমাকে কী করতে হবে?"

বাণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "কাল থেকে অফিসে আসতে হবে। ফ্লোরের কাজ দেখতে হবে। এবং আমাদের আপকামিং মেগায় লিড রোল করতে হবে।"

বুবকা উত্তর দিল না। চুপ করে থাকল।

১১

"কত দিন পর আমরা বাইরে বেরোলাম?"

প্রীতিকা ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করল।

তথাগত অর্ডার দিচ্ছিল। ওয়েটার চলে যেতে বলল, "ভুলে গেছি।"

প্রীতিকা বলল, "সবই ভুলে যাচ্ছ বোধহয়। তারপর, চাকরি ছাড়ার পর কেমন লাগছে মিস্টার মিত্র?"

তথাগত মুখ বিকৃত করল, "জঘন্য। মনে হচ্ছে বিরাট একটা ভুল করে ফেললাম, মার পাশে থাকার মতো এখানে অনেক লোক আছে। ক্রাউড বাড়ানো ছাড়া কিছুই করলাম না মনে হচ্ছে।"

প্রীতিকা একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে বলল, "তরুণ দাস?"

তথাগত অবাক হল, "তুমি কী করে জানো?"

প্রীতিকা বলল, "শুনেছি অনেক কিছু।"

তথাগত বলল, "শুনেছ মানে? কী শুনেছ?"

প্রীতিকা বলল, "তোমার শুনতে ভালো লাগবে না, কী দরকার শুনে? বাদ দাও।"

তথাগত বলল, "কেন ভালো লাগবে না? আর ভালো না লাগার মতো কী থাকতে পারে যেটা আমি জানি না?"

প্রীতিকা বলল, "নাহ। তোমার শুনে কাজ নেই। একটা স্কচ নাও তো।"

তথাগত বলল, "আমি কিচ্ছু নেব না যতক্ষণ তুমি যেটা বলতে চেয়েছিলে বলবে।"

প্রীতিকা বলল, "বুবকার প্রতি তোমার মা হঠাৎ এত সফট হয়ে পড়লেন কেন?"

তথাগতর চোয়াল শক্ত হল, "জানি না।"

প্রীতিকা বলল, “বুবকার ধারণা তুমি আর মা মিলে বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টটা করিয়েছ।”

তথাগত প্রীতিকার দিকে তাকাল, “তোমাকে বুবকা বলেছে?” সে স্কচ অর্ডার করল।

প্রীতিকা বলল, “সরাসরি কিছু বলেনি। যা বোঝার বুঝে গেছি অবশ্য।”

তথাগত বলল, “মা হঠাৎ করে বুবকাকে এত অ্যাটেনশন দিচ্ছেন কি সেটা বুঝেই?”

প্রীতিকা কাঁধ ঝাঁকাল, “আমি কী জানি! কাল তো কোন বস্তি থেকে নিয়ে এলেন। আজ সকালে দেখলাম বুবকার ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় পুরো দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন। আমি একটা জিনিস অবশ্য বুঝলাম।”

তথাগত বলল, “কী?”

প্রীতিকা হাসল, “তোমার মা তোমার থেকে বুবকাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন।”

তথাগত গম্ভীর হল, “জানি।”

প্রীতিকা বলল, “জানো যখন, তখন চাকরিটা ছাড়লে কেন?”

তথাগত বলল, "এখনও যেতে পারি। সেই কন্ট্যাক্টস আমার আছে। ইন ফ্যাক্ট আমার আগের কোম্পানির বস কালকেও বললেন আমার জন্য কোম্পানির দরজা সবসময় খোলা, ভাবো জাস্ট, এই রিসেশনের সময়েও। আর এরা আমায় এমনভাবে ট্রিট করে যেন আমি একটা কচি খোকা!"

প্রীতিকা বলল, "তুমি বোঝো কী করবে। আমি কিছু বলব না। আমার কথা যখন শোনোনি আগে, এখনও কিছু বলব না।"

স্কচ এসে গেছিল। তথাগত প্রীতিকার গ্লাসে সোডা ঢেলে দিল, "আমারও মনে হচ্ছে সেটা। শুধু একটা কথা ভেবেই থেকে যাচ্ছি। এখন গেলে কিন্তু শুনতে হবে পালিয়ে গেলাম।"

প্রীতিকা গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। বলল, "উফ, কতদিন পর। এখন বুঝতে পারছি আই নিডেড ইট ব্যাডলি।"

তথাগত বলল, "বাড়িতে বললেই পারতে, এনে দিতাম।"

প্রীতিকা ঠোঁট উলটাল, "থাক। ওটা তো শান্তির ধাম। ইমেজ রক্ষার দায় কী, তুম ক্যা জানো রমেশবাবু?"

তথাগত বলল, "রাখো তোমার ইমেজ। মা যেন জানে না তুমি ড্রিংক করো।"

প্রীতিকা বলল, "জানুন না। কিন্তু ঘরে ওই কিছু না জানা ভোলাভালা অবতারই রাখব আমি। ওতে অনেক সুবিধা আছে। তুমি বুঝবে না। তোমার মার অনেকগুলো কনজারভেটিভ ভিউজ আছে। ওটা হার্ট হলে ক্ষতিটা আমারই।"

তথাগত বলল, "তা হবে। আমি অত বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি ভেলভেট পিকচারসে আমি না থাকলেও কারও কিছু যায় আসে না। দ্যাট ওল্ড শিট তরুণ দাস!"

প্রীতিকা বলল, "কী বলেছে সে?"

তথাগত বলল, "কী বলবে? এমন একটা হাবভাব করে ঘুরে বেড়ায় যেন ও-ই সব! আর মা-ও তো..."

প্রীতিকা বলল, "হুঁ।"

তথাগত বলল, "কী বলছিলে যেন তখন এই মালটার ব্যাপারে?"

প্রীতিকা বলল, "নিতে পারবে না।"

তথাগত মুখ বিকৃত করল, “ধুস, খামোখা সাসপেন্স না রেখে বলো তো। না নেবার কী আছে? আমরা কি বাচ্চা নাকি?”

প্রীতিকা কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, “ইন্ডাস্ট্রিতে রিউমার আছে বাণী মিত্র আর তরুণ দাসের মধ্যে একটা এক্সট্রাম্যারিট্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে অ্যান্ড ইটস ওপেন সিক্রেট।”

তথাগত গম্ভীর মুখে প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে থাকল।

প্রীতিকা বলল, “দেখলে, এইজন্য তোমাকে বলতে চাইনি।”

তথাগত বলল, “তুমি তো ইন্ডাস্ট্রির লোক নও। দেন? এটা কি তোমার ওয়াইল্ড গেস?”

প্রীতিকা বলল, “তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তুমি জানতে?”

তথাগত বলল, “প্লিজ লিভ ইট। বিরক্ত লাগছে আমার।”

খাবার এসে গেছিল। ওয়েটার সার্ভ করে চলে গেলে প্রীতিকা বলল, “তোমাকে আর-একটা খবর দি।”

তথাগত বলল, “কী?”

প্রীতিকা বলল, "বুবকা ভেলভেট পিকচারসের আপকামিং মেগায় লিড রোল করবে।"

তথাগত বলল, "আড়ি পেতে শুনেছ?"

প্রীতিকা মোবাইলটা বের করতে করতে বলল, "আজকাল আড়ি পাতার দরকার পড়ে না। তোমার তো এইসব নেটওয়ার্ক ভালো ছিল। আজকাল কি সব ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে? ড্রাইভারকে হাতে রাখতে হয় এইজন্য। বাই দ্য ওয়ে, ফ্লোর সামলাতেও সেই বুবকারই শরণাপন্ন হয়েছেন তোমার মা।"

তথাগত প্রীতিকার দিকে গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইল।

১২

দুপুর সাড়ে এগারোটা।

দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের একপাশে বুবকার গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশের সিটে শুভ বসে বোতলে মদ মিক্স করছে।

বুবকা বলল, "এই গাছগুলোর থেকে কেমন একটা সাউন্ড হচ্ছে না?"

শুভ বাইরের দিকে তাকাল। রাস্তার পাশের গাছগুলো থেকে সত্যিই একটা শব্দ আসছে।

সে অবাক গলায় বলল, "কী হয়েছে বুঝতে পারছ? শেষের সে দিন চলে এসেছে। সব শেষ হতে আর বেশি দিন নেই। গাছ কথা বলছে, ইয়ার্কি?"

বুবকা বলল, "আমার মনে হয় এই যে এত গাড়ি যাতায়াত করছে সেখান থেকে সাউন্ডটা কোনওভাবে এরকম কিছু হচ্ছে।"

শুভ বলল, "যা হবে হবে। পৃথিবী শেষ হলেই বা আমার কোন ইয়েটা ছেঁড়া যায়!"

বুবকা অন্যমনস্ক গলায় রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, "সেই।"

শুভ বলল, "ছোটোবেলায় আমি কী ভাবতাম জানো? আমার শুধু মনে হত আমি যখন ঘুমাই সব গাছ আকাশে উড়ে চলে যায়। আবার ঘুম ভাঙলে নেমে আসে।"

বুবকা অবাক হয়ে বলল, "সিরিয়াসলি? আমাকে মা ছোটোবেলায় একজ্যাক্টলি এরকমই কিছু একটা বলেছিল। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

শুভ বলল, "গুরু, গাছ কিন্তু ভেলকি দেখাবারই জিনিস। ছোটোবেলায় একটা গাছের কথা পড়েছিলাম, মনে আছে? পতঙ্গভুক? পোকামাকড়ের গা থেকে রক্ত চুষে ছিবড়ে

করে ছেড়ে দেয়? সত্যজিৎ রায়ের একটা গল্পও তো পড়েছিলাম মানুষখেকো গাছের। কী যেন নাম...?"

শুভর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে বুবকা মদ গলায় ঢালতে ঢালতে বলল, "সেপ্টোপাসের খিদে। ঘটনা হল, তুমি তো ঠিক পিকলু মেটিরিয়াল না বস। পড়াশোনা করা পাবলিক। কত অবধি পড়েছ তুমি?"

শুভ বলল, "সেসব আর শুনে কী করবে? নিজেই আজকাল ভুলে গেছি।"

বুবকা বলল, "অলকা এখন ফিরে এলে কী করবে?"

শুভ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, "বাড়ির সামনে একটা টগর গাছ পুঁতেছিল যাবার কদিন আগে। গাছটায় জল দেওয়া হয় না। তাও বড়ো হচ্ছে। দত্তক নেওয়া গাছ সন্তান।"

বুবকা বলল, "আমার আর বৈভবীর বাড়ি যাওয়া হয়নি। ওরও অনেক গাছের শখ ছিল। ছাদে একটা বাগান করেছিল। ভেবেছিলাম যাব। আর কোনও দিন যাওয়া হয় না।"

বুবকার ফোন বাজছিল। শুভ বলল, "ফোন ধরো গুরু।"

বুবকা বলল, "কী হবে ধরে? মা ফোন করছে আর কি! স্টুডিওতে কে যাবে এখন?"

শুভ বলল, "বড়ো মড়াখেকো জায়গা গুরু। কত লোকের বউ টেনে নিল, কত আস্ত আস্ত লোককে সাবাড় করে দিল, ওই জায়গাটা হল সেই বজ্জাত মাগিটার মতো যার জন্য সবাই নিজের ঘর সংসার ভুলে সকাল বিকেল ওর কাছেই পড়ে থাকে।"

বুবকা বলল, "স্টুডিওতে দাঁড়ালে আমার কেমন নেশার মতো লাগে। চারদিক আমি ভুলতে শুরু করি। এ এক অদ্ভুত নেশা। প্রথম প্রথম কোনও নেশায় এত মজা পাইনি, অ্যাক্টিং করে যা পেয়েছি।"

শুভ বলল, "তাহলে এখন এত দূরে দূরে থাকো কেন?"

বুবকা শুভর দিকে তাকাল, "বৈভবীর পরে আমি যাকে ভালোবাসি তা হল অ্যাক্টিং। এতদিন ভুলে ভুলে ছিলাম। পরশু রাতে মা বলার পর থেকে একটা অ্যাড্রিনালিন রাশ হচ্ছে। আমি জানি আমাকে ভেলভেট পিকচারস থেকে এখন দূরে থাকতে হবে, কিন্তু পারছি না। বারবার মনে হচ্ছে, যাই একবার ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়াই। শুরু থেকে শুরু করি সব কিছু। শেষমেশ নিজেকে সামলাতে না পেরে এত দূরে চলে এলাম।"

ফোনটা আবার বাজতে শুরু করল।

শুভ বলল, "যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে পালিয়ে গিয়ে কী হবে? ফেস করলে হয় না? আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম প্রথম একদিন স্কুল পালালাম। বাড়ি থেকে স্কুলের নাম করে বেরোলাম, কিন্তু আর স্কুলে গেলাম না। হাইওয়ের ধারে বসে থাকলাম সারাটা দিন। একটা অদ্ভুত ফিলিং হয়েছিল জানো তো গুরু, প্রথমে মনে হল ভালোই হল স্কুল থেকে পালিয়েছি, বেঁচে গেছি। তারপর একটা অপরাধবোধ আসা শুরু করল। যতক্ষণ যেতে লাগল শুধু মনে হতে লাগল এটা একটা বিরাট বড়ো অপরাধ করে ফেলেছি। তোমাকে দেখে আমার সেই দিনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে কেন জানি না।"

বুবকা বোতলটা থেকে যতটা পারল মদ গলায় ঢালল। তারপর বলল, "ফেস করতে হবে? বলছ? চলো তাহলে তাই করা যাক। এখনই করা যাক।"

গাড়িটা স্টার্ট দিল বুবকা। রাস্তার অভিমুখ পরিবর্তন করে প্রবল গতিবেগে গাড়ি ছুটল কলকাতার দিকে।

#

তিন্নির সংসারের শেষ সপ্তাহ। স্টুডিওতে শ্যুটিং চলছিল। তথাগত ফ্লোরে বিরক্ত মুখে তরুণ দাসের কাজ দেখছিল।

ফোনটা বেজে উঠল, তথাগত দেখল বাণী ফোন করছেন, সে ফোন তুলল, "বলো।"

বাণী থমথমে গলায় বললেন, “বুবকা স্টুডিওতে গেছে?”

তথাগত বলল, “না। কেন বলো তো?”

বাণী বললেন, “ও তো বাড়িতে নেই। আবার কোথাও একটা চলে গেছে।”

তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, “আমি তো বলেছিলাম ওর পেছনে টাইম ওয়েস্ট করে লাভ নেই। বরং দ্যাখো, পারলে কোনও রিহ্যাবে দাও। নিশ্চয়ই আবার কোনও বস্তিতে বসে মদ খাচ্ছে। ওয়ার্থলেস ছেলে একটা।”

তথাগতর কথা শেষ হতেই ফ্লোরে বুবকা ঢুকল।

তথাগত অবাক গলায় বলল, “তাই তো, বুবকা এসেছে ফ্লোরে।”

বাণী শান্ত গলায় বললেন, “জানতাম।”

ফোনটা কেটে গেল।

১৩

"তোমার কি এই প্রথম?"

রিমি জিজ্ঞেস করল। অলকা শুয়ে শুয়ে জানলার বাইরে বৃষ্টি দেখছিল। বলল, "হ্যাঁ।"

রিমি বলল, "আমার দুবার হয়ে গেছে।"

অলকা বলল, "মেডিসিনে?"

রিমি মাথা নাড়ল, "না। অপারেশন। বড্ড লাগে।"

অলকা কয়েক সেকেন্ড রিমির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কলকাতার বৃষ্টি ভালো লাগে না। জল জমে যায়। বিচ্ছিরি।"

রিমি বলল, "পাহাড়ের বৃষ্টি কিন্তু সুন্দর।"

অলকা বলল, "অনেক দিন হয়ে গেল পাহাড়ে যাই না।"

রিমি বলল, "এখান থেকেই পাহাড় ভালো লাগে। দিনের পর দিন থাকতে হলে ভালো লাগে না। এবছর শীতকালে আমাকে একটানা দশদিন পাহাড়ে একটা অ্যাসাইনমেন্টে

যেতে হয়েছিল। কী ঠান্ডা, নড়তেচড়তে পারছি না, অথচ লোকটার সে কী উৎসাহ।" রিমি হাসতে লাগল, "আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল।"

অলকা বলল, "তোমার যখন ইচ্ছা করে না তখন তুমি কী করো?"

রিমি বলল, "আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে তো কিছু হয় না। ইচ্ছা করতেই হবে। নইলে অনেক ব্যবস্থা আছে।"

অলকা বলল, "অভিনয় করো?"

রিমি আবার হাসল, "হ্যাঁ। অনেকটা তাই।"

অলকা বলল, "তাহলে তো তুমি খুব ভালো অভিনেত্রী। আমার থেকেও ভালো।"

রিমি বলল, "কেন, তুমি অভিনয় করো না?"

অলকা বলল, "আমি ভাবতাম আমি একাই বোধহয় অভিনয়টা পারি। তোমার অভিনয়টা তো আরও কঠিন। আরও চ্যালেঞ্জিং।"

রিমি বলল, "চ্যালেঞ্জিং কিছুই না। অভ্যাস হয়ে গেছে। যদিও এসকর্ট সার্ভিস তবু অনেক ভালো। রাস্তায় রং মেখে দাঁড়াতে হচ্ছে না। কোনও দিন সেটাও করতে হতে পারে। আচ্ছা আমাকে শ্যুটিং দেখাবে? আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।"

অলকা বলল, "আমার সঙ্গে যেয়ো।"

রিমি একটু সংকুচিত হল, "উনি যদি রাগ করেন?"

অলকা বলল, "ওঁকে বলেই যেয়ো নাহয়। ফেরার সময় উনি তোমাকে নিয়ে ফিরবেন। আমার তো ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়।"

রিমি বলল, "আচ্ছা, তোমার বর কোথায় থাকে?"

অলকা রিমির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "ওর বাড়িতে।"

রিমি বলল, "দেখা হয়?"

অলকা বলল, "নাহ, অনেক দিন হয়নি।"

রিমি বলল, "দেখা হলে কী বলবে?"

অলকা অবাক হল, “কী বলব?”

রিমি বলল, “অনেক কিছুই তো বলা যায়।”

অলকা একটু ভেবে বলল, “কিছুই বলব না।”

রিমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তাও তোমার একটা লোক ছিল। আমার জন তো ফ্রড। মাঝে মাঝে মনে হয় এখনও যদি এসে কেঁদে বলে চলো আমরা সংসার করি, তাহলে হয়তো এখনও লোকটাকে বিশ্বাস করে চলে যাব। আমার তো বেশ কিছুদিন ধারণা ছিল ওকে হয়তো কেউ মেরেধরে লুকিয়ে রেখেছে। দার্জিলিংয়ে দেখার পরে ধারণাটা ভেঙেছিল। ওর চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, সব কিছুর পিছনে আসলে ও-ই ছিল। কী বোকাই না ছিলাম। কতবার বাবা বলেছে মানুষকে বিশ্বাস করিস না, আমি তখন বাবাকেই বিশ্বাস করিনি।”

অলকা উঠল, “চলো, তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ি যাই।”

রিমি বলল, “তুমি খেপেছ? এই শরীরে কোথায় যাবে?”

অলকা বলল, “কোন শরীর? অত ভাবলে হবে না। আমি ঠিকই আছি।”

রিমি বলল, "বাড়ি গিয়ে কী হবে? ঢুকতে তো পারব না।"

অলকা বলল, "বাইরে থেকে দেখিয়ে দাও। আমি ছুতোনাতা করে ঘুরে আসি।"

রিমি বলল, "খুব বাজে আইডিয়া। তার চেয়ে ঘরেই থাকি। এই ভালো। বৃষ্টি দেখি।"

অলকা বলল, "এভাবে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে?"

রিমি বলল, "হ্যাঁ। আমাকে সারাদিন ঘরে বসে থাকতে বললে আমি তাই থাকব। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।"

অলকা বলল, "আজ আমার শ্যুটিং নেই। খুশি হবার কথা। হতে পারছি না।"

রিমি বলল, "মনখারাপ হচ্ছে?"

অলকা ম্লান হেসে বলল, "শুভর সঙ্গে বসে কত প্ল্যানিং করতাম। ছেলে হলে কী নাম রাখব, মেয়ে হলে কী, আমি তো জানতেই পারলাম না যাকে নষ্ট করলাম সে ছেলে ছিল না মেয়ে।"

বেল বাজল। অলকা বলল, “যাও। দীপ্ত এসে গেছে হয়তো। দরজা বন্ধ করে যেয়ো।”

১৪

এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেকিং হয়ে গেছিল। তথাগত বলল, “কফি খাবে?”

প্রীতিকা বলল, “আমার ফ্লাইটে ওঠার আগে খুব টেনশন হয়। মনে হয় যদি ক্র্যাশ করে যায়! হাইজ্যাকিং-এর ভয়ও পাই।”

তথাগত বলল, “ধুস, এক ঘণ্টার ফ্লাইট। শুরু হবে আর শেষ হয়ে যাবে।”

প্রীতিকা বলল, “তোমার হঠাৎ কালিম্পং যাবার ইচ্ছা হল কেন? এবার তো সত্যিটা বলো। শুধুই সারপ্রাইজ হানিমুন ছিল মাথায়?”

তথাগত বলল, “দীপ্তানুজ আজকেই পৌঁছে গেছে তো। তোমাকে বললাম না একটা হরর ফিল্ম করার কথা ভাবছি।”

প্রীতিকা চোখ নাচাল, “ওহ, এক ঢিলে দুই পাখি মারবে। হানিমুনও হল, আবার লোকেশনও দেখা হল।”

তথাগত বলল, “আর-একটা পাখি কাউন্ট করো।”

প্রীতিকা অবাক হল, “কী?”

তথাগত বলল, “স্ট্রেসটা আর নিতে পারছিলাম না।”

প্রীতিকা বলল, “ওহ, বুঝেছি, বুবকা আসার পর, তাই তো?”

তথাগত মুখ বিকৃত করল, “বুবকাকে আমি কেন ভয় পেতে যাব?”

প্রীতিকা বলল, “সেটা তুমিই ভালো জানো।”

তথাগত বলল, “তোমাকে ভূতের গল্পটা বলেছি? মানে যেটা দীপ্তানুজ লিখেছে?”

প্রীতিকা বুঝল তথাগত এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইছে, সে বলল, “না তো।”

তথাগত বলল, “এক কাজ করব, গল্পটা লোকেশনে গিয়েই শুনব। সাহেবের ভূত বাংলো, পাহাড়ের বৃষ্টি, সঙ্গে কফি, কী বলো?”

প্রীতিকা বলল, "আমার কোনও চাপ নেই। আমি ভূতের ভয়-টয় পাই না। তার থেকে টেক অফের টাইমে ঢের বেশি ভয় পাই। আর এয়ারপকেটে পড়লে তো কথাই নেই। শুধু মনে হয় এই বুঝি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। এর থেকে ট্রেন অনেক ভালো।"

তথাগত বলল, "ট্রেনেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়। সেটা খেয়াল আছে তো?"

প্রীতিকা বলল, "দ্যাখো, ট্রেনে অ্যাক্সিডেন্ট হলেও সেটা ডাঙায় চলে। অ্যাটলিস্ট বাঁচার পারসেন্টেজটা বেশি। আকাশপথে হলে তো সেটুকুও নেই।"

তথাগত বলল, "অত কিছু ভাবলে হয় না। বৈভবীও তো ডাঙায় ছিল।"

প্রীতিকা অবাক গলায় বলল, "এর মধ্যে বৈভবী এল কোত্থেকে?"

তথাগত বলল, "কেন আসবে না? ইন ফ্যাক্ট ওর একজ্যাম্পল এর মধ্যে না এলে অবাক হতাম না বেশি?"

প্রীতিকা বলল, "আমার কেন জানি না বৈভবীকে ঠিক সহ্য হয় না। বুবকা সেই কথাটা বলার পর থেকে।"

তথাগত বলল, "কোনটা?"

প্রীতিকা তথাগতর চোখের দিকে তাকাল, "সেই যে ও বলেছিল না, বৈভবীর সঙ্গে নাকি তোমার কিছু ছিল।"

তথাগত বিরক্ত গলায় বলল, "তুমি বুবকাকে এখনও চিনতে পারোনি? সোজা সোজা ব্যাপারগুলোকে গুলিয়ে দিতে ওর থেকে ভালো আর কে বলে? সেদিন ওকে টাকা দিইনি বলে এই গেমটা ও আমাদের সঙ্গে খেলেছিল। কথাটা এখনও তুমি মনে রেখে দিয়েছ?"

প্রীতিকা বলল, "কী জানি, কোন কথাটা মনে রাখা দরকার আর কোন কথাটা ভুলে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে বৈভবীর রিলেশন থাকলেই বা কী হত, শি ইজ হিস্ট্রি নাও।"

তথাগত বলল, "এই কথাটা তো তোমার বোঝা উচিত ছিল। সহ্য করা না করার মধ্যেও তো এখন বৈভবী নেই।"

প্রীতিকা বলল, "আগরওয়ালের সঙ্গে বৈভবী কোথায় যাচ্ছিল?"

তথাগত বলল, "কোথায় আর যাবে, জানোই তো, মন্দারমণিতে। বুবকা ছাড়া সবাই বুঝতে পেরেছে বৈভবী ওখানে আগরওয়ালের সঙ্গে কী করতে গেছিল। নষ্ট মেয়েছেলে একটা। বুবকাকে ইউজ করে যাচ্ছিল।"

প্রীতিকা বলল, "বুবকা কেন, অনেকেই বিশ্বাস করে না সেদিন বৈভবী অন্য কিছু করতে গেছিল।"

তথাগত বলল, "তুমি কিছুই জানো না। তুমি কি জানো এককালে বৈভবী এসকর্ট সার্ভিসে ছিল?"

প্রীতিকা বিস্ফারিত চোখে তথাগতর দিকে তাকাল।

তথাগত বলল, "ওভাবে তাকিয়ো না। ইন্ডাস্ট্রির হাতেগোনা কয়েকটা লোক জানে। এটা পরে যাচাই করে নিতে পারো।"

প্রীতিকা বলল, "হতে পারে। আর্লি লাইফে স্ট্রাগল করার সময়। সেটার সঙ্গে পরের লাইফ গুলিয়ে না দিলেই ভালো হয়। বাই দ্য ওয়ে, ও যখন এসকর্ট ছিল, তোমার সঙ্গে কি ওর দেখা হয়েছিল?"

তথাগত রাগি চোখে প্রীতিকার দিকে তাকাল।

প্রীতিকা হেসে ফেলল, "ওহ, ইয়ার্কিও বোঝো না।"

তথাগত বলল, "এসব ব্যাপারে ইয়ার্কি আমার ভালো লাগছে না। এমনিতেও আমি একটা জিনিস ঠিক করেছি।"

প্রীতিকা বলল, "কী?"

তথাগত বলল, "আমি মাকে পরিষ্কার বলে দেব, বুবকার সঙ্গে আমি কোনওমতেই কাজ করতে পারব না। ও সিরিয়ালের জায়গাটা দেখুক, আমি নাহয় সিনেমাটা দেখি।"

প্রীতিকা বলল, "গুড আইডিয়া। মা-ও হয়তো মেনে নেবে এটা।"

তথাগত বলল, "মেনে নিলে ভালো। নইলে আমি প্যাভিলিয়নে ফিরে যাব। বুবকার সঙ্গে কাজ করা আমার সঙ্গে সম্ভব না। কাল জানো সঙ্গে করে একটা মালকে নিয়ে এসেছে, মালটা মা আড়াল হতেই ফ্লোরে বসে জয়েন্ট বানানো শুরু করে দিয়েছে। জাস্ট ভাবো দৃশ্যটা।"

প্রীতিকা হেসে দিল, "এতে রেগে যাওয়ার কী আছে?"

তথাগত বলল, "রাগব না? অত সিনিয়র আর্টিস্টরা সবাই ছিলেন। পরে শুনলাম ওই মালটাই নাকি দীপ্ত রায়ের কেপ্টের এক্স হাজব্যান্ড।"

প্রীতিকা মনে করার চেষ্টা করল, "দীপ্ত রায়ের কেপ্ট? ওকে চিনি মনে হয়। গয়না কেনার সময় দেখা হয়েছিল। অসাধারণ স্কিন ভদ্রমহিলার। ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব মুখে কী মাখে।"

তথাগত মুখ বিকৃত করল, "কী আর মাখবে, দীপ্ত রায়ের ওটা মাখে। জঘন্য মেয়েছেলে।"

প্রীতিকা বলল, "বাহ, তোমার তো ভাষার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। এর থেকে তো অফিসে কাজ করাটাই ভালো ছিল মনে হচ্ছে এখন।"

তথাগত লজ্জা পেল, "সরি। রাগের মাথায় বেরিয়ে গেল। তুমি জানো না, দীপ্ত রায় একটা স্কাউন্ড্রেল।"

প্রীতিকা বলল, "তুমি প্রেশার চেক করাও। তোমার লক্ষণ আমার ভালো ঠেকছে না। কথায় কথায় রিঅ্যাক্ট করছ আজকাল। চলো, বোর্ডিং-এর হুকুম এসে গেছে। আমার টেনশন টাইম স্টার্টস।"

১৫

একটা ফাঁকা বাড়ি। পাহাড়ি রাস্তার মাঝখানে। শহর থেকে অনেক দূরে।

আর একটা ছোটো বাসে তিনটে ফ্যামিলি চলছে দূর কোনও শহরে। পাহাড়ের রাস্তায় বাসটা খারাপ হয়ে গেল। ড্রাইভার বলল, কিচ্ছু করার নেই। সকাল না হলে কিছু করা যাবে না।

বাসের মেয়েদের টয়লেট পেয়েছে। পুরুষেরা নেমে খানিকটা হেঁটে বাড়িটার কাছে পৌঁছল। দেখল বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু খুব কম পাওয়ারের কতগুলো আলো জ্বলছে। দরজাটা ধাক্কা মারতেই খুলে গেল। মেয়েদের ডাকা হল। সবাই মিলে বাড়িটায় ঢুকল।

বাড়িতে একটাই ঘর। সংলগ্ন টয়লেট আছে। একটা সাইনবোর্ডে বড়ো করে লেখা

"ট্রুথ হাউস। এই বাড়িতে মিথ্যা কথা বলেছেন তো মরেছেন।"

আসুন এবার বাড়িতে কারা কারা ঢুকল দেখে নি,

তিনটে ফ্যামিলি।

ফ্যামিলি ১– তিনজন

অমিত সরকার, বয়স ৫২, সরকারি চাকরি, এককালে নাটক করতেন।

বিদিশা সরকার, ওঁর ওয়াইফ, বয়স ৪৭, হাউজওয়াইফ।

রিমঝিম সরকার, বয়স ১৯, ফার্স্ট ইয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রী।

ফ্যামিলি ২– দুজন

অনন্ত পাল, বয়স ৬২, রিটায়ার্ড কলেজ প্রিন্সিপাল।

সুলগ্না পাল, বয়স ৫৫, এক গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস

ফ্যামিলি ৩– দুজন হানিমুন কাপল

রাহুল পাত্র, বয়স ২৭, আইটি কোম্পানিতে চাকরি করে

অমৃতা পাত্র, বয়স ২২, আপাতত কিছু করে না, কম্পিটিটিভ একজামে বসছে।

সাইনবোর্ডটা দেখে রাহুল হাসতে লাগল। অমৃতা বলল, "ওয়াও, ট্রুথ হাউজ। আমাদের সবাইকে সত্যি কথা বলতে হবে। নইলে মরতে হবে। এটা জাস্ট দারুণ তো।"

সুলগ্না অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী, অমৃতার আগাপাশতলা দেখে বললেন, “২০১৭-য় এসে এইসবে বিশ্বাস করে নাকি কেউ?”

রিমঝিম বলল, “কেন আন্টি, হতেই তো পারে।”

অনন্তবাবু ঘরের এক কোণে মেঝেতেই বসে পড়লেন। বললেন, “মশা না জ্বালালেই হল। একটা রাত তো, ঠিক কাটিয়ে দেব। শীত তেমন নেই আজ।”

অমিত অনন্তবাবুর পাশে বসলেন। “যা বলেছেন।”

অমৃতা বলল, “আমার না ভীষণ এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে, ট্রুথ হাউস, ওয়াও, হোয়াট আ কনসেপ্ট। দ্যাখো আজ তো আমাদের কারও ঘুম হবে না, একটা কাজ তো করতে পারি, আমরা ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার খেলতে পারি।”

প্রস্তাবটা শুনে রিমঝিম লাফিয়ে পড়ল, “ইয়েস ইয়েস, দারুণ মজা হবে।”

অনন্তবাবু বললেন, “সে আবার কী? অন্ত্যাক্ষরী ভালো ছিল না?”

সুলগ্না বললেন, “নিয়মটা বোঝাও, ভালো লাগলে ট্রাই করা যাবে।”

অমৃতা উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে লাগল। যেটা ঠিক হল, গোল করে তিনটে ফ্যামিলির লোক বসবে। একটা বোতল ঘোরানো হবে। বোতলের মুখ যার দিকে থাকবে সে ভিক্টিম। শুধুমাত্র প্রথম জনই ট্রুথ নেবে না ডেয়ার নেবে সেটা ঠিক করবে। তারপর অল্টারনেটিভভাবে ব্যাপারটা এগোবে। প্রত্যেকেরই ফ্যামিলির লোক ট্রুথ অর ডেয়ারের সাবজেক্ট ঠিক করবে।

সবাই গোল করে বসল। বোতল ঘোরানো হল। সবার আগে বোতল রিমঝিমের দিকে গেল।

সবাই জিজ্ঞেস করল, ট্রুথ অর ডেয়ার?

রিমঝিম বলল, "ডেয়ার।"

রিমঝিমের মা বলল, "একটা গান কর।"

রিমঝিম একটা ইংরেজি গান গাইল।

গান শেষ হলে অমিত সরকার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কী যে দিনকাল পড়ল। কোন দুঃখে যে মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছিলাম। ওরে মা, এত বাংলা গান আছে, একটা তো করতে পারিস।"

রিমঝিম বিরস মুখে বসে থাকল।

আবার বোতল ঘুরল। এবার রাহুলের দিকে বোতল থামল।

অমৃতা বলল, "এই তো সোনা, ট্রুথ তোমাকে বলতেই হবে। বলো দেখি আমার বন্ধু সুনন্দাকে তুমি আমাকে লুকিয়ে টেক্সট করো কি না?"

সবাই হেসে উঠল।

রাহুল বলল, "আগে করতাম। রিসেন্টলি করছি না।"

সবাই আবার হেসে উঠল। অমৃতা রাহুলকে একটা চিমটি কাটল।

আবার বোতল ঘুরল। এবার সুলগ্নার কাছে গিয়ে বোতল থামল। স্বাভাবিকভাবেই ডেয়ার। অনন্তবাবু বললেন, "বেশি কিছু করতে হবে না, তুমি একটু নেচে দেখাও। মা রিমঝিম, ওই ইংরেজি গানটা আবার কর তো।"

সুলগ্না কটমট করে অনন্তবাবুর দিকে তাকালেন। মেয়েরা রে রে করে উঠল, "না না, একবার বেরিয়ে গেছে আন্টি, এটাই করতে হবে।"

সুলগ্না উঠে দাঁড়ালেন। রিমঝিম গানটা শুরু করল।

খানিকটা নাচার পর সবাই হইহই করে উঠল। সুলগ্না বসে অনন্তবাবুর দিকে কটমট করে তাকালেন।

বোতল আবার ঘুরল। এবার অমিতবাবুর দিকে। ট্রুথ।

বিদিশা বললেন, “তুমি কি সারাজীবন শুধু আমাকেই ভালোবেসেছ?”

অমিতবাবু বললেন “নিশ্চয়ই। আর কারও দিকে চোখ তুলেও তাকাইনি।”

বলার সঙ্গে সঙ্গে অমিতবাবু তীব্র ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন, বললেন, “উফ, কী ব্যথা শুরু হল হঠাৎ করে।”

অমৃতা বোর্ডের দিকে হাত দিয়ে দেখাল, “ও মাই গড, ইট মিনস ইট ইজ ফলস। আঙ্কেল আপনি শিগগিরি সত্যিটা বলুন।”

অমিতবাবু কোনওমতে বললেন, “না না, আমি অন্তরাকেও ভালোবাসি, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দশ বছর হতে চলল।”

সঙ্গে সঙ্গে অমিতবাবুর ব্যথাটা কমে গেল। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বিদিশা দেবী গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাহুল গম্ভীর গলায় বলল, "মাই গড। ইট হ্যাজ টার্নড ইনটু আ ডেঞ্জারাস গেম নাও।"

দীপ্তানুজ এই অবধি গল্পটা বলেছিল। হোম স্টে-র ঘরে দীপ্তানুজের গল্প শুনছিল প্রীতিকা আর তথাগত। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

প্রীতিকা হাততালি দিয়ে উঠল, "ওয়াও, হোয়াট আ স্টোরি।"

তথাগত স্কচে চুমুক দিয়ে বলল, "রিয়েলি দীপ্তানুজ, ইউ হ্যাভ মেড ইট। এই সাসপেন্সটা যে তুমি ক্রিয়েট করতে পেরেছ এটাই তো অসাধারণ। তবে একটা প্রবলেম আছে।"

দীপ্তানুজ বলল, "কী, বলুন।"

তথাগত বলল, "এটা তো এনসেম্বল কাস্টের মুভি হবে। এত স্টার কোথায় পাবে? সবাই তো বলবে এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়। কস্টটা হাই হয়ে যাবে না?"

দীপ্তানুজ বলল, "দেখুন, এই গল্পে কাস্টটা বড়ো কথা না। আপনি মুভির লোক না নিয়ে সিরিয়ালের লোক কাস্ট করুন না। সাসপেন্সটা তো একই থাকবে।"

তথাগত বলল, “গুড। আমি সিকোয়েন্সগুলো সাজাচ্ছি। নাও তুমি পরের পার্টটা বলো তো। এত উত্তেজনা আর রাখতে পারছি না বস। অনেক দিন পর বাংলা সিনেমা একটা ভালো গল্প পেতে চলেছে।”

১৬

“মেয়েমানুষ কোথায় সুন্দর বলো তো?”

দীপ্ত সিগারেট ধরিয়ে রিমিকে জিজ্ঞেস করল।

রিমি বলল, “কোথায়?”

দীপ্ত খালি গায়ে ছিল। উঠে একটা টিশার্ট গায়ে চড়িয়ে আবার খাটে এসে বসল, “খাটে। পৃথিবীতে মেয়েদের সবথেকে বেশি মানায় খাটে।”

রিমি কিছু বলল না। সে চুপচাপ শুয়ে ছিল।

দীপ্ত বলল, “আর খাটে কোন মেয়েদের ভালো লাগে জানো?”

রিমি বলল, “কাদের?”

দীপ্ত বলল, "ভদ্রঘরের মেয়েদের। প্রস্টিটিউট তো টাকা দিলেই শুয়ে পড়বে।"

রিমি বলল, "আপনি আমাকে কতদিন রাখবেন এখানে?"

দীপ্ত উত্তর না দিয়ে সিগারেটটা শেষ করল। বলল, "খারাপ লাগল কথাটা? বাট ইটস আ ফ্যাক্ট। যারা সহজলভ্য, তাদের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং তো কোনও ব্যাপার নেই, আই হার্ড অ্যাবাউট ইওর হিস্ট্রি, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। ইউ আর গুড। বাট নট দ্য বেস্ট। তোমার এখনও অনেক শেখা বাকি। আমি কিন্তু তোমার ফেক অরগ্যাজম বুঝতে পারি।"

দীপ্তর আঙুল রিমির শরীরে খেলতে শুরু করল, "ইউ হ্যাভ ডিসেন্ট কার্ভস অ্যান্ড ইউ আর বিউটিফুল অলসো, বাট স্টিল, ইউ ল্যাক সামথিং, মে বি ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য এক্স ফ্যাক্টর। আই উইল শো ইউ দ্য ডিফারেন্সেস। একটা কাজ করো, কল অলকা।"

রিমি উঠে কাপড়টা পরতে যাচ্ছিল, দীপ্ত বলল, "কাপড় পরার দরকার নেই। তুমি এভাবেই যাও। তোমার কি এখনও লজ্জাবোধ আছে? রাস্তার মাঝখানে এভাবে যেতে বললে যেতে পারবে না? রিমেম্বার অলওয়েজ, ইউ আর আ প্রস্টিটিউট, আই শ্যাল বি হ্যাপিয়ার ইফ ইউ বিহেভ লাইক আ প্রস্টিটিউট ইন মাই হাউস।"

রিমি এবারও কোনও উত্তর দিল না। চুপচাপ দরজা খুলে পাশের ঘরে গেল। মিনিটখানেক পরে এসে বলল, "দিদি তো নেই।"

দীপ্ত রিমির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, "নেই? ওয়াশরুম চেক করেছ?"

রিমি বলল, "হ্যাঁ। দরজা খোলা। বাইরের দরজাও খোলা।"

দীপ্ত উঠল। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দেখল পাশের ঘরটা ফাঁকা। সে রান্নাঘরটাও দেখল। কেউ নেই। ফোন বের করে অলকাকে ফোন করল।

রিং-এর শব্দ আসছিল। দীপ্ত অলকার ঘরে গিয়ে দেখল অলকার ফোনটা খাটের ওপরেই রাখা।

সে বলল, "স্ট্রেঞ্জ। কোথায় গেল?"

রিমি বলল, "ঘরেই তো ছিল।"

দীপ্ত টিশার্ট আর শর্টস পরা ছিল। ওই অবস্থাতেই লিফটে নিচে নেমে গেল। ফ্ল্যাটের সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল কিছুক্ষণ আগে অলকা বেরিয়ে গেছে।

সে প্রবল রাগে ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাতে একটা ঘুসি মারল।

ফোনটা বের করল, "হ্যালো, রাজু, শোন, অলকা সম্ভবত ওর বাড়ি গেছে। তুই ইমিডিয়েটলি গিয়ে ওকে বল আমাকে যেন ফোন করে।"

ফোনটা রেখে দীপ্ত নিচেই হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। উদ্দেশ্যহীনের মতো বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে শুরু করল।

লিফট ধরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল। রিমি ততক্ষণে শাড়ি পরে নিয়েছিল।

দীপ্ত রিমির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "তুই জানিস ও কোথায় গেছে?"

রিমি সভয়ে মাথা নাড়ল, "বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু জানি না।"

দীপ্ত আবার রাজুকে ফোন করল, রাজু জানাল অলকা শুভর বাড়ি যায়নি। দীপ্ত বলল, "ওখানেই থাকো। অন্তত দু ঘণ্টা নজর রাখো। তারপর ওখান থেকে যাবে।"

রিমি বলল, "আপনি চা খাবেন?"
দীপ্ত চেঁচিয়ে উঠল, "তোর এখন চায়ের কথা মনে পড়ছে? খানকি মাগি, শোয়া ছাড়া কিছু বুঝিস তুই? যা, সামনে থেকে যা, ওই ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।"

রিমি চুপচাপ দীপ্তর বেডরুমে চলে গেল।

দীপ্ত কিছুক্ষণ ভেবে ট্রাউজারটা পরে আবার নিচে নামল। গাড়িটা বের করে স্টুডিও রওনা দিল।

অফিসে পৌঁছে নিজের ঘরে গিয়ে আবার রাজুকে ফোন করল, "হ্যাঁ রাজু, গেছে ওখানে?"

রাজু বলল, "না দাদা। এখনও তো আসেনি।"

দীপ্তর জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল।

সে অফিসের সবাইকে ডেকে ডেকে বকাঝকা করা শুরু করে দিল।

১৭

"একটা ট্রুথ হাউস থাকলে কত ভালো হত না?"

ডাইনিং হল থেকে খেয়ে বেরিয়ে হাঁটছিল তারা।

প্রীতিকার প্রশ্নের উত্তরে তথাগত অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "হুঁ। আজকের চিকেনটা ভালো ছিল। কিন্তু ননভেজ বলতে কি এরা চিকেন ছাড়া কিছু বোঝে না? ভেজ মানেও পনির। ব্যাপারটা একটু একঘেয়ে হচ্ছে না?"

প্রীতিকা বলল, "তুমি কি আমার কথাটা শুনতে পেলে না?"

তথাগত বলল, "খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে তো?"

প্রীতিকা বলল, "না। আমি বলছিলাম ট্রুথ হাউসের কথা। এখানের খাবার ভালো। কস্টলি, কিন্তু ভালো। ফ্রেশ খাবার।"

তথাগত বলল, "ট্রুথ হাউস? কী বলছিলে ট্রুথ হাউসের ব্যাপারে?"

প্রীতিকা বলল, "বললাম একটা ট্রুথ হাউস থাকলে কত ভালো হত। আমরা নিজেরাই বুঝে নিতাম কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে। নারকো টেস্টেরও দরকার পড়ত না। পুলিশ সাসপেক্টদের ট্রুথ হাউসে নিয়ে এলেই সত্যিটা বেরিয়ে যেত।"

তথাগত বলল, "পুলিশ যে সবসময় সত্যি কথা বলে সেটা তোমায় কে বলল? পুলিশও তো মানুষ।"

প্রীতিকা বলল, "তুমি কী বলতে চাও, পুলিশকে কেনা যায়?"

পাহাড়ের উপরের দিকে তাদের ঘর। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। তথাগত সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "আমি কোথায় বললাম সেটা?"

প্রীতিকা বলল, "কথাটা তো সেদিকেই যায়।"

তথাগত হাঁটা শুরু করল, "এসব কথা বিতর্কিত। কিছু না বলাই ভালো।"

প্রীতিকা বলল, "এখানে তুমি আমি ছাড়া আছেটাই বা কে?"

তথাগত বলল, "তবু। বিতর্কিত কথা বলার অভ্যাসটা ছাড়তে হবে। কাজে দেয় সেটা।"

প্রীতিকা বলল, "ট্রুথ হাউস থাকলে সবার আগে তোমাকে ঢোকাতাম। মাঝে মাঝে ভীষণ সন্দেহ হয় আমার।"

তথাগত বলল, "সম্পর্কে সন্দেহ থাকাটা হেলদি।"

প্রীতিকা বলল, "একটা কথা, এখানে কিন্তু তোমাকে অনেকটা ফ্রেশ লাগছে। কলকাতায় থাকলে তোমাকে মাঝে মাঝে দেখলে ভয় লাগে। কেমন দুমড়ে মুচড়ে যাও মাঝে মাঝে। মে বি দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট ফর ইউ।"

তারা তাদের রুমে চলে এসেছিল। তথাগত চাবি দিয়ে ঘর খুলে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, "ছেড়ে পালিয়েও যাব না। কয়েকদিন দেখি আগে।"

প্রীতিকা বলল, "লিভ দিস ইস্যুস। ভাবলেই মজাটা কেমন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি বলো এমন একটা প্রশ্ন, যেটার আমি সত্যি উত্তর দিতে বাধ্য।"

তথাগত বলল, "উফ, এসব আবার কী শুরু করলে?"

প্রীতিকা বলল, "বলো বলো। জাস্ট একটা একটা করে প্রশ্ন হবে। তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করবে, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।"

তথাগত বলল, "ওকে। প্রশ্ন করছি, কিন্তু কীভাবে বুঝব আমরা ঠিক বলছি কি না?"

প্রীতিকা বলল, "সেই বিশ্বাসটা তো রাখা উচিত, না? আফটার অল কিছু ট্রাস্ট তো করিই আমরা একে অপরকে।"

তথাগত সোফায় বসল, “ওকে, তা আমি আগে প্রশ্ন করব?”

প্রীতিকা বলল, “ইয়েস। গো অ্যাহেড।”

তথাগত বলল, “হ্যাভ ইউ এভার ফ্যান্টাসাইজড অ্যাবাউট বুবকা?”

প্রীতিকা চোখ বড়ো বড়ো করল, “এটা কী ধরনের প্রশ্ন হল? তুমি এসব ভাবো নাকি? শিট!”

তথাগত বলল, “জাস্ট আস্কড। আমি ভাবি না ভাবি না বড়ো কথা না, তুমি প্রশ্ন করতে বললে আমি করলাম। তুমি চাইলে উত্তর নাও দিতে পারো। আমার মাথায় এই মুহূর্তে এটাই এল।”

প্রীতিকা বলল, “আমি জাস্ট ভাবতে পারছি না, তুমি এমন প্রশ্ন করবে। উত্তরটা অবভিয়াসলি নো। ইয়েস, আমার শাহরুখ খানকে নিয়ে ফ্যান্টাসি আছে। ওই একজনই। ইওর ব্রাদার ইজ এ স্পয়েল্ড ব্র্যাট। ওকে নিয়ে ভাবতে যাব কেন?”

তথাগত বলল, “শাহরুখ খান এখন ঘরের মধ্যে এলে আমাকে বের করে দেবে?”

প্রীতিকা বলল, "হ্যাঁ। যদিও একটা কোয়েশ্চেনের উত্তরে সত্যি বলতে হত, আমি এটারও সত্যিটা বলে দিলাম।"

তথাগত হাসতে লাগল, "নাও ইটস ইওর টার্ন। বলো।"

প্রীতিকা বলল, "বিয়ের আগে তুমি ভার্জিন ছিলে?"

তথাগত বিরক্তি প্রকাশ করল, "উফ। সেই..."

প্রীতিকা বলল, "তোমার প্রশ্নটার থেকে অনেক সোজা প্রশ্ন করেছি। বলো বলো।"

তথাগত বলল, "নাহ।"

প্রীতিকা বলল, "কে? বৈভবী?"

তথাগত বলল, "নো। বৈভবীকে নিয়ে তোমার সন্দেহটা একেবারেই ভিত্তিহীন।"

প্রীতিকা বলল, "তবে কে?"

তথাগত বলল, "কলেজের গার্লফ্রেন্ড। চিনবে না। এখন বিয়ে হয়ে গেছে। এনআরআই বর।"

প্রীতিকা বলল, "ফেসবুকে আছে?"

তথাগত বলল, "আছে।"

প্রীতিকা বলল, "দেখাও।"

তথাগত মোবাইলটা বের করতে করতে বলল, "একটা প্রশ্নের কথা ছিল, এবার র‍্যাপিড ফায়ার শুরু হয়েছে। এইজন্য আমি এই খেলাটা খেলতে চাইনি।"

প্রীতিকা থমথমে মুখে বলল, "লিভ ইট। দেখাতে হবে না।"

তথাগত বলল, "না, না, দ্যাখো দ্যাখো। দেখতে চেয়েছ, দেখে নাও।"

ফোনে ফেসবুকের আইকনে ট্যাপ করতে যাচ্ছিল তথাগত, ঠিক সেই সময় ফোনটা বেজে উঠল। মিনিটখানেক কথা বলে ফোনটা রেখে বলল, "অলকানন্দা মুখার্জি, মিসিং।"

প্রীতিকা বলল, "অলকানন্দা মুখার্জি মানে? দীপ্ত রায়ের...?"

তথাগত মাথা নাড়ল। প্রীতিকা বলল, "মিসিং মানে কী?"

তথাগত বলল, "মিসিং মানে মিসিং। পাওয়া যাচ্ছে না কাল থেকে। আজ আমাকে ইদ্রিশ এখন জানাচ্ছে। বাল একটা!"

প্রীতিকা বলল, "নিউজ দেখা হচ্ছে না আসলে আমাদের। যার ফলেই এই ল্যাগ। ইদ্রিশ ভেবেছিল হয়তো তুমি দেখে নিয়েছ।"

তথাগত বলল, "সবাই সব কিছু ভেবে নিয়ে বসে থাকলে কী করে হবে?"

প্রীতিকা বলল, "তুমি এত এক্সাইটেড হচ্ছ কেন?"

তথাগত প্রীতিকার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, "শি নোজ সামথিং। শি নোজ সামথিং। উই কান্ট লুজ হার।"

প্রীতিকা বলল, "নোজ হোয়াট? ট্রুথ অ্যাবাউট বৈভবী?"

তথাগত কথাটা ঘোরাতে চাইল, "আমি কী করে জানব?"

প্রীতিকা অবাক হয়ে বলল, "তাহলে কথাটা বললে কেন! কী জানে ও?"

তথাগত বলল, "ফাক ইয়ার, ফাক, কী বুলশিট বকে যাচ্ছ তখন থেকে। শি ওয়াজ প্রেগন্যান্ট অ্যান্ড দীপ্ত রায় ট্রায়েড টু ফোর্সড হার টু অ্যাবর্ট হার চাইল্ড। এটা নিউজ হলে আমাদের কতটা লাভ হত বুঝতে পারছ?"

প্রীতিকা হাল ছেড়ে দিল, "আমি কিছুই জানি না। তুমি কিছুই বলছ না আমাকে আজকাল। এত কথা পেটে চেপে রাখো কীভাবে?"

তথাগত বলল, "কারণ আমি কাজে মন দিতে চেয়েছিলাম। নাও সব কিছু আবার ঘেঁটে গেল। শিট!"

১৮

"দীপ্ত রায়ের দুটো প্রোজেক্টের কাস্ট চেঞ্জ করতে হচ্ছে মাঝপথে", রিখিয়া বলল।

বাণী বললেন, "তাতে আমাদের লাভ?"

রিখিয়া বলল, "আমাদেরই তো লাভ। টিআরপি ফল করবে ওদের।"

বাণী হাত দিয়ে কথাটা ওড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, "ওসব তো শর্ট টার্ম লাভ। টিআরপি দু-তিনটে উইক এফেক্টেড হবে। তারপর?"

রিখিয়া একটু ভেবে বলল, "সেটা তো ভেবে দেখিনি।"

বাণী বললেন, "দীপ্ত রায়ের লাভ লোকসান চিন্তা করলে হবে না রিখিয়া। আমরাও খুব একটা কমফরটেবল পজিশনে নেই এখন।"

রিখিয়া বলল, "বুবকাকে নিয়ে টেনশন করছ? ও কিন্তু শ্যুটের সময় যথেষ্ট সিরিয়াস থাকছে। এবং ঠিকঠাক কথাও শুনছে।"

বাণী বললেন, "চিন্তাটা বুবকাকে নিয়ে আমার সর্বক্ষণ থাকে। কিন্তু বুবকার থেকেও আমার বেশি চিন্তা ওর দাদাকে নিয়ে। হি ইজ স্ট্রাগলিং। এবং সেটা চোখে লাগছে।"

রিখিয়া বাণী মিত্রের দিকে তাকাল। কিছু বলবে নাকি একটু ভাবল। তারপর চুপ করে গেল।

বাণী বললেন, "অলকার কোনও খবর পাওয়া গেছে?"

রিখিয়া মাথা নাড়ল। তারপর একটু হেসেই সিরিয়াস হয়ে গেল।

বাণীর সেটা চোখে পড়ল। বললেন, “হাসলি কেন?”

রিখিয়া মাথা নাড়ল, “না না, তেমন কিছু না।”

বাণী বললেন, “গাঁট্টা খাবি রিখিয়া। নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। বল।”

রিখিয়া এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, “দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে মিডিয়া গেছিল। দীপ্ত রায় সেখানে কাউকে ঢুকতে দেয়নি। কোন মিডিয়া আবার বাজারে খবর ছেড়ে দিয়েছে, দীপ্ত নাকি অন্য কোনও মেয়েকে ফ্ল্যাটে নিয়ে এসেছিল। তা নিয়েই অলকার রাগ।”

বাণী বললেন, “ছিল নাকি অন্য কোনও মেয়ে? এটা কি সত্যি? খবরটা অবশ্য আমিও পাব অমিতকে ফোন করলেই। টিভিতে তো চ্যানেলগুলো খোলা যাচ্ছে না। সব চ্যানেলেই দীপ্ত অলকার রগরগে সব গল্প বেরোচ্ছে। বৈভবীর সময়েও বেরিয়েছিল।”

বাণী থেমে গেলেন।

রিখিয়া অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “সে তো তিন-চার দিন। আবার নতুন কিছু না কিছু ইস্যু উঠে আসবে।”

বাণী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এই ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই সব কিছু জানে। কিন্তু মাঝে মাঝে মিডিয়া যে নোংরামিগুলো করে সেগুলো ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। ওরাও যে পার্ট অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি সেটা ওরা জানে না বোধহয়। বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টের সময় কোন একটা চ্যানেল মনে আছে ঘুরিয়ে আমার দিকেও একটা ইঙ্গিত করেছিল?"

রিখিয়া বলল, "ওরা তো পুলিশের আগেও তদন্ত করে ফ্যালে। রিডিকিউলাস।"

তরুণ দাস নক করলেন। বাণী বললেন, "এসো। হঠাৎ শ্যুটের মাঝে অফিসে এলে, কী ব্যাপার? এনিথিং সিরিয়াস?"

তরুণ চেয়ারে বসে একবার রিখিয়ার দিকে, আর-একবার বাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুবকার সঙ্গে যে ছেলেটি থাকে সে অলকার হাজব্যান্ড ছিল তুমি জানো বাণী?"

বাণী বললেন, "না। আমাকে তো কেউ বলেনি। তোমায় কে বলল?"

তরুণ বললেন, "আমি ভেবেছিলাম তুমি জানবে, তুমি তো সবই জানো।"

বাণী বললেন, "মাঝে মাঝে ইম্পরট্যান্ট ব্যাপারগুলোই মিস করে যাই। এটাও সেরকমই ধরে নাও।"

তরুণ গম্ভীর হয়ে বললেন, “ছেলেটা আজ একটা কাণ্ড করেছে।”

বাণী বললেন, “কী?”

তরুণ বললেন, “দীপ্ত রায়ের গাড়িতে ইট মেরেছে।”

বাণী বললেন, “সে কী!”

তরুণ বললেন, “আজ্ঞে। এবং মেরে-টেরে ভদ্রলোক দিব্যি বুবকার সঙ্গে শ্যুটিংয়ে বসে আছে। এবার তিনি এখানে থাকলে মার্কেটে রটবে আমরা ওনাকে শেল্টার দিয়েছি, তেনাকে তাড়াতে গেলে তোমার ছেলেও যে-কোনো সময় বেঁকে বসবে। না পারছি রাখতে, না পারছি ওগরাতে। এবার তুমি বলো কী করবে?”

বাণী মাথায় হাত দিলেন। বললেন, “যেই ভাবলাম বুবকাকে একটু একটু করে আবার কাজে এনগেজ করে দেব, এদিকে এই একটা জট পেকে গেল ঠিক। বলছি না, খুব খারাপ সময় যাচ্ছে!”

রিখিয়া বলল, “একটা পুজো দিয়ো দিদি মায়ের কাছে।”

বাণী বললেন, "পুজো তো নাহয় দেব, কিন্তু এবার কী করব?" তরুণের দিকে ফিরলেন বাণী, "ছেলেটা কী করছে এখন?"

তরুণ বললেন, "দিব্যি ভালোমানুষের মতো শ্যুট দেখছে। দেখে মনেই হচ্ছে না এত কিছু করে এসেছে।"

বাণী বললেন, "আমি যদি পুলিশে খবর দি? ছেলেটাকে নিয়েও যাবে, বুবকাও কিছু করতে পারবে না। ভাববে ছেলেটাকে খুঁজতেই পুলিশ এসেছিল আসলে।"

তরুণ বললেন, "স্টুডিওতে পুলিশ আসাটা ভালোভাবে যাবে না। দীপ্ত রায় কন্ট্রোভার্সিতে আমাদের নাম জড়িয়ে যাবে। লোকজন এও ভাবতে পারে আমরাই অলকাকে গুম করেছি।"

বাণী উঠলেন, "এখানে বসে থাকলে হবে না। স্টুডিওতে চলো।"

১৯

"যাকে ভালোবাসি, যাকে ভেবেছিলাম সে আমায় ছাড়া কাউকে ভালোবাসতে পারে না, যদি দেখতে পাই সে আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে, তখন সব কিছু শেষ হয়ে যায় গুরু। মনে হয় সবাইকে গুলি করে মেরে দি।"

শুভ বুবকার গাড়ির পিছনের সিটে শুয়ে ছিল।

রাত আড়াইটে। শহরের রাস্তায় গাড়ি সাইড করে মদ খাচ্ছে তারা।

বুবকা বলল, "তুমি ইটটা মারলে কোন বুদ্ধিতে? দীপ্ত রায়ের এতে কোন বালটা ছেঁড়া যাবে? গাড়ির তো ইন্স্যুরেন্স থাকে, তাও যদি গাড়ির ভিতর দীপ্তদা থাকত তাহলে একটা কথা ছিল। কী যে করো না!"

শুভ বলল, "গাড়িটা দেখেই মাথা গরম হয়ে গেল গুরু। যখনই মনে পড়ল ওই গাড়িটা করেই অলকাকে নিয়ে যেত শুয়োরের বাচ্চাটা! মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না।"

বুবকা বলল, "লাভ কী হল, এখন তো কদিন শ্যুটিং দেখতেও নিতে পারব না তোমায়।"

শুভ হাসতে লাগল, "কোনও চিন্তা নেই, আমি ওই সময় গাড়িতে বসে থাকব। আর মামা যদি ধরে নিয়ে যায়, তাহলে তো বেঁচেই গেলাম, কদিন ফোকটে সরকারি খানা খেয়ে আসা যাবে।"

বুবকা বলল, "ওই আনন্দেই থাকো। সরকারি ক্যাল তো আর খাওনি।"

শুভ বলল, "খেয়েছি একবার। কী কেস ভুলে গেছি, তবে খেয়েছিলাম লাঠির বাড়ি। ভুলিনি এখনও, বেজায় ব্যথা হয়েছিল। তবে যাই বলো গুরু, তোমার মা কিন্তু খুব ভালো, কী সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন এখন কদিন শ্যুটিংয়ে এসো না!"

বুবকা বলল, "যুক্তিটা তো বুঝিয়ে বলল। দাদা থাকলে আজ ঝামেলা হত যদি কিছু বলতে আসত। মা বলে কিছু বললাম না।"

শুভ বলল, "যাক গে, বলেছেন যখন, তখন মেনে নিলাম। যাব না স্টুডিওর ভিতর। তবে তুমি কিন্তু গুরু অ্যাক্টিংটা খাসা করো। যখন গিয়ে দাঁড়াও, তখন মনেই হয় না আঠেরো ঘণ্টা বাবার প্রসাদ আর মালের ভরসায় বেঁচে থাকো। আমি হলে তো ওই লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন শুনেই ভিরমি খেয়ে যেতাম। কেমন নেশার মতো হয়ে গেছিল শ্যুটিং দেখা।"

বুবকা হাসতে লাগল, "যাহ্শালা, এটা খিস্তি মারলে না ভালো বললে?"

শুভ বলল, "ভালো বললাম। তোমার গুরু রক্তে অ্যাক্টিং আছে।"

বুবকা বলল, "রক্তে আছে নাকি জানি না। বাপ ঠাকুরদা তো কেউ অ্যাক্টিং করেনি। যাই হোক, অলকার কোনও খোঁজ পেলে?"

শুভ বলল, “না গুরু, আমি ওর বাপের বাড়িতেও খোঁজ করেছিলাম, কোনও লাভ হল না। অবশ্য খোঁজ পেয়েই বা কী হবে? সে পাখি আর ঘরে ফিরবে না।”

বুবকা বলল, “কী করে জানলে? তুমি অন্তর্যামী নাকি?”

শুভ বলল, “গুরু যা করেছিলাম তারপর কি আর ফেরে? ওই দিনটার আগে গায়ে হাত তুলিনি কোনও দিন। ভাবতেই পারিনি। কী যে হল সেদিন, মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না!”

বুবকা বলল, “তোমাকে দোষও দেওয়া যায় না অবশ্য। মাথা গরম হবারই কথা।”

শুভ বলল, “নেতাগুলোও কম হারামি না গুরু। আমাকে রোজ টোন করত। মাথা গরম করাত। যেই দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে ঝামেলাটা করলাম, শালা যেতেই তাড়া দিয়ে দিল। গরিবদের জন্য কোনও নেতা আসে না আসলে। সব টাকার ভক্ত।”

বুবকা গাড়ি স্টার্ট দিল।

শুভ বলল, “কোথায় যাবে? বোতল তো ফাঁকা হতে বহু দেরি!”

বুবকা বলল, “দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে যাব।”

শুভ শুয়ে ছিল। উঠে বসল, “কী করতে?”

বুবকা বলল, “কথা বলব। তুমি শুধু মাথা গরম না করে চুপচাপ বসে থাকবে। একটা কথাও বলবে না।”

শুভ বলল, “মাথা গরম হয়ে গেলে ঝামেলা হয়ে যাবে তো! তার চেয়ে এক কাজ করো, আমি গাড়িতে বসি, তুমি কথা বলো। তবে মালটা এখন ঘুমাচ্ছে তো। ওই ফ্ল্যাটে ঢুকতে তো দেবে না। তা ছাড়া, নিচে সিকিউরিটি আছে।”

বুবকা বলল, “অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের দেওয়াল টপকাব। ওদিকটার দেওয়াল নিচু। সিকিউরিটি বুঝবে না কিছু। তুমি গাড়িতে থেকো।”

শুভ বলল, “ওরে বাবা, সে তো কঠিন ব্যাপার। যদি ধরা পড়ো?”

বুবকা হাসল, “দেখাই যাক না।”

২০

সকাল সাড়ে এগারোটা। চা খেয়ে মুখ বিকৃত করলেন বরাট। থানার চা খেয়ে সুখ নেই। রোজই ভাবেন বাড়ি থেকে আসার সময় ফ্লাস্কে চা নিয়ে আসবেন, কিন্তু কোনও দিনই হয় না। তাড়াহুড়োয় ঠিক গোলমাল হয়ে যায়।

ফোনটা বাজছে। আননোন নম্বর, বরাট ফোন তুললেন, "কে বলছেন?"

"রনি বলছি স্যার থ্রি নিউজ থেকে। ভুলে গেলেন? সেদিন জাকারিয়া স্ট্রিটে কাবাব খাওয়ালেন?"

বরাটের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, "এটা আবার কোন নাম্বার থেকে ফোন করছ?"

"স্যার এটা জিও নাম্বার। ফ্রি পেয়েছি, যদ্দিন কথা বলা যায়।"

"উফ, তোমাদের এই জিও নাম্বারের জ্বালায় অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সবাই শুধু আননোন নাম্বার থেকে ফোন করে।"

"তা যা বলেছেন স্যার। আমারও এক অবস্থা।"

"এবার ঝোলা থেকে বেড়ালটা বের করো তো বাওয়া। ফোন করলে কেন? কোন খবর বের করতে চাও?"

"স্যার দুটো ব্যাপারে ফোন করছি।"

"হুঁ। বলে ফ্যালো।"

"এক, অলকানন্দা মুখার্জির কী হল?"

"ওহ, বুঝেছি, সকাল থেকে তুমি তিন নম্বর।"

"সে কী স্যার, সবাই সব কিছু জেনে গেল নাকি?"

"তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। কেউই কিছু জানতে পারেনি। কারণ আমিও অন্ধকারে এখনও।"

"একটাও কোনও ক্লু পাননি? কল লিস্ট চেক করেছিলেন ফোনের?"

"হ্যাঁ। আর পাঁচটা দিনের মতোই স্বাভাবিক। ইন ফ্যাক্ট সেদিন কাউকে ফোনই করেনি দেখছি।"

"স্যার, আর-একটা প্রশ্ন করি?"

"হুঁ।"

"দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে একজন মহিলা ছিল। কে সে?"

"আরে ভাই, দীপ্ত রায় তো আমাদের বোন বলে পরিচয় করাল। দূর সম্পর্কের বোন, শিলিগুড়িতে থাকে নাকি!"

"হা হা। দেখেছেন স্যার, ঠেলায় পড়লে লোকে বেশ্যাকেও নিজের বোন বানিয়ে দেয়। মেয়েটা এসকর্ট সার্ভিসে কাজ করে।"

বরাট একটু নড়েচড়ে বসলেন, "তুমি এত জানলে কী করে?"

"স্যার আমাদের কাজই তো জানা। ইনফরমেশন টেকনোলজি।"

বরাট বললেন, "হুঁ, সে জেনেছ ভালো করেছ, কিন্তু অলকানন্দা মিসিং-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে নাকি প্রশ্ন সেটাই। না হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ এই সার্চে সবথেকে বেশি জোর আমায় দীপ্ত রায়ই দিচ্ছে। খুব আপসেট হয়ে পড়েছে।"

"ফেক নয় তো?"

"না। হলে বুঝতাম। ইয়ে পেকে গেল ভাই এই কাজ করতে করতে।"

"আচ্ছা স্যার, এবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা করি?"

"ও বাবা, এতক্ষণে শুধু প্রথম প্রশ্নটা করলে?"

"স্যার, আপনি আমার জীবনের দেখা প্রথম এবং শেষ পুলিশ যে রিপোর্টারকে নিজের টাকা খরচ করে কাবাব খাওয়ায়। আপনার ওপর তো একটু বেশি আশা থাকবেই।"

"থাক থাক, আর বার খাইয়ে আকাশে তুলতে হবে না। বলো কী জানতে চাও।"

"বলছি স্যার, বৈভবী আর আগরওয়ালের গাড়িকে যে ট্রাকটা ঠুকেছিল, তার ড্রাইভার এখন পুলিশ কাস্টডিতে আছে না জামিন পেয়ে গেছে?"

বরাট চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন, প্রশ্নটা শুনে চা-টা গিলতে পারলেন না, উঠে বেসিনে গিয়ে পুরোটা ফেলে দিলেন, বললেন, "হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন?"

"স্যার কেউ কেউ মনে করছে অলকার হারিয়ে যাওয়া আর বৈভবীর অ্যাক্সিডেন্টটা ইন্টারলিংকড।"

"কে মনে করছে?"

"অনেকেই স্যার। মিডিয়া মনে করছে, পুলিশেও কেউ কেউ মনে করছে, এই কেসের চার্জ আপনার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে সেরকমও একটা খবর শুনছিলাম।"

বরাটের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল, বললেন, "কে বলল? নাকি আমাকে ব্লাফ মারছ?"

"ওই যে বললাম স্যার, আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনাকে ব্লাফ মারতে যাব কেন বলুন?"

বরাট বললেন, "ড্রাইভারটা তো এখন জেলে আছে। আলিপুরে সম্ভবত। জামিন হয়েছে কি না বলতে পারব না।"

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ এল, "আগের উইকে জামিন হয়েছে স্যার। আপনি জানেন না দেখে অবাক হলাম।"

২১

রিমি খাটে শুয়ে নিঃশব্দে কাতরাচ্ছিল। তার হাত আর পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া। পরনে একটা সুতোও নেই। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ।

অফিস থেকে ফিরে একগাদা মদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপ্ত। রিমিও ঘুমিয়েছিল।

মাঝরাতে উঠে দীপ্ত হঠাৎই রিমির মাথার চুল ধরে ঘুম থেকে তুলে হিসহিস করে বলল, "আমি জানি, তুই ঠিক জানিস অলকা কোথায় গেছে। খুব পিরিত দেখেছি আমি তোদের মধ্যে। বল কোথায় গেছে।"

ঘুম থেকে তুলেই আকস্মিক এই আক্রমণে রিমি প্রথমে হতচকিত হয়ে গেছিল। সামলাতে খানিকটা সময় লাগল তার। তারপর বলল, "আমার কোনও ক্ষতি হলে কিন্তু আপনাকে দায় নিতে হবে। বুঝতেই পারছেন আমি আপনার কেনা চাকর না।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তর মাথায় রক্ত উঠে গেল। রিমিকে মারতে মারতে খাটে শুইয়ে হাত পা বেঁধে দিল সে। মুখে কাপড় গুঁজে দিল। তারপরেই সিগারেট দিয়ে রিমির বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত তৈরি করতে করতে বলতে লাগল, "মাগি তোর শরীর বেচে খাওয়া না? এমন অবস্থা করে দিচ্ছি আর শরীর বেচার কথাও ভাবতে পারবি না সারাজীবন।"

রিমি একসময় অজ্ঞান হয়ে গেছিল। যখন জ্ঞান হল তখন দীপ্ত মদ খাচ্ছে বসে বসে। অসহ্য যন্ত্রণা সারা শরীরে। রিমি উঠল না। মড়ার মতো পড়ে রইল। কলিং বেল বাজল।

দীপ্ত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করল। বেডরুমটা বন্ধ করে ফ্ল্যাটের দরজা খুলল সে। বুবকা দাঁড়িয়ে। দীপ্ত ভুরু কুঁচকাল, "তুমি এত রাতে? ঢুকতে দিল কে?"

বুবকা হাসল, "একটা ভালো মদ খাবার জায়গা পাচ্ছিলাম না দীপ্তদা। স্কচ আছে ভালো?"
দীপ্ত বলল, "রাতের শেষের দিকে তোমার এতদিন পরে আমার সঙ্গে মদ খাবার কথা মনে পড়ল?"

বুবকা বলল, "বাইরে দাঁড়িয়েই কথা বলবে?"

দীপ্ত দরজা ছেড়ে দিল।

বুবকা ড্রয়িং রুমে সোফায় বসল। দীপ্ত দরজা বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বুবকার সামনের সোফায় বসে টিভি চালিয়ে দিল। স্পোর্টস চ্যানেল। কোন একটা ক্রিকেট খেলার হাইলাইটস চলছে।

বুবকা বলল, "এই টিভিটা নতুন নিলে?"

দীপ্ত বলল, "হ্যাঁ। বলো কী বলবে?"

বুবকা বলল, "মিউট করো। কত নিল?"

দীপ্ত টিভিটা মিউট করে বলল, "ভুলে গেছি।"

বুবকা বলল, "গাড়ির কাচের খবর কী? ঠিক করেছ?"

দীপ্ত কয়েক সেকেন্ড বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনলাম শুভ তোমার সঙ্গেই থাকে আজকাল। বুদ্ধিটা কার ছিল? তোমার?"

বুবকা টিভি থেকে মুখ সরিয়ে দীপ্তর চোখে চোখ রাখল, "বৈভবীকে আগরওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে খুন করার বুদ্ধিটাও ভালো ছিল। কার ছিল বুদ্ধিটা? তোমার?"

দীপ্ত উঠল। ডাইনিং টেবিল বড়ো ড্রয়িং রুমের এক কোণে। টেবিলের ওপর একটা স্কচের বোতল ছিল, দীপ্ত বোতল আর দুটো গ্লাস এনে বসল। বুবকাকে একটা গ্লাস দিয়ে বলল, "জল দেব না র খাবে?"

বুবকা বলল, "একার বুদ্ধি তোমার? না সঙ্গে কেউ ছিল?"

দীপ্ত পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল, "কয়েক লাখ টাকা ইনভেস্ট করে নিজের সিনেমার অন্যতম লিড অ্যাক্ট্রেসকে মেরে ফেলব? অ্যাপ্লাই সাম কমন সেন্স বুবকা। তোমার প্রেমিকা ছিল, তুমি প্রেমিকা থাকতেও দেবদাস হয়ে ঘুরে বেরিয়েছ, মারা যাবার পরও দেবদাস হয়ে ঘুরছ। একটু বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করতে বলছি জাস্ট। হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য টার্ম 'অনার কিলিং'? শুনেছ?"

বুবকা গ্লাসে চুমুক দিল, "এই কনসেপ্টটা আগেও ইনজেক্ট করার চেষ্টা হয়েছে আমার মধ্যে। ইন ফ্যাক্ট আমিও তাই ভাবতাম।"

দীপ্ত সিগারেট খেতে গিয়ে থমকাল, "ভাবতে মানে?"

বুবকা হাসল, "এখন ভাবি না। শুধু ভাবি একটা রাইভ্যালরির জন্য একটা নির্দোষ মেয়েকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করে খুন করতে দুবার ভাবো না তোমরা?"

দীপ্তর চোখ লাল হয়ে গেছিল, সে বুবকার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "তোর ওই মাগি যদি রাস্তায় এসে দাঁড়াত পাঁচশো টাকাও রেট দিত না কেউ বুঝলি? বুড়ি ছিবড়ে হওয়া মাল ছিল একটা। গান্ডুর মতো ওর জন্য নিজের কেরিয়রটা নষ্ট করছিস। তোর তো ভালোই হল বে। ওর জন্য অনেক বেশি টাকা খরচ করেছি। কম্পেনসেট করে দিস।"

বুবকা গ্লাসটা ছুড়ে মারল দীপ্ত রায়ের দিকে। দীপ্তর হাতের কাছে একটা পেপারওয়েট ছিল। সেটা ছুড়ে মারল বুবকার দিকে। একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল সেটা। বুবকা উঠে দীপ্তর পেটে একটা সপাটে লাথি মারল। দীপ্ত ক্লান্ত ছিল। বুবকার লাথিটা নিতে পারল না। প্রবল রাগের মাথায় বুবকা পরপর ঘুসি মারতে লাগল দীপ্তর মুখে। দীপ্তর ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

উদ্দেশ্যহীনভাবে বেশ কয়েকবার লাথি ঘুসি মারার পর বুবকা দীপ্তকে ছেড়ে দিল। টেবিল থেকে নিজের গ্লাসটা নিয়ে স্কচটা শেষ করল। দরজা খুলে বেরোতে যাবে, দীপ্ত ওখান থেকেই চ্যাঁচ্যাল, "হেই সন অফ আ বিচ, শুনতে যখন চেয়েছিস তখন জেনেই যা, দ্য প্রোজেক্ট ওয়াজ কো-প্রোডিউসড বাই মিস্টার তথাগত মিত্র। বেস্ট অফ লাক। যা এবার বাল।"

বুবকা একটু থমকে দাঁড়াল।

তারপর বেরিয়ে গেল।

২২

"গল্প লেখার সবথেকে খারাপ জিনিস কী জানেন?"

দীপ্তানুজ প্রশ্ন করল। তারা লোলেগাঁও পৌঁছেছে কিছুক্ষণ আগে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হ্যাংগিং ব্রিজের দিকে যাচ্ছে। প্রীতিকা নুনের প্যাকেট নিয়েছে ব্যাগে। জোঁকের ভয় এখানে খুব।

তথাগত বলল, "কী?"

দীপ্তানুজ বলল, "অনেক কষ্ট করে লিখলাম, তারপর যদি কেউ বলে গল্পটা কোথাও শুনেছে।"

তথাগত বলল, "প্লটের মিল তো অনেক সময় কাকতালীয় ভাবে মিলে যেতেও পারে। অবশ্য অনেকেই আছে মিল না থাকলেও কষ্টকল্পনা করে মেলাতে ভালোবাসে। এটা ওটার মতো বলার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে।"

প্রীতিকা বলল, "দ্যাট ফেমাস সিনেমাটা, কী যেন নাম, অরিত্রর সেকেন্ড সিনেমাটা, ওর ব্যাপারে যে কথাটা উঠেছিল সেটা মনে আছে? গোটা সিনেমাটার গল্পটাই নাকি আসলে রুদ্রশেখরের একটা গল্প অবলম্বনে ফার্স্ট টু লাস্ট টোকা। রুদ্রশেখর অদ্ভুতভাবে চেপে গেল সে সময়টা। নইলে ব্যাপারটা নিয়ে কম জল ঘোলা হয়নি।"

তথাগত ক্যামেরাটা নিয়ে জঙ্গলের ছবি তুলছিল, প্রীতিকার কথায় অবাক হয়ে বলল, “তুমি তো দেখছি এসব ব্যাপারে আমার থেকেও বেশি জানো। কোত্থেকে শুনলে বলো তো?”

প্রীতিকা বলল, “গোটা ইন্ডাস্ট্রি জানে। শুধু তুমিই জানো না।”

দীপ্তানুজ বলল, “আমার ট্রুথ হাউজের গল্পটা একজনকে শুনিয়েছিলাম। যেই ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ারের পার্টটা শুনেছে, বলছে এরকম একটা সিনেমা নাকি হয়েছে। ভাবুন জাস্ট, ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার নিয়ে আর কোনও সিনেমা বানানো যাবে না? অথচ এই সিনেমাটার মেইন কনসেপ্টটা কিন্তু ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার না, ট্রুথ হাউজ।”

প্রীতিকা বলল, “কোন সিনেমাটা হয়েছে?”

দীপ্তানুজ নামটা বলল।

তথাগত বলল, “শিট, এ তো অন্য প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে গেল। সিনেমাটা দেখা যাবে? তাহলে অ্যাটলিস্ট কম্পেয়ার করে দেখা যেত।”

দীপ্তানুজ বলল, “কলকাতায় গিয়ে নাহয়...”

তথাগত ভ্রূ কুঁচকাল, "ওকে, ভুলো না, ফুলপ্রুফ না হলে মাকে শোনাব না, তরুণ দাস বড়ো খুঁত ধরা ডিসগাস্টিং একটা লোক।"

প্রীতিকা বলল, "সেক্ষেত্রে ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার না রেখে অন্য কিছুও তো রাখা যেতে পারে?"

তারা হ্যাংগিং ব্রিজে উঠল। একটু হেঁটেই প্রীতিকা বলল, "আমার শুধু মনে হচ্ছে পড়ে যাব।"

তথাগত প্রীতিকার হাত ধরল।

দীপ্তানুজ বলল, "ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার না রেখে কী রাখব তাহলে?"

তথাগত বলল, "ভাবো ভাবো, ব্রেইন স্টর্মিং করো। ট্রুথ হাউসের কনসেপ্টটা রেখে যেটা খুশি ভাবো। ইউ আর ফ্রি টু থিংক। শুধু বুঝে নিয়ো গল্প যেন মৌলিক হয়। নইলেই ঝামেলা।"

ব্রিজ থেকে নেমে প্রীতিকা বলল, "এই ব্রিজটায় চড়ার জন্য এত দূর এলাম?"

দীপ্তানুজ বলল, “এখন তো মেঘ আছে, একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, সেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব ভালোমতো দেখা যায়।”

তথাগত বলল, “সকাল থেকে আজ কী হয়েছে কে জানে, মোবাইলের টাওয়ার পাচ্ছি না, তোমরা কেউ পাচ্ছ?”

দীপ্তানুজ কাঁচুমাচু মুখে বলল, “আমার ফোনটা কাল রাতে চার্জ দিতে ভুলে গেছিলাম। সকালে বেরোনোর সময় দেখি সুইচড অফ হয়ে পড়ে আছে।”

প্রীতিকা বলল, “আমার আর তোমার তো একই সার্ভিস প্রোভাইডার। অন্য কোনও সিম থাকলে ভালো হত।”

সামনে এক ভদ্রলোক জঙ্গলে ফটো তুলতে ঢুকেছিলেন, লাফাতে লাফাতে বেরোলেন, দু পায়ে দুটো জোঁক জড়িয়ে ধরেছে, প্রীতিকা তাড়াতাড়ি গিয়ে নুন ছিটিয়ে দিল। তথাগত সন্দিগ্ধ চোখে নিজের জুতোজোড়া দেখে নিল। বলল, “এইখানে শ্যুটের কথা কিছুতেই ভাবা যাবে না। এত জোঁকে কীভাবে কাজ করব?”

দীপ্তানুজ বলল, “বাবুনবাবুকে তাহলে বলে দিতে হবে।”

তথাগত বলল, "কিন্তু তোমার গল্প ফাইনাল করো আগে। নইলে তো এখানে আসাটাই বৃথা হয়ে যাবে।"

দীপ্তানুজ বলল, "আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আপনিও একবার আগের সিনেমাটা দেখে নিন।"

তথাগত বলল, "বেশ।"

তারা গাড়িতে গিয়ে উঠল। প্রীতিকা বলল, "লাঞ্চের কথা ভাবছ না তো কেউ? ব্রেকফাস্ট তো হেভি করেই বেরিয়েছিলাম।"

তথাগত বলল, "আমার তো এখানে কিছুক্ষণ পর পরই খিদে পাচ্ছে। যাই হোক, তাতে সমস্যা নেই, লাভায় গিয়ে খেয়ে নেওয়া যাবে দেন।"

তথাগতর ফোনটায় একটা মেসেজ এল। তথাগত বলল, "এই দ্যাখো, টাওয়ার লুকোচুরি খেলছে এদিকে আবার এসএমএস আসছে। কে দেখি... ওহ ইদ্রিশ, লিখেছে কল ইমিডিয়েটলি, আর্জেন্ট।"

তথাগত প্রীতিকার দিকে তাকাল।

দীপ্তানুজ বলল, "কোনও হোটেলে দাঁড়ানো যাক তাহলে। আপনি ফোনটা সেরে নিন।"

২৩

বাণীর ঘুম ভেঙেছে সকাল সাড়ে এগারোটায়। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে দেখলেন বুবকা কোথাও যাবার জন্য জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে বসে আছে।

বললেন, "এখন উঠলে? কোথাও যাবে?"

বুবকা কাগজ পড়ছিল। শুধু বলল, "হ্যাঁ।"

বাণী বললেন, "শ্যুট কটা থেকে আজ?"

বুবকা বলল, "সাতটা।"

বাণী বললেন, "এখন কেমন লাগছে? ইন্টারেস্ট পাচ্ছ কিছু?"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি বেরোব এখন।"

বাণী বললেন, "খেয়ে নিয়ে বেরোও।"

বুবকা বলল, “বাইরে খেয়ে নেব। দেরি হয়ে যাবে।”

বাণী উঠে রান্নাঘরে গেলেন। রান্নার মেয়েটার রান্না সবে শেষ হয়েছে। ওখান থেকেই বললেন, “খেয়ে যাও। রান্না হয়ে গেছে।”

বুবকা কিছু বলল না।

বাণী মেয়েটাকে বলে দিলেন বুবকাকে খেতে দিতে।

টেবিলে এসে বসলেন। বললেন, “তোমার বাবার সঙ্গে শেষ কবে তোমার দেখা হয়েছে?”

বুবকা বলল, “ভুলে গেছি।”

বাণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, “একদিন বাড়ি থেকো। কথা বোলো। এক কাজ করা যাক, এই রবিবারটা আমরা সবাই বাড়ি থাকি। লাঞ্চে কোথাও সবাই একসঙ্গে খেতে যাই। আগে যেমন যেতাম। আমরা প্রতি রবিবারেই এটা করতে পারি। ফার্স্ট ডে কোথায় যাব সেটা তুমি ঠিক কোরো।”

বুবকা বলল, "ফার্স্ট ডে-টা বউদি ঠিক করুক। নিউয়েস্ট ইন দ্য ফ্যামিলি, ওকেই বোলো।"

বাণী খুশি হলেন, বললেন, "ওকে, ডান। ওরা পরশু ফিরছে। রবিবারে কারও কোনও প্রবলেম হবে না আশা করি।"

বুবকাকে ভাত দিল মেয়েটা। বুবকা খেতে শুরু করল। বাণী মোবাইল ঘাঁটছিলেন। ফোন অন রেখেই ঘুমাতে যান, তবে সাইলেন্ট থাকে।

ভ্রূ কুঁচকে নাম্বারগুলো দেখতে দেখতে একটা নাম্বারে কলব্যাক করলেন তিনি, কয়েক সেকেন্ড কথা বলার পরই ফোনটা কেটে বুবকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কাল দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকে ওকে মারধর করে এসেছ?"

বুবকা খাচ্ছিল। খাওয়া বন্ধ না করে নিস্পৃহ গলায় বলল, "না তো, কে এইসব রটাচ্ছে?"

বাণী বুবকার দিকে তাকালেন। ছোটোবেলায় স্কুলে মারপিট করে এসেও ছেলেটা এভাবেই ঠান্ডা থাকত।

বললেন, "আমাকে যে ফোন করেছে সে তো বাজে খবর দেবে না। তুমি কেন স্বীকার করছ না বুবকা?"

বুবকা মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, "ব্রেকিং নিউজে দেখাচ্ছে?"

বাণী বললেন, "তুমি একজন সেলিব্রিটি হয়ে একটা হাউসের মাথাকে মেরে চলে আসবে, আর ভেবেছ এই খবরটা কেউ জানবে না? কেন করলে এরকম?"

বুবকা বলল, "দীপ্ত রায় স্বীকার করেছে বৈভবীকে মার্ডারের পিছনে ওর হাত আছে।"

বাণী বুবকার দিকে তাকালেন। বুবকার কোনও উত্তেজনা নেই। আবার খাওয়া শুরু করেছে।

বাণী বললেন, "এটা তুমি ওকে মেরে ধরে জানতে পারলে?"

বুবকা বলল, "আরও জানতে পারলাম এই প্ল্যানে ওর সঙ্গে দাদাও ছিল।"

বাণী আড়চোখে দেখলেন রান্নার মেয়েটা আছে নাকি। মেয়েটা রান্নাঘরেই আছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ এটা একটা ট্র্যাপ? দীপ্ত মিথ্যে বলছে? এই পুরো ব্যাপারটাই দীপ্ত করিয়েছে যাতে তোমার সঙ্গে তোমার দাদার ঝামেলা বেধে যায়।

আমাদের ফ্যামিলিতে যত ঝামেলা থাকবে তত ও কমফর্টেবল পজিশনে থাকবে। সেটা বোঝো?"

বুবকা বলল, "বুঝি। আমি তো কোনও রিঅ্যাক্ট করিনি। করেছি কি?"

বাণী অসহায় বোধ করলেন। এই বুবকাকে তিনি চিনতে পারছেন না। এর চেয়ে ঝামেলা করত, চ্যাঁচামেচি করত, তাহলে অন্তত বুঝতে পারতেন বুবকা রেগে আছে। এভাবে তো বুবকাকে পড়াই যাচ্ছে না!

বললেন, "তুমি খেয়ে কোথায় যাবে?"

বুবকা বলল, "বলা যাবে না।"

বাণী বললেন, "কেন বলা যাবে না জানতে পারি?"

বুবকা উঠল, "আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না। আমি বেরোই।"

অনেকটা খাবার না খেয়েই বুবকা উঠে গেল। বাণী বললেন, "এমন কিছু কোরো না, যাতে যেটুকু সম্মান অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও নষ্ট হয়ে যায়।"

বুবকা মুখ ধুচ্ছিল।

মুখ মুছে বাণীর সামনের চেয়ারে এসে বসে বলল, “মা, আমি জাস্ট তোমাকে একটা ফেয়ার চান্স দিতে চাই। তুমি শুধু আমাকে একটা কথা জানাও। বৈভবীর মার্ডারে তুমি কি যুক্ত আছ না নেই? আশা করব মিথ্যে কথা বলবে না।”

বাণী বুবকার চোখে চোখ রেখে বললেন, “মাকে খুনি বলতে চাইছ তুমি? তুমি ভুলে যেয়ো না সিপিকে বলে আমিই বৈভবীর কেসটা রি-ওপেন করিয়েছি।”

বুবকা হাসল, “বিশ্বাস করো, অন্য কারও থেকে যখন জানতে পারি ঘরের কেউ ব্যাকস্ট্যাব করেছে, খুব কষ্ট হয়।”

বাণী বললেন, “যেখানে যাচ্ছিলে যাও। দেরি হয়ে যাবে।”

বুবকা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, “রবিবারের প্রোগ্রামটা বউদির সঙ্গে কথা বলে জানিয়ে দিয়ো কোথায় হবে। এলাম।”

বাণী চুপ করে বসে থাকলেন।

বুবকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

২৪

"মিস্টার বরাট, আপনি একটু বলবেন বৈভবী এবং আগরওয়ালের অ্যাক্সিডেন্ট কেসটার জিস্টটা? বেশি সময় না নিয়ে অবশ্যই।"

এসি চলছিল। তবু বরাটের ঘাম হচ্ছিল। তিনি রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, "স্যার, উনত্রিশে মার্চ রাতে ওঁরা দুজন মন্দারমণি যাচ্ছিলেন।"

"এক মিনিট। আপনি কী করে জানলেন ওঁরা মন্দারমণিই যাচ্ছিলেন?"

"স্যার, ড্রাইভারকে আগরওয়াল সেদিন বিকেলে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন মন্দারমণি যাবেন।"

"ওকে। মানে প্ল্যানটা চেঞ্জ হলেও কেউ কিছু জানতেন না, তাই তো?"

"হ্যাঁ স্যার। আমরা ড্রাইভারের বক্তব্যটাতে গুরুত্ব দিয়েছি।"

"বেশ, গো অ্যাহেড।"

"এর পরের ঘটনা স্যার তো সবাই জানে। কাগজেও বেরিয়েছে।"

"কাগজে বেরোনো আর আপনার মুখ থেকে শোনার মধ্যে অনেক তফাত আছে বরাট। আপনি বলে যান। আমরা শুনছি।"

"এর পরে সাঁতরাগাছি পেরিয়ে বম্বে রোডে পড়ে ওরা অ্যাক্সিডেন্টটা করে।"

"কী করে, বলুন।"

"মানে, গাড়িটা রং সাইড থেকে একটা ট্রাককে ওভারটেক করতে যায়, ট্রাকটা বোঝেনি, আচমকা লেগে যায় গাড়িতে। গাড়িটা পালটি খায়। দুজনেই স্পট হয়ে যায়।"

"হুঁ। গুড। গাড়ির ড্রাইভারকে কী কেস দেওয়া হয়েছিল?"

"ফাইল দেখতে হবে স্যার।"

"ফাইল দেখতে হবে কেন?"

"স্যার অনেক দিন তো হয়ে গেল, এখন ঠিক মনে পড়ছে না আর কি।"

“বাহ। খুব রেসপন্সিবল লোক তো আপনি। ভেরি গুড। তা ভুল করেও নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা করা হয়নি?”

“ইয়ে স্যার মনে পড়ছে না।”

“আমি মনে করিয়ে দেব বরাটবাবু? একটা পেটি কেস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। খুবই পেটি কেস,

ছেলেটার জামিন পর্যন্ত হয়ে গেছে। জানেন আপনি জামিন হয়ে গেছে?”

“না স্যার, জানি না।”

“এক্সপেক্টেড। আচ্ছা আপনি কী করেন থানায় এসে? নাকি সারাদিন ট্রাক ধরেন আর নোট গোনেন?”

“ছি ছি স্যার এসব কী কথা!”

“এই কেসটা কত টাকায় ডিল হয়েছিল? একজ্যাক্ট অ্যামাউন্টটা কত?”

“এসব কী বলছেন স্যার!”

"আপনার ভুলে যাবার বহর দেখে তো আরও অনেক কিছুই মনে পড়ছে। এই মুহূর্তে আপনাকে এই কেস থেকে রেহাই দেওয়া হল। আপনি কৌশিক রায়কে চার্জ হ্যান্ডওভার করে দেবেন। শো কজ খাবেন একটা হালকা করে। লিখিত উত্তর তো, একটু সাবধানে দেবেন। দেখবেন ডিপার্টমেন্টাল ইনভেস্টিগেশন না শুরু হয় আপনার এগেনস্টে। খুঁটি আছে?"

"না না স্যার, ওসব নেই।"

"থাকলে কি আর বলতেন? আচ্ছা, আপনি একটা এইচআইজি ফ্ল্যাট কিনেছেন না রিসেন্টলি রাজারহাটে? কত দিয়ে যেন?"

"ইএমআই স্যার। কী এমন পড়ে।"

"সে তো বটেই, পঞ্চান্ন লাখের ফ্ল্যাটের আর কী এমন ইএমআই পড়ে। আপনি তো দেখছি অঙ্কেও খুব পাকা। বেশ বেশ। আপনি যেতে পারেন।"

ঘরটা থেকে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে বরাট একটা নম্বরে ফোন করলেন। নম্বরটি নেটওয়ার্ক সীমার বাইরে বলছে।

বাইরে এসে গাড়িতে উঠলেন। অস্থির লাগছে মাথা। ড্রাইভারকে বললেন, "কোন চায়ের দোকানে দাঁড় করাস।"

ড্রাইভার গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় নামল। ফোনটা বাজছিল আবার। বরাট ধরলেন, "কে?"

"স্যার আপনি আমার নম্বরটা এখনও সেভ করেননি?"

"বলো বলো কী বলবে? বেকার ভাট বোকো না তো! মেজাজ গরম আছে।"

"কেন স্যার? ডিসিশনটা জানিয়ে দিল?"

"হুঁ।"

"দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে তুলকালাম হয়েছে কাল, শুনেছেন তো?"

"আমি শুনে কী করব? নাচব? তুমি তো জানোই এই কেসের চার্জে আমি নেই।"

"স্যার কৌশিক রায় খুব বাজে লোক।"

"বাজে মানে?"

"মানে অনেস্ট স্যার।"

"আমাকে এসব বলছ কেন?"

"মানে স্যার আপনাকে তো রেসপেক্ট করি, এমনিই বললাম।"

"আর বলে কী করবে?"

"হ্যাঁ স্যার। আপনার ট্রান্সফারটাও পাক্কা। একদম ঘোড়ার মুখের খবর স্যার।"

"তুমি খুশি তো?"

"আমি কেন খুশি হব স্যার? আপনি আমাকে কাবাব..."

বরাট ফোনটা কেটে দিলেন।

বাকিটা শোনার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

২৫

"তোমার ছেলে হাতের বাইরে চলে গেছে বাণী।"

তরুণ টেবিলের পেপারওয়েটটা নাড়তে নাড়তে কথাটা বললেন।

বাণী গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। বললেন, "কেন, শ্যুটিংয়ে এসেছে তো, ঠিক ঠাক ছিল না আজ?"

তরুণ বললেন, "কেন থাকবে না, ওর রক্তে অভিনয়।"

বাণী তরুণের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "তবে? সমস্যাটা কী?"

তরুণ বললেন, "ও কিছু একটা আন্দাজ করেছে। ওর চোখ সেটা বলছে।"

বাণী বললেন, "দীপ্ত কিছু একটা প্ল্যান করেছে তরুণ, ওকে যতটা ভালো ভাবতাম ও ততটাই খারাপ। বুঝতে পারছ ওর প্ল্যানটা?"

তরুণ বললেন, "হ্যাঁ, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে লড়াতে চাইছে। তোমাকেও সন্দেহের বাইরে রাখেনি বুবকা দীপ্তর কথা শোনার পরে। এর মানে তোমার সোনার সংসারে ভাঙন।"

বাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সংসার আমার কোনও কালেই সোনার ছিল না তরুণ। সেটা তোমার থেকে ভালো কারও জানার কথা নয়।"

তরুণ বললেন, "তবু। এবার তো ডিজাস্টার আসছে।"

বাণী বললেন, "বুবকা এখনও ফ্লোরে আছে?"

তরুণ বললেন, "আছে।"

"আর ওই ছেলেটা?"

"গাড়িতে আছে। তোমার কথা শুনেছে।"

বাণী বললেন, "আর শুনে কী হবে? স্বয়ং ছেলেই তো দীপ্তকে মেরে এসেছে।"

তরুণ বললেন, "বেশ করেছে। বাপ কা বেটা।"

বাণী বললেন, "এভাবে মাথা গরম করাটা কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না তরুণ। আমি তো অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে এখনও পুলিশ বুবকাকে অ্যারেস্ট করছে না কেন?"

তরুণ বললেন, “কারণ ওদিকেও অনেক ভাঙাগড়া চলছে।”

বাণী অবাক হলেন, “মানে?”

তরুণ বললেন, “বরাটকে সরিয়ে দিয়েছে বৈভবী মার্ডার কেসের চার্জ থেকে। নতুন অফিসার এসেছে।”

বাণী বললেন, “তুমি কোত্থেকে জানলে?”

তরুণ বললেন, “জেনে গেছি, না জানার তো কিছু নেই। সর্বক্ষণ ফ্লোরে পড়ে আছি বলে ভেবেছ আমি কিছুই জানি না?”

বাণী বললেন, “তার মানে আবার সব নতুন করে...?”

তরুণ বললেন, “হ্যাঁ, তবে এতদিন পরে কেস রি-ওপেন হবে। কতটা কী হবে সে ব্যাপারে আমি অতটা নিশ্চিত হতে পারছি না।”

বাণী বললেন, “নিজেকে কুন্তীর মতো মনে হচ্ছে। ছেলেরা যুদ্ধ করবে, আর আমি কিছুই করতে পারছি না।”

তরুণ বললেন, "আবার ভুল করছ। এক্ষেত্রে তুমিও সাসপেক্ট লিস্টে আছ। ভুলে গেলে, সিনেমাটা করতে বুবকাকে সবচেয়ে বাধা তুমিই দিয়েছিলে?"

বাণী বললেন, "বুবকা আমার সবথেকে প্রিয় সন্তান তরুণ। বৈভবী আমার পুত্রবধূ হয়ে আসবে এটা আমার কাছে এখনও দুঃস্বপ্ন। অ্যাক্সিডেন্ট হোক কিংবা মার্ডার, যা হয়েছে তা কি খুব খারাপ হয়েছে?"

তরুণ বাণীর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, "বুবকার তোমার সম্পর্কে সন্দেহটা অমূলক নয় বলতে চাইছ?"

বাণীর ফোন বাজছিল। ফোনটা দেখে বললেন, "নাও, তথাগত ফোন করছে।"

তরুণ গম্ভীর মুখে বললেন, "আমার প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছ?"

বাণী ফোনটা ধরলেন, "বলো।"

"মা, বুবকা ফোন করেছিল।" তথাগতর গলাটা থমথমে।

বাণী ঠান্ডা গলায় বললেন, "কী বলছে? তোমায় হুমকি দিয়েছে?"

তথাগত বলল, “না, স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করেছে এই রবিবার কোথায় নাকি সবাই মিলে লাঞ্চ করতে যাবে, প্রীতিকাকে ভেনু ঠিক করার জন্য ফোন করেছিল।”

বাণী বললেন, “এ তো ভালো ব্যাপার, তোমার গলাটা এরকম লাগছে কেন? তোমার ফোনেরই বা কী হয়েছিল, কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না!”

তথাগত বলল, “লোলেগাঁও গেছিলাম লোকেশন দেখতে। কোনও কারণে টাওয়ার পাচ্ছিলাম না।”

বাণী বললেন, “এটা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দাও। তোমার গলাটা এমন লাগছে কেন? সবাই ঠিক আছ তো?”

তথাগত বলল, “এরকম লাগছে কারণ আমি খবর পেলাম বুবকা কাল দীপ্ত রায়ের বাড়ি গিয়ে দীপ্তর সঙ্গে ঝামেলা করে এসেছে। মারধরও করেছে এবং সেটা একতরফা।”

বাণী বললেন, “তোমাকে সে খবরটা কে দিল? দীপ্ত নিজে?”

একটু ইতস্তত করে তথাগত বলল, “হ্যাঁ।”

বাণী বললেন, “বাহ, বেশ। তো তোমাকে দীপ্ত এটা বলেছে যে সে বুবকাকে বলেছে বৈভবীকে মারার প্ল্যানে তুমিও ছিলে ওর সঙ্গে?”

তথাগত রাগি গলায় নিজের মনেই একটা গালাগালি দিয়ে বলল, “সরি, এটা তোমাকে বুবকা বলল?”

বাণী বললেন, “হ্যাঁ। তো এরপরও তুমি দীপ্ত রায়ের ফোন ধরবে তো? তোমাকে আগেই বলেছিলাম যে শত্রুর সঙ্গে কখনও সব কথা শেয়ার করতে নেই। আশা করি মনে আছে কথাটা?”

তথাগত বলল, “বুবকার গলা শুনে তো সেরকম কিছু মনে হল না!”

বাণী বললেন, “সেটা বুবকা জানে, আমাকে জিজ্ঞেস করে কী করবে! ওদিকে বরাটেরও ট্রান্সফার হয়ে গেল।”

“হ্যাঁ, সেটা শুনেছি।”

“তোমার লোকেশন দেখা কি এখনও চলছে?”

"না, হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আর-একটা দিন থাকব। এখন মনে হচ্ছে কাল সকালেই যে ফ্লাইট পাই চলে আসি।"

"উঁহুঁ। তুমি এক কাজ করো, আরও দুদিন এক্সটেন্ড করো। ওখানে থেকে যাও।"

"মানেটা কী? এখানে আমি কী করব? কত কাজ আছে কলকাতায়!"

"আমি বলছি তুমি এটাই করবে। আমি আগে পরিস্থিতিটা দেখতে চাই। তারপর ডিসিশন নেব কী করতে হবে।"

বাণী ফোনটা কেটে দিলেন।

তরুণ বললেন, "আমি প্রশ্নটার উত্তরের জন্য বসে আছি বাণী।"

বাণী ক্লান্ত গলায় বললেন, "সবাই একরকম হলে কী করে হবে বলো তো তরুণ?"

২৬

দীপ্ত অফিসে ছিল। রিসেপশনিস্ট ফোন করে জানাল পুলিশের কেউ একজন দেখা করতে এসেছেন।

দীপ্ত ভ্রূ কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে, পাঠিয়ে দিন।"

কৌশিক দীপ্তর চেম্বারে ঢুকে বললেন, "বাহ, আপনার তো বেশ রুচি আছে মশাই।"

দীপ্ত বলল, "চা না কফি?"

কৌশিক বললেন, "ডিউটি আওয়ারসে কিছু খাই না।"

দীপ্ত বলল, "ডিউটি আওয়ারসের পরে কী কী খান?"

কৌশিক প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "সবার কাছ থেকে সব কিছু খাওয়া যায় না জানেন তো। আমি আবার পার্টনার চয়েজের ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। বাজে স্বভাব, কান্ট হেল্প ইট, বুঝলেন কি না?"

দীপ্ত বলল, "আমি পার্টনার হিসেবে খারাপ নই, সেটা সবাই বলে কিন্তু।"

কৌশিক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "অলকানন্দা মুখার্জিও তাই বলতেন নাকি?"

দীপ্ত বলল, "অফকোর্স।"

কৌশিক বললেন, "তা এখন বলছেন না কেন?"

দীপ্ত বলল, "দেখুন, সবার আগে তো আমিই চাই অলকা কোথায় আছে সেটা জানতে। আমি তো অনেকবার আপনাদের রিকোয়েস্ট করেছি কেসটায় যেন হায়েস্ট প্রায়োরিটি দেওয়া হয়।"

কৌশিক বললেন, "আচ্ছা! জানতাম না তো। আপনি ফোর্স করেছেন যখন তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে। আপনি একজন পাওয়ারফুল লোক মিস্টার রায়। এখানে আসার আগে তিনটে জায়গা থেকে ফোন এসে গেছে।"

দীপ্ত হাসল, "আমি কাউকে কিছু বলতে বলিনি। সেটা ভাবলে ভুল ভাববেন।"

কৌশিক সিগারেটটা অর্ধেক খেয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, "আচ্ছা। আপনার ফ্ল্যাটে একটি মেয়ে আছে, আপনি বলেছেন উনি আপনার বোন?"

দীপ্ত পেপারওয়েটের দিকে মনোযোগ দিল, "হ্যাঁ, দূর সম্পর্কের, শিলিগুড়ি থাকে।"

কৌশিক বললেন, "বেশ। আপনি শরদিন্দু পড়েছেন? আপনারা প্রোডাকশন হাউজ চালান, পড়াশোনা করেছেন আশা করব। অবশ্য আপনাদের সিরিয়ালগুলো দেখলে মনে হয় না কেউ পড়াশোনা করেন বলে, সেই একই বালবিচি জিনিস চালিয়ে যাচ্ছেন গতে ফেলে। সরি, স্ল্যাং ইউজ করে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না। যে কথা বলছিলাম, শরদিন্দু পড়েছেন?"

দীপ্ত বলল, "সব পড়িনি কিছু কিছু পড়েছি। ব্যোমকেশ পড়েছি খানিকটা।"

কৌশিক মাথা নাড়লেন, "না, এটা ব্যোমকেশ রিলেটেড না। যাক গে, একটা গল্প আছে, যেখানে এক বাদশার কাজই ছিল নারী ভোগ করা। প্রতিদিন নতুন নতুন নারী। তা হয়েছে কী..."

দীপ্ত বাধা দিল, "এসব গল্প আমাকে শুনিয়ে কী বলতে চাইছেন অফিসার?"

কৌশিক আবার প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললেন, "ডাক্তার বলেছে সিগারেট কম খেতে, বুঝলেন? তা হাফ করে খাচ্ছি। আশা করি ডাক্তারের বাবার এতে কোনও অসুবিধা হবে না। বাদ দিন, আমি যখন একটা কথা বলব, বাধা দেবেন না বুঝেছেন? এসিতে আছেন, এসি গাড়িতে চড়ছেন, বন্ধ ঘরে যখন থার্ড ডিগ্রি খাবেন তখন বুঝবেন পুলিশ কী জিনিস, এখনও বোঝেননি।"

দীপ্ত রেগে বলল, "এসব কী ভাষায় কথা বলছেন?"

কৌশিক অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন, "কোন ভাষায় কথা বলব বলুন দেখি আপনার সঙ্গে! আপনিই ঠিক করে দিন নাহয়।"

দীপ্ত বলল, "আপনি আমার রিচ জানেন না।"

কৌশিক বললেন, "আপনিও আমার রিচ জানেন না। নিন্দুকেরা বলে নরকেও আমি লোক-টোক রাখি, বুঝলেন?"

দীপ্ত বলল, "আমি আপনাকে আর কিচ্ছু বলব না। আমার লইয়ার আপনার সঙ্গে কথা বলবে।"

কৌশিক বললেন, "বেশ তো। সে আপনি যাকে খুশি আমার সঙ্গে কথা বলাতে পাঠাতে পারেন। যাই হোক, একটা কথা বলুন দিকি, বরাটের সঙ্গে কত টাকায় ডিল হয়েছিল?"

দীপ্ত বলল, "কী উলটোপালটা কথা বলছেন? বরাটের সঙ্গে আমার ডিল কেন হবে?"

কৌশিক সিগারেটটা আবার অর্ধেক খাওয়ার পর অ্যাশট্রেতে বাকি ভাগটা গুঁজলেন, বললেন, "আপনি অ্যাক্টিং করতে পারেন তো! ভালো অ্যাক্টিং জানেন আপনি, দেখতেও ভালো, কী যে করছেন।"

দীপ্ত গম্ভীর হয়ে বলল, "সেটা আমার পার্সোনাল চয়েস, হু দ্য হেল আর ইউ যে আমাকে এসব কথা বলছেন। দু টাকার অফিসার!"

কৌশিক মুখে চুক চুক শব্দ করতে করতে বললেন, "ওসব বলবেন না, টাকার কথা বলে দুঃখ বাড়াবেন না। বরাটের ট্রান্সফার হয়েছে শুনেছেন তো?"

দীপ্ত বলল, "না, আমি কিছু জানি না তো।"

কৌশিক হাসতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বললেন, "আপনি তো কিছুই জানেন না দেখি। বাবার নামটা জানেন তো?"

দীপ্ত রেগে উঠে দাঁড়াল, "জাস্ট গেট আউট ফ্রম হিয়ার। আপনি কোথায় পা দিয়েছেন সেটা আপনি নিজেও জানেন না।"

কৌশিক কাঁধ ঝাঁকালেন, "আমি একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম, বেশ তো, আপনি কথা বলতে চান না। আমার কী! আচ্ছা শুনুন,এখন অবধি যা যা বললাম সেগুলো নিশ্চয়ই অনেককে এবার আপনি রিলে করে শোনাবেন, সেসব হয়ে গেলে একবার থানায় আসবেন। আজকেই। সরকারি নিমন্ত্রণপত্রখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি একটু পরেই। বাই।"

কৌশিক দীপ্তর উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দীপ্তর হাতে তার ফোনটা ছিল। সেটাই দেওয়ালে ছুড়ে মারল রাগের মাথায়।

২৭

"তার মানে তোমাকে এখন নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে?" প্রীতিকা বলল।

বাইরে অন্ধকার। সব কটেজগুলোয় আলো নিভে গেছে। কটেজের সামনের বারান্দার চেয়ারে বসেছিল তারা।

তথাগত বলল, "আলোটা নিভিয়ে দেব?"

প্রীতিকা বলল, "কেন?"

তথাগত বলল, "অস্বস্তি হচ্ছে কেমন একটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।"

প্রীতিকা বলল, "এখন কটা বাজে?"

তথাগত মোবাইল দেখল, "দশটা।"

প্রীতিকা বলল, “ভাবা যায়? কলকাতায় এখন...”

তথাগত বলল, “হুঁ, দীপ্তানুজ পৌঁছল নাকি কে জানে!”

প্রীতিকা বলল, “ও ট্রেনে গেল তো। ফ্লাইটে না।”

তথাগত বলল, “ওহ। হ্যাঁ। তিস্তার ওখানে জ্যাম ছিল শুনছিলাম। পাহাড়ে একবার ধ্বস নামলে বিচ্ছিরি ব্যাপার কিন্তু।”

প্রীতিকা বলল, “সম্পর্কেও।”

তথাগত বলল, “মানে?”

প্রীতিকা বলল, “তোমাদের পরিবারে যেমন।”

তথাগত বলল, “হুঁ।”

প্রীতিকা বলল, “তুমি বুবকাকে ভয় পাও না?”

তথাগত বলল, “আমি কেন ভয় পেতে যাব? তবে হ্যাঁ, ও মাঝে মাঝে নিজের লিমিটটা বোঝে না। তখন বিরক্ত হই।”

প্রীতিকা বলল, “লিমিটটা বোঝানোর ওকে চেষ্টা হয়নি কোনও কালেই, সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। বেশি আদরে মানুষ হয়েছে। নইলে এত অ্যাডামেন্ট হয় না।”

তথাগত কিছু বলল না। প্রীতিকা বলল, “তুমি এত চুপচাপ হয়ে গেছ কেন? বুবকাকে দীপ্ত রায় কী বলেছে তাতে কি কিছু প্রমাণ হয়?”

তথাগত বলল, “দীপ্ত খুব ধূর্ত একজন মানুষ প্রীতিকা। ওকে রিড করা শিবেরও অসাধ্য।”

প্রীতিকা বলল, “আর তুমি?”

তথাগত বলল, “মানে? আমাকে তুমি পড়তে পারো না?”

প্রীতিকা বলল, “আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি। তুমি কী? তোমাকে রিড করা সহজ? তুমি বুবকাকে জড়িয়ে পর্যন্ত আমাকে সন্দেহ করো, সেদিন প্রশ্নটা না করলে আমি জানতে পারতাম?”

তথাগত বিরক্ত হল, “এখন এইসব প্রসঙ্গ কেন তুলছ?”

প্রীতিকা বলল, “ইদ্রিশ কী বলছে?”

তথাগত বলল, “কী বলবে! দীপ্ত রায়কে মেরেছে বুবকা, বাণী মিত্র তরুণ দাসের সঙ্গে ক্লোজ ডোর মিটিং করছে, কৌশিক রায় সবাইকে জেরায় জেরায় অস্থির করে তুলছে। আমার খোঁজেও নাকি অফিসে গেছিল!”

প্রীতিকা বলল, “ক্লোজ ডোর মিটিং? তোমার মায়ের চেম্বারে সোফাও আছে না?”

তথাগত কয়েক সেকেন্ড থমকে বলল, “এত কিছু শুনে তোমার এই কথাটা স্ট্রাইক করল?”

প্রীতিকা হাসতে হাসতে বলল, “ওহ, সরি সরি, আসলে একগাদা ফিল্মি ম্যাগাজিন পড়ছিলাম তো একটু আগে, গসিপ মুডে চলে গেছিল মনটা।”

তথাগত থমথমে গলায় বলল, “লাইফ ইজ নট ফিল্ম প্রীতিকা, সব কিছু এত সোজা না। স্ট্রেট লাইনে কেচ্ছা খোঁজাটা বন্ধ করো দয়া করে।”

প্রীতিকা বলল, “সরি সরি। আচ্ছা, সেকেন্ড পয়েন্টটা ধরি, কৌশিক রায়টা কে?”

তথাগত বলল, “সিআইডি। ভীষণ সৎ অফিসার।”

প্রীতিকা বলল, “কোন একটা সিনেমায় একটা ডায়লগ শুনেছিলাম না? কেউ সৎ নয়, সবাই একটা দামে ঠিক বিকিয়ে যায়?”

তথাগত বলল, “কে কিনবে ওকে?”

প্রীতিকা বলল, “যে বৈভবীকে খুন করেছে, সে!”

তথাগত বলল, “বৈভবীকে কে খুন করেছে বা আদৌ কেউ খুন করেছে নাকি তুমি জানো?”

প্রীতিকা বলল, “জানি না তো। কে কোথায় কী করে আসে সব কি আর আমায় বলে?”

তথাগত বলল, “তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?”

প্রীতিকা বলল, “কেন, তুমি কি সন্দেহ করার মতো কিছু করেছ? আচ্ছা আমাকে একটা কথা বোঝাও তো, বৈভবী আগরওয়ালের সঙ্গে মন্দারমণি যেতে যাবে কেন?”

তথাগত বলল, “সেটা আমি কী করে জানব?”

প্রীতিকা বলল, “গেস করো কিছু একটা। কৌশিক রায় না কার কথা বললে, সে যদি জিজ্ঞেস করে তখন বলতে হবে তো!”

তথাগত বলল, “দিস ইজ নট ফান প্রীতিকা। হতেই পারে বৈভবীকে আগরওয়াল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সিনেমায় চান্স দেবে বলে। হু নোজ?”

প্রীতিকা বলল, “বৈভবী কি ফ্রেশার নাকি? ও এত সহজে মেনে নেবে?”

তথাগত বলল, “মানা না মানাটা তো যার যার ওপর। যৌবনোত্তীর্ণা নায়িকা, যে কাজ পাচ্ছে না, সে যদি কম্প্রোমাইজ করতে চায় কে দেখতে যাচ্ছে?”

প্রীতিকা বলল, “তোমার কাছে কম্প্রোমাইজের অফার আসে?”

তথাগত বলল, “আমি কদিন এসেছি আর!”

প্রীতিকা বলল, “ওহ, তো এলে কী করবে?”

তথাগত বলল, “তুমি কি আমাকে ওদের মতো ভেবেছ?”

প্রীতিকা বলল, “আচ্ছা বাদ দিলাম। কৌশিক রায় সম্পর্কে কী ভেবেছ?”

তথাগত বলল, "কিছু ভাবিনি। কী ভাবব?"

প্রীতিকা বলল, "সেই। পুলিশকে তো শুধু দোষীরাই ভয় পায়। নির্দোষ লোক ভয় পাবে কেন? একটা কথা মনে রেখো, যদি কিছু করেও থাকো, ওরা কিন্তু সব আটঘাট বেঁধেই তোমার কাছে আসবে, কারণ তোমরা প্রভাবশালী। সো বি প্রিপেয়ারড।"

তথাগত বলল, "তুমি ধরেই নিয়েছ আমি বৈভবীকে মেরেছি?"

প্রীতিকা হাসল, "আমার ধরা না ধরায় কারও কিছু যায় আসে না।"

তথাগত বলল, "দেন শাট দ্য ফাক আপ, বি..."

প্রীতিকা বলল, "বিচ? বিচ বলছিলে? বাহ..."

তথাগত বলল, "সরি, আমি রিয়েলি সরি।"

প্রীতিকা ঠান্ডা গলায় বলল, "আমি ঘুমাতে গেলাম। গুড নাইট।"

তথাগত কিছু বলল না। চুপচাপ বসে রইল।

২৮

"গুরু তোমার তো এখন দেখি কিছুতেই নেশা হয় না!"

শুভ বুবকার গাড়ির পিছনের সিটে শুয়েছিল অভ্যাসমতো।

রাত আড়াইটা। রাস্তার মধ্যে একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মদ খাচ্ছিল তারা।

রোজের মতোই।

বুবকা বলল, "কেন হয় না? নেশাটা আসলে জানো তো মুডের ওপর ডিপেন্ড করে।"

শুভ বলল, "তোমার মুড তো আজকে ভালো হবার কথা। ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে গাঁড় ক্যালানি দিয়েছ। কোথায় আজ এট্টু ফুর্তি করবে তা না, কেমন একটা ঝিমিয়ে যাচ্ছ!"

বুবকা বলল, "শুধু দীপ্ত রায়কে মারলেই মুড ভালো হবে? হলে তো খুশিই হতাম।"

শুভ খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল, "ওই বানচোদকে মেরেছ, আমি তাতেই খুশি, মাইরি বলছি আজ যদি হাতে টাকা থাকত আমি তোমাকে মদে চান করিয়ে দিতাম। আচ্ছা তুমি যখন ক্যালাচ্ছিলে মালটা কী বলছিল?"

বুবকা বলল, "চুপচাপ মার খেয়ে গেল।"

শুভ বলল, "ওই দীপ্ত ব্যাটা তো চুপচাপ মার খাবার মাল না গুরু।"

বুবকা হাসল, "হিরো মারলে ভিলেন মার খায় জানো না?"

শুভ বলল, "তা যা বলেছ গুরু, তুমি শালা সত্যি সত্যি একটা হিরোই বটে!"

বুবকা বোতল থেকে অনেকটা মদ গলায় ঢালল, এই সময় তার গাড়ির সামনে একটা বাইক এসে থামল। একজন বাইক থেকে নেমে ড্রাইভার সিটের পাশে এসে বলল, "ওহ, আপনি এখানে? আর আমি গোটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে!"

বুবকা বলল, "আপনি কে?"

লোকটা বলল, "আমি? আমি ওই যে আপনারা বলেন না, মামা! আমি ওই মামা।"

শুভ পিছন থেকে বলল, "গুরু, আজ গাঁ মারা গেল।"

লোকটা জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, "বাহ, আপনিও আছেন শুভবাবু। এ তো এক ঢিলে দুই পাখি মারলাম ফিল হচ্ছে। আচ্ছে দিন এসে গেল তো মশাই। গাড়িতে এসে বসতে পারি?"

বুবকা নিস্পৃহ গলায় বলল, "বসুন।"

লোকটা বলল, "কী খাচ্ছেন? রামের গন্ধ পাচ্ছি! এত বড়োলোকের ছেলে রাম খাচ্ছেন? স্কচ খান না?"

শুভ বলল, "রামের টাকা জোগাড় করতেই পেছন ফেটে যাচ্ছে আর আপনি আবার স্কচের গল্প শোনাচ্ছেন।"

লোকটা বলল, "ওই মুরগির গলার চর্বি ফ্রাই না কী খেতেন না আপনি? শোনার পর থেকে আমারও ভীষণ খেতে ইচ্ছা করছে। খাওয়াবেন?"

বুবকা বলল, "আপনার বাইক? এখানে থাকবে?"

লোকটা বলল, "সেটাও ঠিক। আচ্ছা, আজ বাদ দিন, পরে একদিন খাইয়ে দেবেন। কাজের কথায় আসি, আমার নাম কৌশিক রায়। আমি বৈভবী মার্ডার কেসটা এখন ইনভেস্টিগেট করছি।"

বুবকা বলল, "ডিল করে মাঠে নেমেছেন না সব জেনে-টেনে তারপর রেট ফিক্স করবেন?"

কৌশিক হাসলেন, "ডিল তো শেয়ালে করে। ওই শেয়ালের মাংস ভাগের গল্প পড়েছেন তো?"

বুবকা বলল, "পড়েছি। আচ্ছা বলুন আপনার কী জানার আছে।"

কৌশিক সিগারেটের প্যাকেট বের করে বুবকাকে অফার করলেন, বুবকা নিল না, শুভ উঠে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল।

কৌশিক বললেন, "দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কী করে বলুন তো। পিছন দিক দিয়ে? সামনে তো সিকিউরিটি থাকে দেখলাম।"

বুবকা বলল, "ওই শুয়োরটা আপনাকে আমার নামে নালিশ করেছে নাকি?"

কৌশিক বললেন, "ধুর মশাই, পুলিশকে কী ভাবেন বলুন তো? পুলিশ যদি চেষ্টা করে সব কিছু জানতে পারে।"

বুবকা বলল, "হ্যাঁ, পিছন দিয়ে।"

কৌশিক বললেন, "ঘরে আর কেউ ছিল?"

বুবকা বলল, "সেদিন তো দেখিনি কাউকে।"

কৌশিক সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, "ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন, সেদিন দীপ্ত রায়ের বেডরুমে একটা মেয়ে প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় ছিল। আজকে ঘরে কাছের ডাক্তার এনে সিক্রেট চিকিৎসা চলছে সে মেয়েটির।"

বুবকা বলল, "ও।"

কৌশিক হালকা চালে বললেন, "আপনি জানতেন না দীপ্ত রায়ের বেডরুমে কেউ ছিল? অলকা দেবী আপনাকে বলেননি কথাটা?"

বুবকা বলল, "অলকা? ও কী করে বলবে? আমি কি জানি নাকি ও কোথায় আছে?"

কৌশিক বললেন, "ওহ, জানেন না? আমি তো ভাবলাম আপনি জানেন।"

শুভ পিছনের সিট থেকে বলল, "জানলে তো ভালোই হত, কতদিন বউটাকে দেখি না।"

কৌশিক পিছনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বউ কেলিয়ে পুরুষসিংহ না আপনি? আপনার কিন্তু অনেক গুণ আছে মশাই।"

শুভ চুপ করে গেল। কৌশিক শুভর বোতলটা নিয়ে বেশ খানিকটা মদ গলায় ঢেলে বললেন, "আজ আসি, কাল একবার শ্যুটিং দেখতে যাব। বাংলা সিরিয়ালের শ্যুটিং দেখা আমার ছোটোবেলার ইচ্ছা, বুঝলেন তো?"

বুবকা বলল, “ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আশা করব শুধু বাতেলা না মেরে কাজেও কিছু করবেন।”

কৌশিক বুবকার গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, “আপনার পাহাড় কেমন লাগে বুবকা?”

বুবকা বলল, “ভালো লাগে। আপনার?”

কৌশিক বললেন, “অসাধারণ।”

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “কতদিন যাই না, শালার চাকরি!!!”

২৯

বাণীর ঘুম ভেঙে গেল সকাল সকাল।

রাত আড়াইটেয় বাড়ি ফিরেছেন।তিনটেয় শুয়েছিলেন। তবু সাড়ে ছটার সময় ঘুম ভেঙে গেল। উঠে ব্যালকনিতে এসে বসলেন।

মেঘে ঢেকে আছে শহরের আকাশ। বৃষ্টি হবে যে-কোনো সময়।

“চা খাবে?” প্রকাশ এসে দাঁড়িয়েছেন কখন বুঝতে পারেননি বাণী।

বললেন, “তুমি খাবে?”

“আমি এই সময়ে রোজই চা খাই। তোমার অবশ্য তখন মাঝরাত।” হাসলেন প্রকাশ।

বাণী বললেন, “বানাতে হবে নাকি?”

“নাহ, এই জাস্ট বানালাম।”

“হবে আমার?”

“হয়ে বেশি হবে। যাক গে, তোমার প্রেশারের কী হাল? ওষুধ খাচ্ছ নিয়মিত?”

“আর প্রেশার! বুবকা ফিরেছে? দেখলে?”

“না, ফেরেনি।”

বাণী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, “সব কিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল, না? সুখটা সইল না।”

প্রকাশ বললেন, "তুমি এত অল্পে ভেঙে পড়ছ কেন? কী এমন হয়েছে?"

বাণী প্রকাশের দিকে তাকালেন, শেষ কবে একসঙ্গে এভাবে কথা বলেছেন মনে করতে পারছিলেন না। বললেন, "স্টুডিওতে সিআইডি অফিসার এসে দু ছেলের খোঁজ করছে, এর থেকে আর কত খারাপ হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?"

প্রকাশ চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "বুবকাকে ফোন করব? কোথায় আছে দেখব?"

বাণী বললেন, "নাহ। ফোন করে কী হবে? মাকে খুনি ভাবছে আজকাল। ফোন করলে ভাববে ট্র্যাক করতে চাইছি।"

প্রকাশ বিষণ্ণ গলায় বললেন, "আমিই দায়ী, ওকে আরও চোখে চোখে রাখা উচিত ছিল।"

বাণী মাথা নাড়লেন, "তুমি কেন দায়ী হতে যাবে? একটা সময় তুমি সাপোর্টটা না দিলে ভেলভেট পিকচারস দাঁড়াত না। কিন্তু সেসব করতে গিয়ে ছেলেটার দিকেই নজর দেওয়া হল না। মা বাড়িতে না থাকলে ছেলে এভাবেই বখে যায়। আরও ভুল করেছি আমি। বুবকাকে অ্যাকাডেমিক লাইনে জোর করে নিয়ে গেলেই ভালো হত। মাত্র সতেরো বছর বয়স ছিল ওর, যখন ওর ডেবিউ হয়। ওই অত অল্প বয়সে এত

লাইমলাইট পড়ল, মাথাটা ঠিক রাখতে পারল না। আমাদের গাইডেন্সটা মিস করে গেল। ওই সময়টাই সব শেষ করে দিল।"

প্রকাশ বললেন, "বৈভবী মেয়েটা খারাপ ছিল না বাণী, বুবকাকে কিছুটা হলেও সামলাতে পারত।"

বাণী চুপ করে থাকলেন। প্রকাশ বললেন, "আমি বুবকার সাইকোলজিটা বোঝার চেষ্টা করেছি। ও তোমায় মিস করত। একটা সময় ছিল যখন ও মা ছাড়া আর কিছু বুঝত না। সর্বক্ষণ মা মা করেই চলেছে। যে সময়টা তুমি হাউসটাকে দাঁড় করানোর জন্য হঠাৎ করে ওর থেকে দূরে হয়ে গেল, ও অদ্ভুত এক ইনসিকিউরিটিতে ভোগা শুরু করল। এই ইনসিকিউরিটি থেকেই ও বৈভবীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। ভালোবাসার থেকে বেশি ওর কাছে আশ্রয় কিংবা নিরাপত্তা বড়ো হয়ে গেছিল।"

বাণী ব্যঙ্গচ্ছলে হেসে বললেন, "হ্যাঁ, এমনই আশ্রয়, নিরাপত্তা, যে, ছেলে শান্তিনিকেতনে শ্যুট করছে আর তিনি এখানে প্রোডিউসারের সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছেন।"

প্রকাশ বললেন, "ফুর্তি করে বেড়াচ্ছিল কি না সেটা তো এখনও কনফার্মড না, তাই না? হয়তো জানাও যাবে না কোনও দিন। তোমার বৈভবীকে নিয়ে এত সমস্যা কেন বলো তো!"

বাণী প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে মেয়ে কেরিয়রের শুরুতে হেন কোনও লোক নেই যার সঙ্গে শোয়নি, তাকে যদি আমার ছেলে বউ হিসেবে মনোনীত করে, তাহলে আমি কেন, পৃথিবীর সব মায়েরই সমস্যা হবে প্রকাশ। হতে পারে সে মেয়ে ভালো হয়ে গেছে, হতে পারে সে বুবকাকে ভীষণ ভালোবাসে, তবু সমস্যা হতে পারে। পারে না? কেন, বাবা হিসেবে তোমার সমস্যা হত না?"

প্রকাশ বললেন, "আমি তোমাদের থেকে বহুদিন হল দূরে চলে গেছি বাণী। আমার শিডিউল তোমার শিডিউল মেলে না। অফিস থেকে ফিরে ঘরে কাউকেই দেখতে পাই না। তাও প্রীতিকা থাকলে কথা-টথা হয়, তবু সেটা একেবারেই সৌজন্যমূলক। কিন্তু দূর থেকে আমি এটুকু বুঝতে পারি, তোমরা যে জায়গাটায় এখন প্রবেশ করেছ, সেটাতে যতটা না গ্ল্যামার আছে, তার থেকেও বেশি আছে যান্ত্রিকতা। এই জীবনটা অদ্ভুত। এক-একটা মানুষ নিশাচর প্রাণীর মত পার্টি করে, রোজ নিয়ম করে মাঝরাতে বাড়ি ফেরে, তাদের কাজের সময়টাই অত রাত করে শেষ হয়। এ তো খুব একটা স্বাভাবিক জীবন না। এবার স্বাভাবিক জীবনের মানুষের থেকে তোমাদের পৃথিবীর জীবনটা অন্য হবেই, তাই না? সেক্ষেত্রে সমস্যা হলেও ভেবে নিতে হবে ওটা বুবকার লাইফ, ও যা ভালো ভেবেছে করেছে।"

বাণী কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, "আমার কিছু ভালো লাগছে না আর। সেই আগের মতো গান চালাও তো। শুনি বসে বসে। তখন সস্তার টেপরেকর্ডার ছিল, কত গান শুনতাম। এখন দামি মিউজিক সিস্টেম, অথচ গানই শোনা হয় না দ্যাখো।"

প্রকাশ উঠলেন, "বেশ, রবীন্দ্রসংগীত চলবে তো?"

বাণী হাসলেন, "শুধু রবীন্দ্রসংগীতই। আর কিছু না। সাগর সেন। আছে?"

প্রকাশ বললেন, "আছে।"

৩০

"একটা ভালো গান চালাও তো ড্রাইভারভাই। নেপালি গান এখন জমছে না। মেরে সপনো কি রানি আছে?"

তাদের গাড়ি সেবক কালীবাড়ি পেরোতে পেরোতে কৌশিক হাঁক পাড়লেন।

শুভ বলল, "হ্যাঁ। সত্যি মাইরি। কান পচে গেল। এ শালারা গোর্খাল্যান্ড নিয়েই ছাড়বে!"

বুবকা তিস্তা দেখছিল, বলল, "তুমি তো দেখি সব ব্যাপারই কম বেশি জানো।"

শুভ বলল, "হ্যাঁ, কাগজটা পড়া চাই, বুঝলে গুরু।"

ড্রাইভার গান চেঞ্জ করল।

কৌশিক বললেন, "আচ্ছা শুভবাবু, প্লেনের মধ্যে চোখ বন্ধ করে বসে কাঁপছিলেন কেন? এত ভয় কীসের? বেঁচে থেকেই বা কী হবে? এই যদি গাড়িটা এখন খাদে পড়ে যায়, কী করবেন তখন?"

শুভ সভয়ে বলল, "কী সব অলুক্ষুনে কথা বলছেন স্যার! এসব বলে নাকি! বেঁচে থেকে কী করব মানে? মরে গিয়েই বা কী করব? ভগবান মানুষ করে পাঠিয়েছেন, কতদিন আর বাঁচব। যতদিন বাঁচব ভালো করে বেঁচে নি। এখনও কত কিছু খেলাম না, কত জায়গায় গেলাম না। কিছুই তো দেখলাম না। তবু এই আপনাদের কল্যাণে প্লেনে চড়তে পারলাম। এইটা একটা ভালো কাজ করলাম বলতে পারেন সারা জীবন ধরে।"

কৌশিক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, "সেই, কথায় আছে না ভাগ্যবানের বউ পালায়, আপনি হলেন সেই বিরল ক্যাটাগরির ভাগ্যবান। যা যা উইশলিস্টে আছে সবই দেখতে পাবেন আপনি, চাপ নেই।"

বুবকা বলল, "আমি প্রথম যখন ছোটোবেলায় এখানে আসি, মনে আছে ট্রেন থেকে নেমে বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম যখন ভাঙল দেখি খাদ। সারা রাস্তা বমি করতে করতে গ্যাংটক পৌঁছেছিলাম।"

কৌশিক বললেন, "আপনার কিন্তু বেশ ক্রেজ আছে বুবকা, যা বুঝলাম। লোকজন চিনতেও পারে। গোটা ফ্লাইটে একটা মেয়ে আপনাকে ঝাড়ি মারতে মারতে এল। বোঝাই গেল ক্রাশ-টাশ আছে। লাইফটা এভাবে রাস্তায় রাস্তায় মদ না খেয়ে বেরিয়ে নতুন করে ভাবছেন না কেন?"

শুভ বলল, "সে তো স্যার আপনাকে না চিনেও দেখলাম এক মেয়ে অনেকক্ষণ ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে ছিল। হ্যান্ডু আপনিও কম না।"

বুবকা বলল, "আপনি আমার জায়গায় থাকলে কী করতেন?"

কৌশিক হাসলেন, "আমিও আপনার মতোই করতাম। কিন্তু লাইফ কি তাই? সবকিছু ভুলে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা না করলে কীভাবে হবে বলুন তো?"

বুবকা বলল, "গার্লফ্রেন্ড, যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেও কথা হয়েছে, শুনতে পেলাম সে স্পট ডেড হয়ে গেছে, তাও নাকি কোন এক লম্পটের সঙ্গে সে যাচ্ছিল। গোটা পৃথিবীর লোক অনুকম্পার দৃষ্টি মেলে আপনাকে দেখছে, হায় রে ছেলেটা সারাজীবন ধোঁকা খেয়ে গেল, কেউ বা ভাবছে এহ, এটা একটা ভালো মুরগি হল তো, সে অবস্থায় মানুষ কী করবে?"

কৌশিক বললেন, "খবরটা আপনাকে কে দিয়েছিল?"

বুবকা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল, “দাদা।”

কৌশিক আধখাওয়া সিগারেটটা জানলার বাইরে ফেলে বললেন, “টাইমটা মনে আছে?”

বুবকা বলল, “নাহ।”

কৌশিক বললেন, “আপনি তখন কোথায় ছিলেন?”

বুবকা বলল, “খোয়াইতে।”

কৌশিক বললেন, “একা?”

বুবকা শুভর দিকে তাকিয়ে বলল, “অলকা ছিল।”

শুভ বলল, “আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই গুরু। আমি জানি তুমি অন্য কারও দিকে তাকাতেই পারো না, কিছু করা তো ছেড়েই দিলাম।”

কৌশিক হাসতে হাসতে বললেন, “এ তো মহা পজেসিভ লোক দেখছি। যাই হোক, আমাকে একটা কথা বলুন তো বুবকা, বরাট আপনাকে বৈভবীকে নিয়ে কী কী জেরা করেছে?”

বুবকা বলল, “করেইনি কোনও দিন।”

কৌশিক চোখ বড়ো বড়ো করলেন, “সে কী! মালটা কী করছিল তাহলে!”

বুবকা বলল, “ডিল অ্যামাউন্টটা জানতে পেরেছেন?”

কৌশিক বললেন, “হুঁ, মন্দ নয় সে টঙ্কা ভালো, রং যদিও বেজায় কালো।”

বুবকা বলল, “ব্ল্যাক মানি?”

কৌশিক বললেন, “হুঁ।”

শুভ বলল, “মাইরি কত লোকের কত ব্ল্যাক মানি, সারাজীবন শুনেই গেলাম। কেউ তো বলে না, নে ভাই শুভ আমার অনেক ব্ল্যাক মানি আছে, আমার এত টাকা লাগবে না, তুই নিয়ে যা, মৌজ কর।”

কৌশিক বললেন, "বলবেও না। আপনাকে দিয়ে কারও এক টাকারও উপকার হবে না।"

শুভ মুষড়ে পড়ে বলল, "সেই, গরিবের দিকে তো আর কেউ কোনও দিন চোখ তুলে তাকাবে না।"

কৌশিক হাসতে লাগলেন।

#

তথাগত কটেজের বাইরে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছিল। প্রীতিকা স্নানে গেছিল। হঠাৎ দেখতে পেল সিঁড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোক আসছেন। তার পিছনে বুবকা।

নিচ থেকেই কৌশিক হাঁক পাড়লেন, "কেমন আছেন তথাগতবাবু, কী ভাগ্যিস আপনি পাহাড়ে এসেছিলেন, নইলে এই গরমে শহরে পচে মরতে হত। থ্যাংক ইউ বস, থ্যাংক ইউ!"

৩১

"জায়গাটা তো বেড়ে মশাই। এসব তো অনেক ভাড়া, কী বলেন?" কৌশিক তথাগতর সামনের চেয়ারে বসলেন।

বুবকা রেলিংয়ে হেলান দিল। শুভ মাটিতেই বসে পড়ল।

তথাগত বুবকা আর শুভর দিকে একবার তাকিয়ে কৌশিকের দিকে তাকাল, "হ্যাঁ, ভাড়া মন্দ না। সাড়ে তিন হাজার পার ডে। খাওয়ার চার্জ আলাদা। ব্রেকফাস্ট পার হেড আড়াইশো টাকা, লাঞ্চ ডিনার চারশো টাকা করে।"

কৌশিক চোখ বড়ো বড়ো করে তথাগতর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শালা সৎ হবার বড্ড জ্বালা মশাই, যা মাইনে পাই, তার ওপর ডিএ তো ভুলে গেছি, এসব জায়গা তো ভাবতেও পারি না।"

বুবকা বলল, "বউদি কোথায়?"

তথাগত বলল, "স্নানে।"

কৌশিক বললেন, "তা তথাগতবাবু, আপনার তো ফেরার কথা আগেই ছিল, থেকে গেলেন যে?"

তথাগত একটু ইতস্তত করে বলল, "এমনি, এত ভালো জায়গা, কলকাতা তো সেই জ্যাম, টেনশন, যতদিন এখানে থাকা যায় আর কি!"

কৌশিক বললেন, "ওহ। তা ভালো। তা কী কী ঘুরলেন কালিম্পংয়ে? ভূত দেখলেন?"

তথাগত বলল, "ভূত বলে কিছু থাকলে তো দেখব।"

কৌশিক বললেন, "ঠিকই, ভূত বলে কিছু হয় নাকি, সবটাই ঢপবাজি, আর ভূতের বই, ভূতের সিনেমা বিক্রির চেষ্টা। জঘন্য জঘন্য। সবাই ব্যবসা করছে।"

তথাগত বলল, "একেবারেই। ব্যবসা ছাড়া আর কী?"

“তা তথাগত বাবু, চাকরি ছাড়লেন কী আনন্দে? আপনি তো গুছিয়ে ছড়াচ্ছেন যা শুনতে পেলাম। একটা মেগা অলরেডি কেস খাইয়েছেন, আরও কী কী করবেন কে জানে। এভাবে চললে তো ভেলভেট পিকচারস ডুবে যাবে।”

তথাগত বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, “ঘরের কথা বাইরের লোকের কাছে বলার দরকার ছিল কি খুব?”

কৌশিক মুখে চুক চুক শব্দ করলেন, “আরে মশাই, আপনি পুলিশকে এত আন্ডারএস্টিমেট করেন কেন? ঘাসে মুখ দিয়ে চলি নাকি আমরা? শুনুন, মানুষ দুটো পর্যায়ে গিয়ে নির্লিপ্ত হয়, এক, সে কিছুই জানে না, দুই, সে সব জানে। আমরা, মানে পুলিশরা এই দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ি। আমরা জানি সবই, কিন্তু ভাব করি কিছুই বুঝতে পারি না। বুঝলেন?”

তথাগত কিছু বলল না। প্রীতিকা বাইরে এল।

অবাক চোখে বুবকার দিকে তাকাল।

কৌশিক বললেন, “এই তো, বউদি এসে পড়েছেন।”

প্রীতিকা বলল, “আপনাকে তো ঠিক...”

কৌশিক বললেন, “আমি তথাগতবাবুর বন্ধু।”

প্রীতিকা বলল, “ওহ, চা খাবেন? বলব?”

কৌশিক বললেন, “তা মন্দ হয় না। চা তো দরকারই। ও ছাড়া কী করে হবে?”

প্রীতিকা ঘরে গেল ইন্টারকম থেকে ফোন করতে।

কৌশিক বললেন, “তথাগতবাবু, দীপ্ত রায় কী বলছে আজকাল?”

তথাগত গম্ভীর ছিল, আরও গম্ভীর হয়ে বলল, “ওঁর সঙ্গে আমার কথা হয় না।”

কৌশিক বললেন, “স্বাভাবিক, সেয়ানে সেয়ানে তো কোলাকুলি হয়, কথা তো কমই হয়। অবশ্য আপনাকে সেয়ানা বললে অনেক সেয়ানা আত্মহত্যা করবে। এবার কাজের কথায় আসি, বলুন তথাগতবাবু, কেদার সিংয়ের নাম শুনেছেন?”

তথাগত অবাক হল, “কে বলুন তো!”

কৌশিক বললেন, “ও, আপনি কেদার সিংকে চিনবেন না, কেদার সিং তো একজন পাতি ট্রাক ড্রাইভার যে একটা গাড়িকে ইচ্ছা করে মেরেছিল। আপনি চিনবেন কী করে?”

তথাগত বলল, “আমি চিনি না, কোন গাড়িকে মেরেছে?”

কৌশিক বললেন, “আপনি বলেছিলেন যার গাড়িকে মারতে। মনে করতে পারছেন না? নাকি মনে করিয়ে দেব?”

বুবকা কৌশিকের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, “ও আছে না? আমি জানতাম ও আছে। আমি জানতাম...”

কৌশিক বুবকার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিলেন, “আপনি একটা কথাও বলবেন না বুবকা। প্লিজ। এটা ওঁর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। আপনি দূরে কোথাও যেতে চাইলে যেতে পারেন। প্লিজ।”

বুবকা চুপ করে গেল।

কৌশিক বললেন, “বলুন তথাগতবাবু। আচ্ছা দীপ্ত রায়ের সঙ্গে আপনার ফিটিংটা হল কবে থেকে? মানে কবে থেকে এইসব প্ল্যানগুলো করলেন। একটু আলোকপাত করুন। ওহ, ওয়ান মোর থিং, আপনি ভাবুন কী করবেন এখন, দীপ্ত রায়কে কিন্তু খুব শিগগিরি আমরা পাকড়াও করব এবার।”

তথাগত রেগে গেল, “দেখুন, আপনি যদি আমাকে বৈভবী মার্ডারে দোষী ভাবেন, তাহলে ভুল ভাবছেন, আমি কিন্তু খুন করিনি। কাউকে খুন করতেও বলিনি।”

কৌশিক ঠান্ডা গলায় বললেন, “শুধু অ্যারেঞ্জ করেছিলেন আগরওয়াল যেন বৈভবীকে ডাকে স্ক্রিপ্ট শোনাবার নাম করে। এদিকে বুবকাও সেটা জানতে পারলে রেগে যাবেন, তাই বুবকাকেও বলেনি কিছু বৈভবী, তারা গাড়িতে করে কোথাও একটা যাচ্ছিল, আপনারা ট্রাক দিয়ে গাড়িটাকে...”

তথাগত চেঁচিয়ে উঠল, “উফ... পাগল করে দিচ্ছেন তখন থেকে। শুনুন, আমি বারবার বলছি, আবার বলছি, আমি খুন করিনি। যেহেতু দীপ্ত রায়ের সঙ্গে আগরওয়ালের ভালো বন্ধুত্ব ছিল, তাই আমি ওকে ফিট করেছিলাম আগরওয়ালকে দিয়ে বৈভবীকে ডাকার জন্য। আমাদের প্ল্যান ছিল কিছু ফটো তোলা, ভিডিও করে বুবকাকে পাঠানো, যাতে ও বোঝে বৈভবী ওকে চিট করছে। কিন্তু ব্যাপারটা হল ওই ড্রাইভার গাড়িটায় মেরেই দিল। সেটা আমি বলিনি! বিশ্বাস করুন!!!”

একবারে কথাগুলো বলে তথাগত থামল।

কৌশিক বুবকার দিকে তাকিয়ে বললেন, “নিন বুবকা, দিস ইজ দ্য স্টোরি, বুঝলেন?”

তথাগত হাঁফাচ্ছিল। বুবকা এগিয়ে এসে তথাগতর কলার ধরল, "তুই এটা করতে পারলি? কী লাভ হল তোর এটা করে দাদা? একটা মেয়েকে মেরে ফেললি তোরা?"

বুবকার চ্যাঁচ্যামেচি শুনে কটেজের হাউসস্টাফরা দৌড়ে এল। কৌশিক তাদের হাত তুলে নিরস্ত করলেন।

তথাগত বলল, "আমার বুদ্ধিতে এটা হয়নি বুবকা। মা বলেছিল বলেই এটা করা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর, বৈভবীকে খুনের কথা কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি।" বুবকা বিস্ফারিত চোখে তথাগতর দিকে তাকিয়ে থাকল।

কৌশিক বললেন, "হুঁ, কলার ছাড়ুন বুবকা। দীপ্ত রায় ওভারট্রাম মেরেছিলেন, যাতে আপনাদের মধ্যে খিঁচটা জম্পেশ করে লাগে। মা ব্যাটায় বোঝেননি।"

চ্যাঁচামেচিতে প্রীতিকা বেরিয়ে এসেছিল। বুবকা তথাগতর কলার ছেড়ে দিল। রেলিংয়ে একটা ঘুসি মেরে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কৌশিক বললেন, "এইজন্য বলি একটা ট্রুথ হাউজ দরকার, সবাই মিলে ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার খেলতাম, কিছু না কিছু একটা বেরিয়ে আসত।"

প্রীতিকা বিস্মিত হয়ে বলল, "আপনি কী করে জানলেন ট্রুথ হাউজের কথা?"

কৌশিক হাসতে হাসতে বললেন, "ওটা তো আমারই লেখা। সৌভিকের মুখস্থ বুদ্ধি ভালো, তবে এইসব লিখতে সেই আমাকেই লাগে।"

প্রীতিকা বলল, "সৌভিক মানে?"

কৌশিক বললেন, "ওহ, আপনারা তো ওকে দীপ্তানুজ নামে চেনেন। তা ভালো। ওই নামটাও আমারই দেওয়া। নাম মনে পড়ছিল না মাথায়, ওটাই দিয়েছিলাম। দীপ্ত রায়

বোঝেনি বাপেরও বাপ থাকে। এদিকে বরাটকে ফিট করছে, ওদিকে বড়ো সাহেব আমাকে ডেকে প্যারালাল ইনভেস্টিগেশন চালাতে বললেন। এদিকে দেখলাম আপনারা স্ক্রিপ্ট রাইটার নিচ্ছেন, ব্যস, মালটাকে ঢুকিয়ে দিলাম। ভেতরের খবর রাখার জন্য এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে? এককালে স্ক্রিপ্টও লিখেছি, বুঝলেন কিনা? তবে আপনাদের সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট বড্ড ঢপের জিনিস, খুব বিরক্ত লাগে লিখতে।"

প্রীতিকা অবাক হয়ে কৌশিক রায়ের দিকে তাকাল। তথাগত চেয়ারে বসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পর বুবকার দিকে তাকিয়ে বলল, "বিশ্বাস কর, বৈভবীকে মারার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।"

বুবকা কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

৩২

"বাবা একটা কারখানায় কাজ করত বুঝলেন বুবকা, দেড় কামরার একটা ঘরে দুই ভাই, বাবা, মা। একবার বাবা পুজো বোনাস পেল, আর কীভাবে যেন টাকা বাঁচিয়েছিল। সেই প্রথম দার্জিলিং যাওয়া। সে কী উৎসাহ আমাদের। দাদা আর আমি মিলে ম্যালে দৌড়ে বেড়াচ্ছি সারাদিন ধরে। হোটেলের থেকে কত দূরে ছিল ম্যাল, অনেকটা হাঁটতে হত, কিন্তু তাই সই। দুজনে মিলে মাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে চলে আসতাম। তারপর দৌড়ে বেড়ানো। তিন না চার দিন ছিলাম মনে নেই। ফিরলাম যেদিন সেদিন কী মনখারাপ। শুধু মনে হত আবার সেই জীবনে ফিরে যেতে হবে!

যেতে হল। ফেরার পরেই বাবার কারখানায় লক আউট হল। কোনও দিন এক বেলা খেয়ে কাটাতাম, কোনও দিন খাওয়াই হত না। ভদ্রলোকের সন্তান হবার সমস্যা হল, ভিক্ষা চাওয়াতে আমাদের অসম্মান। দিনের পর দিন বাবা ফিরত আর আমরা হাঁ করে অপেক্ষা করতাম ভালো কোনও খবর শুনব হয়তো। এর মধ্যে একদিন দাদা স্কুল থেকে ফিরছিল, রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়ল। দাদার বডি আসছে, বাড়ির সেই পরিবেশ, বাবার সেই দৃষ্টি, মার কান্না আমাকে একদিনে বড়ো করে দিয়েছিল। তারপর থেকে স্বপ্নে দাদাকে দেখেছি প্রতিবার, ম্যালে ছোটাছুটি করছি আমরা। আর দাদা সেই একইরকম আছে।"

কৌশিক কথাগুলো বলে পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে ধরালেন।

শুভ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তারা দুজন হোটেল থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে একটা বসার জায়গায় এসে বসেছে।

বুবকা বলল, "দাদা আর মাকে কি অ্যারেস্ট করা হবে?"

কৌশিক সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন, "এখানে আপনার এখনও এইসব কথা মনে আসছে? এই পরিবেশে? আমার তো ইচ্ছা করছে কোথাও না গিয়ে এখানেই থেকে যাই। ডিপার্টমেন্টে এক-আধ দিন একটু ঝামেলা হবে বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বুবকা বলল, "পারবেন না থাকতে।"

কৌশিক বললেন, "কেন বলছেন?"

বুবকা বলল, "আপনি মানুষ ঘেঁটে ঘেঁটে রোবট হয়ে গেছেন। রোবটদের এইসব সৌন্দর্য ভালো লাগে না।"

কৌশিক বললেন, "তা বটে। দু-চারটে ক্রিমিনালকে পিটিয়ে ঠান্ডা না করতে পারলে আজকাল মনে হয় দিনটা খুব খারাপ যাচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, আপনি রিমিকে চিনতেন?"

বুবকা বলল, "কে রিমি?"

কৌশিক বললেন, "ওহ, আপনি চিনবেন না।"

বুবকা বলল, "এখানে রিমি এল কোত্থেকে?"

কৌশিক বললেন, "রিমি হল একজন এসকর্ট, যাকে দীপ্ত রায় বোন বলে পরিচয় দিচ্ছিল। তাকে খানিকক্ষণ আগে অর্ধমৃত অবস্থায় দীপ্ত রায়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা গেছে। দীপ্ত রায় তালা লাগিয়ে অফিসে গেছিলেন। আমাদের ফোর্স অনেক কসরত করে দরজা খুলে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নার্সিং হোমে নিয়ে গেছে। দ্য ফানি সাইড ইজ, স্টিল দীপ্ত রায় এ ব্যাপারে কিছু জানে না। মেয়েটার সারা শরীরে উন্ড, অত্যাচারের ছাপ স্পষ্ট। হালকা ক্লু পাওয়া গেছে, একটা নারী পাচার চক্রের অন্যতম মাথাও এই গুণধর বাবুটি। দীপ্তবাবু লম্বা ফাঁসবেন। শুধু অলকা দেবীকে প্রয়োজন ছিল এই সময় বুবকা। ওঁর কাছে অনেক খবর থাকতে পারে।"

অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেছিল। কৌশিক সিগারেটটা ফেলে দিল।

বুবকা বলল, "চিরকাল দেখে এসেছি আমার দাদা পড়াশোনায় সেরা। ক্লাসে ফার্স্ট হত। ক্যুইজে একবার কলকাতার সেরা হয়েছিল। অঙ্কে এত ভালো ছিল যে ক্লাসের ছেলেরাই দাদার কাছে বুঝতে আসত। ছোটোবেলা থেকে মা ছাড়া কিছু বুঝিনি। এরা এই দীপ্ত রায়ের মতো লোকের সঙ্গে হাত মেলাবে কৌশিকবাবু? শুধু বৈভবীকে পছন্দ নয় বলে?"

কৌশিক বললেন, "আপনার দাদার চাকরিটা ছাড়া উচিত হয়নি। একটা প্রাচীন ক্লিশে প্রবাদ আছে, বন্যেরা বনে সুন্দর। আপনার দাদা ওই ঝকঝকে অফিসগুলোতেই সুন্দর।

সৌভিক যখন আমাকে রিপোর্ট দিত তখনই বুঝেছিলাম। উনি এই লাইনের লোকই নন। আপনার এক্কেবারে উলটো।”

বুবকা বলল, “ছোটোবেলায় সবাই বলত দাদা বাবার মতন। অ্যাকাডেমিক টাইপ। পড়াশোনা ছাড়া কিছু বোঝে না।”

কৌশিক বললেন, “একজ্যাক্টলি। আর আপনি বাণী মিত্রের মতোই। কিংবা বাণী মিত্র আপনার মতো। নিজেরা যেটা চান, তার জন্য এমন জেদ করে থাকেন যেখানে আর সব কিছু খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। বেশি ভালোবাসা মানুষকে ঠিক ভুল বিচার করতে দেয় না। ন্যায় অন্যায়ও না। বাণী দেবী আপনাকে ভালোবাসেন...”

বুবকা বাধা দিল, “এটা ভালোবাসা না কৌশিকবাবু, এটা লোকলজ্জার ভয়, ইগো ক্ল্যাশ।”

কৌশিক পকেট খুঁজে আর-একটা সিগারেট ধরালেন, বললেন, “আমার মা এখনও দিনে তিরিশবার ফোন করে বুবকা। খেয়েছি কি না, বাড়ি কখন আসব। মায়েরা আসলে সন্তানের ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকে, কিছু বুঝতে চায় না।”

বুবকা চুপ করে বসে থাকল।

কৌশিক বললেন, “যারা বর্ন ক্রিমিনাল হয়, তাদের পেট থেকে কথা বের করতে আমাদের অনেক ঘুঘু অফিসারদের পর্যন্ত দম বেরিয়ে যায়। ক্রমাগত তারা মিসলিড করে যাবে, দিনের পর দিন তারা মার খাবে, কিন্তু তাদের পেট থেকে একটা কথা বেরোবে না। অথচ তথাগতবাবুকে দেখুন। কত সহজে কনফেস করে দিলেন। উনি আসলে ভাঙছিলেন ভিতরে ভিতরে। চাপটা আর নিতে পারছিলেন না। ওঁকে রিড করতে আমার বেশি সময় লাগেনি। সৌভিকের রিপোর্টই এনাফ ছিল। পাহাড়ে তড়িঘড়ি

আপনাকে এজন্যই নিয়ে আসা। আর-একটা কারণ অবশ্য, আমার ভয় ছিল তথাগত বেশি প্যানিকড হয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে না যান!"

বুবকা বলল, "আপনি ক্রমাগত আমার দাদা আর মার পক্ষে কথা বলছেন কেন?"

কৌশিক হাসলেন, "আচ্ছা ছাড়ুন আপনাকে একটা খবর দি।"

বুবকা বলল, "কী?"

কৌশিক বললেন, "অলকানন্দা মুখার্জির কল লিস্ট চেক করা হয়েছে। নিখোঁজ হবার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই একটি নম্বরে উনি প্রায়ই ফোন করতেন। যাবার আগে অবশ্য ফোনের ডায়াল লিস্ট থেকে নম্বরটা ডিলিট করে গেছেন। আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। অগত্যা একটু গভীরে যেতে হল। নাম্বারটা আপনার বুবকা।"

বুবকা বলল, "আমি জানতাম আপনি বুঝে যাবেন।"

কৌশিক বললেন, "রেখেছেন কোথায়? জানতে পারি? এখানে আমি আপনি আর পাহাড় ছাড়া কেউ নেই।"

বুবকা হাসল। কিছু বলল না।

৩৩

সন্ধে সাতটা। প্রকাশ অফিস থেকে ফিরে দেখলেন বাণী ব্যালকনিতেই বসে আছেন। অবাক হলেন তিনি, "তুমি অফিস যাওনি?"

বাণী বললেন, "নাহ। আজ আর ইচ্ছে করল না।"

প্রকাশ বললেন, "সে কী! তাহলে অসুবিধা হবে না?"

বাণী হাসলেন, "কোনও কিছু কারও জন্য থেমে থাকে না। আমি না গেলেও কাজটা ঠিকই চলবে। তুমি চা খাবে?"

প্রকাশ বললেন, "ব্ল্যাক টি, নো সুগার।"

বাণী বললেন, "জানি জানি। আমার অতটাও ভুলো মন না।"

প্রকাশ বসলেন। বাণী বললেন, "তুমি ফ্রেশ হয়ে নিতে পারতে তো।"

প্রকাশ বললেন, "নাহ। অনেক দিন পর তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আর-একটু বলি।"

বাণী বললেন, "আজ সকালেই তো বললে।"

প্রকাশ গুনগুন করলেন, "তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে।"

বাণী বললেন, "বাহ। তোমার গলাটা তো সেই একইরকম আছে। কতদিন পর শুনলাম।"

প্রকাশ বললেন, "আমিও বহুদিন পর গাইলাম। গাইতে যে পারি, সেটাই ভুলতে বসেছিলাম, আসলে শোনারও তো কেউ নেই।"

বাণী বললেন, "অনেক হল। আমাদের এবার অবসরের সময়। থামতে হবে হয়তো এবার।"

প্রকাশ বললেন, "অবসর কেন? অবসরের কোনও বয়স হয় নাকি? তুমি কি এখনও বুবকার ব্যাপারে ভেবে যাচ্ছ?"

বাণী কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "বুবকা সব জেনে গেছে প্রকাশ।"

প্রকাশ বললেন, "স্বাভাবিক। আজ না হয় কাল জানত। কতদিন এভাবে চেপে রাখতে পারতে সত্যিটাকে?"

বাণী বললেন, "তুমি এত নির্লিপ্ত হও কী করে? সংসার থেকে এতটা দূরে চলে গেলে কবে?"

প্রকাশ বললেন, "যেদিন জানতে পারলাম তোমার আর তরুণের ব্যাপারটা। সেদিন থেকেই।"

বাণী প্রকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। বললেন, “তুমি সব জানতে? তবু কিছু বলোনি কোনও দিন?”

প্রকাশ বললেন, “কী করতাম বলো? ছেলেরা বড়ো হচ্ছে, তরুণের সংসার আছে, স্ত্রী কন্যা আছে। অকারণ একটা জটিলতা তৈরি করা ছাড়া আর কিছু হত? নিজেকে তোমার থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার ছিল!”

বাণী বললেন, “চিরকাল একটা বোকা মানুষ থেকে গেলে। কী পেলে এত বোকা থেকে?”

প্রকাশ বললেন, “তোমাকে পেলাম। এই যে, অফিস থেকে ফিরে ব্যালকনিতে বসে আছ দেখলাম, এই মুহূর্তটা পেলাম।”

বাণী বললেন, “রোম্যান্টিক মানুষেরা চিরকাল বোকা থেকে যায়, তুমি সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।”

প্রকাশ বললেন, “বোকা থাকাই বোধহয় ভালো। আচ্ছা বাদ দাও, বুবকা কোথায়?”

বাণী বললেন, “কালিম্পংয়ে। তথাগতর ওখানে।”

প্রকাশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “তথাগতই বলেছে তাহলে ওকে?”

বাণী বললেন, “হ্যাঁ। ভালোই করেছে। কতদিন আর পালিয়ে থাকা যায়!”

প্রকাশ বললেন, “ও কি নিজেই ওখানে থাকাটা এক্সটেন্ড করেছিল না তুমি বলেছিলে?”

বাণী বললেন, “আমিই বলেছিলাম। ব্যাপারটা কী থেকে কী হয়ে গেল, না? আমি শুধু চেয়েছিলাম বুবকা যেন বৈভবীর থেকে দূরে চলে যায়। দীপ্ত সেখানে মেয়েটাকে মেরেই ফেলল!”

প্রকাশ বললেন, “আগুন নিয়ে খেললে তুমি যদি ভাবো শরীর পুড়বে না তাহলে তো তুমি মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলে। তোমার অনেক ভেবে এগোনো উচিত ছিল, বা না এগোলেই ভালো হত।”

বাণী বললেন, “কী যে হল আমার! যতবার ভেবেছি বুবকা বৈভবীকে বিয়ে করবে ততবার আমার শুধু মনে হয়েছে এ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না! যদিও দীপ্তর সঙ্গে বসার কথা তথাগতই বলেছিল, তবু আমি এই দায় ওকে দিতে পারি না, এ আমারই দায়। আমারই বোঝা উচিত ছিল দীপ্তর মতো ছেলে ঠিক এই সুযোগটা নেবে। বম্বে রোডের ধারে একটা বারে ওদের বসার কথা ছিল স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য, বৈভবীর ড্রিংকসে ড্রাগস মিশিয়ে ওকে খাইয়ে ওর সঙ্গে আগরওয়ালের ঘনিষ্ঠ ছবি

তোলার প্ল্যান ছিল। ওরা যেতে পারল না তার আগেই ট্রাকটা... ছি ছি ছি, আমি কী করলাম। এত নিচে নেমে গেলাম!”

বাণী ভেঙে পড়লেন। প্রকাশ বাণীর পিঠে হাত রাখলেন, “একটা কথা বলব শুনবে?”

বাণী বললেন, “কী?”

প্রকাশ বললেন, “এসব নিয়ে আর ভেবো না। চা করবে বলছিলে না? যাও। অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হও।”

বাণী বললেন, “যাচ্ছি।”

প্রকাশ বললেন, “তুমি যেদিন প্রথম ভেলভেট পিকচারস শুরু করেছিলে ব্যাংক লোন নিয়ে, সেদিনের কথাটা মনে আছে? কতটা ভয় ছিল, আদৌ এত টাকা শোধ করতে পারবে নাকি! জীবনটাও তো অনেকটা সেরকমই। অনিশ্চয়তায় ভরা। শুধু একটা সিদ্ধান্তের জন্য সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে না। তুমি ওঠো। চলো দুজনে মিলেই চা-টা বানাই। ওঠো।”

বাণী উঠলেন। প্রকাশ বাণীর হাত ধরলেন।

৩৪

তারা যখন হোটেলে ফিরল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। কৌশিকের সিগারেট শেষ হয়ে গেছিল। কৌশিক বুবকাকে বললেন, "আপনি যান, আমি কিনে ঢুকছি।"

বুবকারা অন্য হোটেলে উঠেছিল। বুবকা ঘরে গিয়ে দেখল শুভর সঙ্গে তথাগতও বসে আছে। কথা বলছিল তারা। বুবকা বলল, "কি রে, তুই?"

তথাগত বলল, "তোর কাছেই এসেছিলাম।"

বুবকা বলল, "শুভদা তুমি তো সারাদিন হোটেলে ঘুমালে, যাও একটু বাইরে হাওয়া খেয়ে এসো।"

শুভ বলল, "বুঝেছি বুঝেছি, তবে দেখো বাপু, মারপিট কোরো না যেন।"

বুবকা বলল, "যাও তো।"

শুভ করুণ মুখে বলল, "বুঝেছি, গরিব মানুষের কোনও দাম নেই। আচ্ছা আসছি।"

শুভ বেরিয়ে গেল।

বুবকা বলল, “বল কী বলবি।”

তথাগত বলল, “আমি ডিসিশন নিয়েছি আগের কোম্পানিতে জয়েন করব, এসব আমার জন্য না।”

বুবকা বলল, “সেটা আমি জেনে কী করব।”

তথাগত বলল, “একটা সময় ভেবেছিলাম এত বড়ো হাউজ, হয়তো খুব ইজিলি ব্যাপারগুলোকে বুঝে নেব। আদতে বুঝলাম আমি পারছি না। আর এইসবের মধ্যেই খুব বড়ো একটা পাপ করে ফেললাম। তোকে আবার বলছি, বৈভবীকে মারার কথা কোনও দিনও ভাবিনি। সেদিন যখন খবরটা শুনলাম, প্রথমেই হতভম্ব হয়ে তোকেই ফোন করে দিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি দীপ্ত এটা করতে পারে। যতবার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি, ততবার আমি নিজেকেই ক্ষমা করতে পারি না। তুই আর আমাকে কী ক্ষমা করবি!”

বুবকা বলল, “তোর মনে আছে দাদা ক্লাস টুয়েলভে আমি অঙ্কে টেস্টে ফেল করেছিলাম? আর তুই তারপর থেকে তিনমাস নিয়ম করে আমাকে অঙ্ক করাতে বসতি? কিছুতেই মাথায় ঢুকত না, আর তুই দিনের পর দিন ধৈর্য নিয়ে আমাকে বুঝিয়ে যেতিস। সেই তুই এত তাড়াতাড়ি এতটা চেঞ্জ হয়ে গেলি?”

তথাগত চুপ করে বসে রইল মাথা নিচু করে।

বুবকা বলল, “দুজন মানুষ ভালোবাসলে সবার এত সমস্যা কেন বল তো দাদা? বয়সটাই কি সব? এই যে বাবা মা দিনের পর দিন আলাদা ঘরে থাকে, একটা ঠান্ডা সম্পর্ক বয়ে চলে এল সারাটা জীবন, এটাই বা কেমন সম্পর্ক বল তো? একটা মানুষ কাকে ভালোবাসবে তাতে তাদের দুজন ছাড়া সবার এত মাথাব্যথা কেন হবে?”

তথাগত বলল, “আই অ্যাম সরি বুবকা, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিস।”

বুবকা বলল, “ক্ষমা যার করার কথা ছিল, সে-ই তো নেই আর, আমি কী করব আর!”

কলিং বেল বাজল।

বুবকা দরজা খুলে দেখল কৌশিক এসেছেন।

কৌশিক ঘরে ঢুকে তথাগতকে দেখে বললেন, “ওহ, আমার মনে হয়েছিল আপনি এখানে আসবেন। আপনাদের জন্য একটা খবর আছে।”

তথাগত বলল, “কী?”

কৌশিক বললেন, "টিভিতে দেখাচ্ছে তো, টিভিটা চালান। দীপ্ত রায় কিছুক্ষণ আগে ওঁর অফিস থেকেই অ্যারেস্ট হয়েছেন। আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে আছেন।"

বুবকা বলল, "কোন চার্জে?"

কৌশিক বললেন, "আপাতত বৈভবী এবং আগরওয়ালের মার্ডারের চার্জ আছে। অলকা দেবীকে খুঁজে পাওয়া গেলে দীপ্তর জন্য আরও বড়ো বাঁশ অপেক্ষা করছে। যাকে বলে আছোলা এক্কেবারে।"

বুবকা কৌশিকের দিকে তাকাল, "দীপ্ত তো সবার আগে মার আর দাদার নাম নেবে।"

কৌশিক বললেন, "স্বাভাবিক। ওর মতো হারামি মাল কী কী করতে পারে তা আমার থেকে ভালো আর কে জানতে পারে।"

বুবকা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "মাকে এখন টানাহ্যাঁচড়া না করলেই ভালো হয় বোধহয়, দাদাকেও। আমি ওদের ক্ষমা করে দিয়েছি কৌশিকবাবু।"

তথাগত দুহাতে মুখ ঢাকল। কৌশিক বললেন, "সেটা হয়তো সম্ভব হবে না, তবে কেদার সিংয়ের সাক্ষ্যটা খুব ইম্পরট্যান্ট হবে, কারণ ব্যাটাকে দীপ্তই ইনভলভ করিয়েছিল। মালটাকে আমার গোপন ডেরায় রাখা আছে যাতে ওকে চাপ দিয়ে বয়ান

চেঞ্জ না করানো যেতে পারে। আশা করা যায় এই ব্যাপারে দীপ্ত রায়ের খেলা এখানেই শেষ।"

বুবকা বলল, "শুভদাকে দেখলেন বাইরে?"

কৌশিক বললেন, "হ্যাঁ, নিচে এক ভদ্রলোক মাউথ অরগ্যান বাজাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে সেটা শুনছে। চলুন আপনারাও চলুন। মারামারি, হানাহানি, হিংসার বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। দেখে আসবেন চলুন।"

তারা বেরোল ঘর থেকে। নিচে নেমে দেখল এক বৃদ্ধ অপূর্ব এক সুর তুলেছেন মাউথ অরগ্যানে। "তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম।"

বুবকা দেখল একদিকে বৃদ্ধ সুর তুলছেন অন্যদিকে শুভর দু চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। বুবকা তথাগতকে বলল, "দাদা, অনেক দিন টাকা দিস না, আজ দে তো কিছু, স্কচ খাই বহুদিন পর।"

৩৫

-দীপ্তবাবু ভালো আছেন? এরা ভালো রেখেছে তো আপনাকে?

-ওহ, কৌশিকবাবু! বাহ। আপনাকেই এক্সপেক্ট করছিলাম। কী দেবেন? থার্ড ডিগ্রি?

-আপনাকে তো পারলে হাজার ডিগ্রি দিতাম দীপ্তবাবু, কিন্তু কী করব বলুন, আপনি তো এমনিই সব বলে দেবেন। অকারণে আর এনার্জি নষ্ট করে কী করব।

-বলতে পারি, কিন্তু কেন বলব?

-যাতে শাস্তি কম হয়।

-ওহ। তা বটে। কিন্তু বলব না। বুঝলেন? চিন্তা করবেন না, আমারও মিডিয়া আছে, আপনার মতো দুর্নীতিবাজ পুলিশ যে কীভাবে একজন নির্দোষ লোককে ফাঁসাচ্ছে সকাল বিকাল দেখবেন আপনি।

-তা দেখান, কোনও চিন্তা নেই। আচ্ছা এবার কাজের কথায় আসি। বলুন তো বস, বৈভবীকে মারলেন কেন? শুধুই রাইভ্যালরি? নাকি বৈভবী আর-একটু বেশি কিছু জেনে ফেলেছিল?

-আপনাদের তো বললাম, তথাগত মিত্র আর বাণী মিত্র আমাকে মারতে বলেছিল বলে আমি মেরে দিলাম। ওদের জেরা করে জানুন পুরোটা। আমাকে কেন বলছেন?

-দীপ্তবাবু, আপনার ফেসবুক ডেটিং ব্যবসাটা কেমন চলছে? বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বনাশ করে পাচারের কাজ? খুব বেশি দূর গেছে না এখনও ওয়েস্ট বেঙ্গলই...?

-মাইনে কত পান কৌশিকবাবু? ডিএ তো পান না। রাস্তায় মাঝরাতে গাড়ি ধরে ট্রাক ধরে বিশ টাকা ত্রিশ টাকায় সংসার চলে?

-বৈভবী কি সব জেনে গেছিল দীপ্তবাবু? আগরওয়ালও তো জানত, তাই না?

-পঁচাত্তর লাখ টাকা চোখে দেখেছেন কোনও দিন কৌশিকবাবু? সবার একটা রেট থাকে। কোন শুয়োরের বাচ্চা বলছিল আপনি নাকি সৎ? আমি বিশ্বাস করি না। পুরোনো প্রবাদ আছে, সৎ বলে কিছু হয় না। সবার রেট আছে কৌশিকবাবু। এসব চাকরি করে কী করবেন? আমি শুনলাম আপনি ভালো স্ক্রিপ্ট লেখেন। আপনার গল্পে আমি সিনেমা বানাব। ভাবুন তো এই বালের চাকরি করে কী লাভ হয়? আপনার সিনেমা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাবে, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি আপনাকে পুরস্কার দেবে, হট নায়িকারা আপনার বুকে বুক ঠেকিয়ে ফটো তুলে পেজ থ্রিতে দেবে। ভাবতে পারছেন কৌশিকবাবু?

-রিমিকে ওভাবে মারলেন কেন দীপ্তবাবু?

-আচ্ছা ছেড়ে দিন, এক কোটি, আমি বেরিয়েই আপনাকে একটা ওয়ার্ল্ড ট্যুরে পাঠাব। প্যারিসের মেয়েরা খুব ভালো শয্যাসঙ্গিনী হয় জানেন তো? কিংবা ব্রাজিল। মরিশাসও যেতে পারেন। আপনি তো অবিবাহিত, নাহয় একজন মডেলকে নিয়েই বেরোবেন। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব কৌশিকবাবু, একদম চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুরুন। আমি আছি আপনার পিছনে। কলকাতার বস্তিতে অপরাধীদের পিছনে ঘুরে বেড়াবেন, কোন ধাপার মাঠে রাতবিরেতে পড়ে থাকবেন, কেন? কল্পনা করুন আপনি স্কটল্যান্ডের বিচে বসে মার্টিনি খাচ্ছেন, ঠিক যেমন জেমস বন্ড খেতেন, পাশে অর্ধনগ্না মডেল, আপনি চাইলেই আপনাকে ঠোঁটে চুমু খাচ্ছে, আমি আরব্য রজনীর দৈত্য কৌশিকবাবু, একবার চেয়ে তো দেখুন।

-আপনার মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি আছে দীপ্তবাবু, কথাও ভারী সুন্দর বলেন। আচ্ছা আরও বলুন তো, নিজের বাজারদরটা বুঝে নি।

-আমার কেসটা হালকা করে দিন কৌশিকবাবু, আপনাকে বুবকা টাকা খাইয়েছে না? কত টাকা খাইয়েছে, আপনি আমাকে বলুন।

-আমাকে আমার চাকরি টাকা খাওয়ায় দীপ্তবাবু, ওই ডিএ না পেয়ে পেয়ে যে মাইনেটা পাই, ওই টাকাই আমাকে খাওয়ায় দীপ্তবাবু। সে টাকাটার বেশি টাকা আপনি দিতে পারবেন না।

-আপনি বোকা কৌশিক, আপনি বোকা, আপনি একটি চার অক্ষরের বোকা। লাস ভেগাসে ক্যাসিনোতে জুয়া খেলছেন, একের পর এক টাকা হারছেন তবু আপনি টাকা লাগাতে পিছপা নন, জানেন দীপ্ত ঠিক আছে আপনার সঙ্গে, ভাবতে পেরেছেন কোনও দিন? ভাবুন ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন। আপনার বস, তার তস্য বস, তার তস্য তস্য বস সবাই বিক্রি হয়ে যায়, আপনি তো কোন ছাড় কৌশিক, রেটটা বলুন। টাকাটা বলুন।

-অলকানন্দা সব জানিয়ে দিয়েছে আপনার ব্যাপারে দীপ্তবাবু। কেদার সিংও। শিলিগুড়ি এবং কলকাতা মিলিয়ে আপনার এসকর্ট সার্ভিসের চুয়ান্ন জন মহিলাকে উদ্ধার করে এনজিওর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কাস্টিং কাউচ করে, অভিনয় করার নাম করে আপনি মেয়েদের যে রাস্তায় নামিয়েছিলেন সেই পথটা আমরা কেটে দিয়েছি দীপ্তবাবু। আপনার খেলা শেষ।

-অলকানন্দা? শি ইজ আ বিচ! মাগিটাকে বরের মারের হাত থেকে বাঁচালাম আমি। শেষে এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করল? হবেই তো, এরাই নিমকহারাম হবে, গলায় জুতো পিষে...

-আহ, দীপ্তবাবু, অনেক মাথা ঠান্ডা করে ছিলাম। এই চড়টা আপনার প্রাপ্য ছিল। ব্যথা লাগল? চিন্তা করবেন না, ধীরে ধীরে সেরে যাবে। চলি, কাল কোর্টে আপনাকে আমিই নিয়ে যাব। ভালো থাকবেন।

৩৬

-গুরু।

-বলো শুভদা।

-আমরা পথের লোক পথেই ফিরে এলাম।

-সেই। যা বলেছ।

-এই যে বৃষ্টি, এমন একটা রোম্যান্টিক দিন। আমরা কী করছি? রাস্তার ধারে, কেলিয়ে বসে থেকে মদ গিলছি। এটা কোনও লাইফ গুরু?

-চানাচুরটা না খেলে দাও শুভদা। কষ্টের টাকায় কেনা চানাচুর। নষ্ট কোরো না।

-খাব রে ভাই। আচ্ছা নে। তুই তো আজ শ্যুটিংয়েও গেলি না। আচ্ছা তোকে আমি তুই বলতাম না তুমি বলতাম?

-ও যা ইচ্ছা বলো তুমি। আমার কোনও চাপ নেই।

-চাপ নেই তো জানি। অত বড়ো সেলিব্রিটি তুই। রাস্তাঘাটে বেরোলে মেয়েরা তো পারলে চুমু অবধি খেয়ে নেয়। কী করছিস বল তো ভাই আমার? মাঝরাতে মদ খেয়ে পড়ে থাকলে চলে? একটা লক্ষ্মীমন্ত বউ আন, সংসার কর। আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, জানিস এরকমই বৃষ্টি ছিল সেদিন। এমন বৃষ্টি যে আদ্ধেক লোকই আসতে পারেনি। অলকার ঠাকুমা বেঁচে ছিল তখন। আমাকে বলল, জামাই, বৃষ্টির দিনে বিয়ে শুভ লক্ষণ। টিনের চালে ফুলশয্যার মজা বোঝো জামাই? যেদিন ফুলশয্যা হল ভাই, বাড়ির সামনে হাঁটুজল জমে গেছে, আমি ঘর-টর পরিষ্কার করছি, অলকাও করছে, তারপর কখন যেন বাজ পড়ল। আর সে কী ভয়! আমার হাত ধরে বসে আছে। বলে তুমি আমাকে ছেড়ো না। আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। বউ এরকম ভয় পেলে কী করে হবে? একা গোটা সংসারটা ধরে রাখতে হবে তাকে। আমি যত বোঝাই সে তত আমার হাত চেপে ধরে, আর বৃষ্টিও হয়েছিল সেদিন। সঙ্গে বাজ। কী দিন ছিল রে ভাই, কী দিন ছিল, ভেসে গেল সব...

দুজনে চুপ করে বসে ছিল।

বুবকার গাড়ির সামনে একটা বাইক এসে দাঁড়াল। শুভ বলল, "উফ, ইমোশনাল সময়গুলোতেই এই বেরসিক পুলিশগুলোকে আসতে হয়।"

কৌশিক জানলায় উঁকি মারলেন, "বুবকাবাবু, এবার তো সময় এসে গেছে। কাল তো আমাকে কোর্টে..."

বুবকা বলল, "বাইকটা কী করবেন?"

কৌশিক বললেন, "আপনি গাড়িটা নিয়ে এগোন, আমি বাইক নিয়ে পিছনে যাচ্ছি।"

বুবকা গাড়ি স্টার্ট দিল।

শুভ অবাক গলায় বলল, "গুরু, কোথায় যাচ্ছ?"

বুবকা বলল, "চুপ করে বসে থাকো না। থাকা যায় না?"

শুভ বলল, "ভালো লাগে না, এই পুলিশ যেদিন থেকে জীবনে এসেছে, একটু শান্তি নেই রে ভাই।"

বুবকা বলল, "শুভদা, অলকা এখন ফিরে এলে সংসার করবে?"

শুভ বলল, "কেউ ফিরে আসে না রে ভাই, আমি যা করেছি, আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না।"

বুবকা বলল, “যদি ফিরে আসে? তোমাকে সিচুয়েশন দিলাম। তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তুমি কী করবে?”

শুভ বলল, “পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব, বলব সবই তো করেছ সেই আমাকে খাওয়ানোর জন্যই, আমরা যাতে ভালো থাকি তার জন্যই। দোষ ত্রুটি তো সবাই করে। আমি যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে শুয়ে আসতাম তুমি তো কিছুই বলতে না, আমি খুব ভুল করে ফেলেছি বউ, এই কান ধরলাম, আর কোনও দিন করব না, বিশ্বাস করো।”

বুবকার গাড়িটা বৈভবীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বুবকা পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দিয়ে বলল, “দরজাটা খোলো।”

শুভ বলল, “এ কোথায় নিয়ে এলি ভাই?”

বুবকা বলল, “যাও না। দরজাটা খোলো, আর এ নাও, টর্চটা নিয়ে যাও।”

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল আবার। শুভ গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গেটটা খুলে সদর দরজার তালাটা খুলল। কৌশিক বাইক নিয়ে চলে এসেছিলেন।

বুবকা বলল, “দাঁড়ান। আমরা একটু পরে যাই, নাহয় বৃষ্টিতে ভিজি কিছুক্ষণ। শুভদার শুভদৃষ্টি হবে আজকে অনেক দিন পরে, কাবাব মে হাড্ডি হবার দরকার নেই কোনও।”

কৌশিক অবাক গলায় বললেন, "আপনি এখানে রেখেছিলেন? ইলেক্ট্রিক পর্যন্ত নেই? খেত কী?"

বুবকা হাসল, "মাঝরাতটা তো আমার দখলে কৌশিকবাবু, ভুলছেন কেন? সে সময়েই যতটা পারতাম সাপ্লাই করেছি খাবারদাবার, ঘরদোর বন্ধ করে থাকাটা কষ্টকর, কিন্তু একটা জানোয়ারের কাছে থাকার চেয়ে এ যন্ত্রণা তুচ্ছ। মোবাইলটা তো ইচ্ছা করেই রেখে এসেছিল যাতে কেউ ট্রেস করতে না পারে কোথায় থাকবে, কিছুদিন এভাবেই থাকত, নইলে অন্য চিন্তা করতে হত।"

কৌশিক বললেন, "টেক্কা মেরে দিলেন ফটোফিনিশে। শহরের মধ্যে রাখবেন সেটাই ভাবিনি, শিট, এটা আমার কিছুতেই মাথায় আসেনি।"

বুবকা বলল, "টেক্কা আপনিই মেরেছেন, এত কম সময়ে এত বড়ো একটা জানোয়ারকে ধরেছেন, শুধু..."

কৌশিক বুবকার কাঁধে হাত রাখলেন, "চলুন ভিতরে যাওয়া যাক, শুভবাবু আনন্দের চোটে আমাদের কালকের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে বেশি আদর-টাদর করে দিলে অসুবিধা হয়ে যাবে।"

বুবকা বলল, "আপনিই যান, অলকা আর শুভকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে আজকের মতো, কাল থেকে আবার কোর্টের যুদ্ধ।"

কৌশিক বললেন, "বেশ, আমি আসছি ওদের নিয়ে।"

ধীর পায়ে বৈভবীর বাড়ি ঢুকে গেলেন কৌশিক, বুবকা গাড়ির মিউজিক প্লেয়ারটা অন করল, "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে"...

দেবব্রত বিশ্বাস ধীরে ধীরে গাড়িটার দখল নিয়ে নিলেন।